ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ

অধ্যাপক আবদুল মতিন

ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ

অধ্যাপক আবদুল মতিন

সাহাল প্রকাশনী
৩০৮/১, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর), খুলনা।

www.amarboi.org

ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষন

প্রকাশনায়ঃ

সাহাল প্রকাশনী

৩০৮/১ খানজাহান আলী রোড ,

(তারের পুকুর) খুলনা ।

প্রকাশকালঃ

প্রথম প্রকাশ ঃ মে-২০০৩ সন

প্রথম সংস্করণঃ অক্টোবর-২০০৫ সন

তৃতীয় মুদ্রণ ঃ মে-২০১০ সন

জৈষ্ঠ্য- ১৪১৭ সাল

জমাদিউস সানী -১৪৩১ হিজরী

সত্ত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদঃ কৃষ্টি প্রোডাক্টস্, খুলনা

অক্ষর বিন্যাসঃ

দেশ কম্পিউটার

৪৪/৩ শামসুর রহমান রোড, খুলনা।

মুদ্রণেঃ

নবযুগ ছাপাখানা ও প্রকাশনী

২৯৮ খানজাহান আলী রোড খুলনা ।

মোবাইল ০১৯১৫-৬৫৯৫৫৬

০১৮২২-৮৪৪২১১

নির্ধারিত মুল্য ঃ ৫৫.০০ টাকা

পরিবেশনায়ঃ

সাহাল বুক কর্ণার

৩০৮/১ খানজাহান আলী রোড

(তারের পুকুর), খুলনা ।

মোবাইলঃ ০১৭১১-৩৮৯০৭৬ (মালিক)

০১১৯১-৭৮২২৮৬ (দোকান)

প্রাপ্তিস্থান

আহসান পাবলিকেশন , মগবাজার, ঢাকা।	আল হেলাল লাইব্রেরী. যশোর ।
তাসনিয়া বই বিতান, মগবাজার, ঢাকা ।	আল আমীন লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা ।
প্রফেসরস বুক কর্ণার , মগবাজার, ঢাকা ।	কুরআন মহল, সিলেট।
ঢাকা বুক কর্ণার পুরানা পল্টন , ঢাকা ।	আল আমীন লাইব্রেরী, সিলেট ।
কাটাবন বুক কর্ণার, ঢাকা ।	ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বরিশাল ।
খন্দকার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা ।	একাডেমী লাইব্রেরী, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর পবিত্র কালামে হাকীম আল কুর-আনে ঘোষণা করেছেন ان اقيموا الدين "তোমরা দ্বীন কায়েম করো।" অপরদিকে আল্লাহ্ পাক নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . "তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে জীবনবিধান এবং সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন যাতে করে অন্যসব মতবাদের উপর তাকে বিজয়ী করতে পারে।"

তাই যুগে যুগে সকল নবী রাসূলগণই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)একই উদ্দশ্য নিয়ে দ্বীন কায়েমের আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। আর আন্দোলনের নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য তারাই সঙ্গী-সাথীদেরকে তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৈষয়িক ও নৈতিক গুণের সমন্বয় ঘটিয়ে সৎ, যোগ্য ও চরিত্রবান রূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাই আমাদেরকেও নবীর দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে সংগঠনভুক্ত হয়ে দ্বীন কায়েমের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

তবে দ্বীন কায়েমের আন্দোলন করতে যেয়ে কোন প্রকার নৈরাজ্য, হঠকারীতা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করা যাবে না। বরং কুরআন হাদীসের আলোকে সংগঠনের নেতা-কর্মীদেরকে তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবন গড়তে হবে এবং জনমানুষের মাঝে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের অনুকূলে মন-মেজাজ তৈরী করে স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই দ্বীন কায়েম করতে হবে। আমার লেখা "সংগঠন ও প্রশিক্ষণ" বইটি তারই একটি বাস্তব প্রতিফলন।

আমরা যারা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন বা শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই তারা সবাই যেন একই পদ্ধতি অবলম্বন করে একই মেজাজে আন্দোলন করতে পারি, তারই একটি সংক্ষিপ্ত গাইড লাইন কুরআন-হাদীসের আলোকে আমি আমার বই-এ দেয়ার চেষ্টা করেছি। রাসূল তাঁর বর্ণিত হাদীসে কুদসীতে বলেনঃ "আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছ, যে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন– তা হলো (১) জামায়াত বা সংগঠনভুক্ত থাকবে, (২) সংগঠনের আমীর বা নেতার কথা ভালভাবে শোনবে, (৩) সে অনুযায়ী আনুগত্য করবে, (৪) প্রয়োজনে হিজরাত করবে এবং (৫) আল্লাহর পথে জিহাদ বা আন্দোলন করবে"। এই হাদীসের কার্যকারিতা সম্পর্কে আমি আমার বই-এ উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি।

আমি আমার বইটি প্রথম প্রকাশ করি ২০০৩ সালে। আমার বই'এর নিয়মিত পাঠক-পাঠিকাদের ব্যাপক চাহিদার কারণে অল্প দিনের মধ্যেই বইটি শেষ হয়ে যায়। তবে কিছু বিষয়ের ব্যাপারে আপত্তি উঠার কারণে উক্ত বিষয়গুলো বাদ দিয়ে সংশোধন করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

বই লেখা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ভাই-বোন আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন, আমি তাদের প্রতি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বই লেখা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তার পরও কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে, এজন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আল্লাহর কাছে কামনা করছি যে, ক্ষুদ্র জ্ঞানের অধিকারী একজন নগণ্য লেখক হিসেবে দ্বীন ইসলাম কায়েমের সহায়তার জন্য যতটুকু চেষ্টা করছি আল্লাহ্ যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে আখেরাতে নাজাতের ব্যবস্থা করেন। আমিন

মোহাম্মাদ আবদুল মতিন
প্রভাষক, ইসলামীক ষ্টাডিজ বিভাগ
দৌলপুর কলেজ, খুলনা।

খুলনা ৩১ অক্টোবর– ০৫

www.amarboi.org

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
✪	পাঠ চক্রের উদ্দেশ্য ও পরিচালনা পদ্ধতি –	০৫
✪	বৈঠক বা সভা পরিচালনা পদ্ধতি –	০৭
✪	বক্তৃতা দান পদ্ধতি –	০৯
✪	দাওয়াত দানের গুরুত্ব ও পদ্ধতি –	১০
✪	দাওয়াতে দ্বীন, সমস্যা ও তার সমাধান –	১৪
✪	সংগঠনের দুর্বলতার কারণ ও তার প্রতিকার –	১৯
✪	কর্মীদের নিষ্ক্রীয়তার কারণ ও তার প্রতিকার –	২২
✪	আত্ম গঠন ও নেতৃত্বদান –	২৫
✪	গণসংযোগ –	৩১
✪	নেতৃত্ব-আনুগত্য-পরামর্শ-ইহতেসাব –	৩৪
✪	ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দায়িত্ব-কর্তব্য –	৪৫
✪	কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলামী আন্দোলন –	৪৯
✪	ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মনীতি –	৫৯
✪	ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের গুনাবলী –	৬৩
✪	ইসলামী আন্দোলন ঃ কর্মীদের গুনাবলী –	৭১
✪	ইসলামী আন্দোলনের কর্মী গঠনে নামায –	৮৩
✪	জান ও মালের কোরবাণী ঈমানের দাবী –	৯১
✪	ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র পথে খরচ –	৯৮
✪	শাহাদাত ই মুমিন জীবনের কাম্য–	১০৪
✪	ইসলামী আন্দোলনঃ কর্মীদের কাংখিত মান –	১১১
✪	কুরআনের আলোকে মুমিনের জিন্দেগী –	১২১
✪	মানবতার মুক্তির দিশারী ইসলাম-	১৩৬
✪	আখেরাত বা মানুষের শেষ ঠিকানা –	১৫০

www.amarboi.org

পাঠচক্রের উদ্দেশ্য ও পরিচালনা পদ্ধতি

পাঠচক্র সংক্রান্ত বিষয়গুলো হলো ঃ

১। পাঠচক্রের উদ্দেশ্য
২। পাঠচক্রের সদস্য
৩। পাঠচক্রের প্রস্তুতি
৪। পাঠচক্রের বিষয়
৫। পাঠচক্র পরিচালনা পদ্ধতি
(ক) পরিচালকের দায়িত্ব।
(খ) সদস্যদের দায়িত্ব।

১। পাঠচক্রের উদ্দেশ্য ঃ পাঠচক্রের উদ্দেশ্য মূলতঃ তিনটি–

(ক) ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারীক সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা অর্জন।
(খ) চিন্তার ঐক্য সাধন।
(গ) নেতৃত্ব সৃষ্টি বা তৈরী।

২। পাঠচক্রের সদস্য ঃ পাঠচক্রের সদস্য সাধারণতঃ দু'টি দিক বিবেচনা করে নির্ধারণ করা হয় ঃ

(ক) জ্ঞানগত মানের সমতা।
(খ) মানগত মানের সমতা।

৩। পাঠচক্রের প্রস্তুতি ঃ পাঠচক্রের জন্য নিম্নের কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুতি নিতে হয় ঃ

পাঠচক্রের বিষয় কিংবা বই এর উপর ব্যক্তিগত ভাবে গভীর অধ্যয়ন। এজন্য কয়েকটি বিষয়ের সহায়তা নিতে হবে ঃ

ক) আল-কুরআনের সহায়তা।
খ) আল-হাদীসের সহায়তা।
গ) অন্যান্য ইসলামী সাহিত্যের সহায়তা।
ঘ) নোট তৈরী করা। ঙ) চিন্তা-ভাবনা করা।

৪। পাঠচক্রের বিষয় ঃ টার্গেটকে লক্ষ্য রেখে বিষয় নির্ধারণ করা।

৫। পরিচালনা পদ্ধতি ঃ পাঠ চক্রের পরিচালনা পদ্ধতিতে দু'টি পার্ট আছে।
ক) পরিচালকের দায়িত্ব। খ) পরিচালিত বা সদস্যদের দায়িত্ব।

ক) পরিচালকের দায়িত্ব ঃ নিম্নের দু'টি দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। (i) বাহিরের দিক। (ii) ভিতরের দিক ।

(i) বাহিরের দিকঃ পরিচালককে পাঠচক্রের বাহিরের যেসব দায়িত্ব পালন করত হয় তা হলো ঃ

www.amarboi.org

- ✪ তারিখ নির্ধারণ।
- ✪ সময় নির্ধারণ।
- ✪ স্থান নির্ধারণ।
- ✪ বিষয় নির্ধারণ।
- ✪ সদস্যদের তালিকা তৈরী।

(ii) ভিতরের দিক ঃ পরিচালককে পাঠচক্রের ভিতরের যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তা হলো–

- ✪ সময় মত উপস্থিত হওয়া।
- ✪ সময় মত পাঠচক্র শুরু করা।
- ✪ ধারাবাহিকতা অবলম্বন করা।
- ✪ নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন করা।
- ✪ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করা।
- ✪ সমন্বয় সাধন করা।
- ✪ ইনসাফ কায়েম করা অর্থাৎ সকলকে অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া।
- ✪ নির্ধারিত সময়ে পাঠচক্র শেষ করা।

খ) পরিচালিত বা সদস্যদের দায়িত্ব ঃ

পাঠচক্রের সদস্যদেরও দু'টি দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

(i) বাহিরের দিক ঃ সদস্যদের পাঠচক্রের বাহিরের যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তা'হলো–

- ✪ তারিখ, সময়, স্থান এবং বিষয় পূর্বেই জেনে নেয়া।
- ✪ ব্যাপক অধ্যয়ন করা।
- ✪ নোট তৈরী করে নিয়ে আসা।

(ii) ভিতরের দিক ঃ সদস্যদের পাঠচক্রের ভিতরের যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তা হলো–

- ✪ সময় মত উপস্থিত হওয়া।
- ✪ নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন করা।
- ✪ শৃংখলা রক্ষা করা।
- ✪ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করা।
- ✪ বৈঠকে মনের একাগ্রতা সৃষ্টি করা।
- ✪ মনের উপস্থিতি (বৈঠকে)।
- ✪ পারস্পরিক সহযোগীতা রক্ষা করা।
- ✪ সকলকে অংশ গ্রহণ করা।
- ✪ বৈঠকে শেষ পর্যন্ত থাকা।
- ✪ পাঠচক্রের জন্য বিশেষ কোন সাজেশন থাকলে পরিচালককে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় দেয়া।
- ✪ পাঠচক্রের যে উদ্দেশ্য তা সফল করা।

www.amarboi.org

বৈঠক বা সভা পরিচালনা পদ্ধতি

একটি বৈঠক বা সভা পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। তা হলো ঃ

১। **পরিকল্পনা গ্রহণ ঃ** একটি বৈঠক বা সভাকে সফল করতে হলে কয়েকটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। যেমন ঃ

ক) প্রোগ্রাম নির্ধারণ করা।

খ) তারিখ নির্ধারণ করা।

গ) সময় নির্ধারণ করা।

ঘ) স্থান নির্ধারণ করা।

ঙ) বক্তা নির্ধারণ করা।

চ) শ্রোতা নির্ধারণ এবং সংখ্যা ঠিক করা।

ছ) বক্তৃতার বিষয় নির্ধারণ করা।

জ) ব্যবস্থাপক নির্ধারণ করা।

২। **বাস্তবায়ন ঃ** গৃহীত পরিকল্পনার আলোকে বৈঠক বা সভাকে সফল করতে হলে বাস্তবায়নের জন্য কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন ঃ

ক) বৈঠকের সঠিক সংবাদ সঠিক ব্যক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত ব্যক্তির কাছে যথাসময়ে যথাযথভাবে পৌঁছানো।

খ) বৈঠকের কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া।

গ) দ্বৈত পরিকল্পনা গ্রহণ। অর্থাৎ উভয়ে উভয়কে খবর দেয়া।

৩। **অনুষ্ঠানঃ** গৃহীত পরিকল্পনার আলোকে অনুষ্ঠানকে সুন্দর সফল এবং আকর্ষণীয় করার জন্য কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল অবশ্যই রাখতে হয়। তা হলো ঃ

ক) পরিচালকের আসন গ্রহণ।

খ) বক্তার আসন গ্রহণ।

গ) শ্রোতার আসন গ্রহণ।

ঘ) সঠিক সময়ে সভা আরম্ভ।

ঙ) বক্তার সাংগঠনিক এবং অন্যান্য পরিচয় সহ বক্তৃতার বিষয়কে ঘোষক সুন্দরভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে আগ্রহী করে তোলবে।

চ) প্রোগ্রামের বৈচিত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ছ) সামগ্রিক অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তোলা।

www.amarboi.org

জ) ফলাফল বিবেচনা করা।

ঝ) সভার পরিসমাপ্তি ঃ

i) প্রোগ্রামের বিষয় এবং বক্তার বক্তৃতাকে সংক্ষেপে ফুটিয়ে তোলা।

ii) প্রোগ্রামের আকর্ষণ রাখা।

iii) সময়মত প্রোগ্রাম শেষ করা।

৪। **সভা পরিচালকের গুণাবলী ঃ** যিনি সভা প্রিজাইড বা পরিচালনা করবেন তার কতিপয় গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। যেমন ঃ

ক) ইসলাম এবং অন্যান্য বিষয়ের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে।

খ) বর্ণনা আকর্ষণীয় হবে।

গ) অনুষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বা ক্যাপাসিটি থাকতে হবে।

ঘ) মনস্তাত্ত্বিক যাচাই ক্ষমতা থাকতে হবে।

ঙ) পরিবেশ অনুকূলে রাখতে হবে।

চ) সাহসী ও বলিষ্ঠ হতে হবে।

ছ) কর্মীদের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করতে হবে।

জ) আত্ম সমার্পণের ইচ্ছা থাকতে হবে।

ঝ) প্রয়োজনীয় অংগভঙ্গী থাকতে হবে। একেবারে অষাড়-নিষাড়ও হওয়া যাবে না আবার খুব চঞ্চলতার সাথে অংগভঙ্গীয় করা যাবে না।

৫। **পরিচালকের হেদায়েতী ভাষণ ঃ**

ক) আলোচ্য বিষয়ের মূল বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরা।

খ) কর্মীর ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার পরামর্শ দেয়া।

গ) পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা।

ঘ) উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের নির্দেশ অবগত করা।

ঙ) বিরোধী শক্তির তৎপরতা উল্লেখ এবং মোকাবেলা করা।

চ) উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য পেশ করা।

ছ) আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার মানুসিকতা তৈরী করা।

www.amarboi.org

বক্তৃতা দান পদ্ধতি

শ্রোতাদের যে কোন বিষয় বক্তৃতার মাধ্যমে বুঝানোর জন্য বক্তাকে কতকগুলো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। যেমনঃ

বক্তৃতার কাঠামো ঃ বক্তৃতার কাঠামো নিম্নরূপ হবে–

১। বক্তৃতার উদ্দেশ্য ঃ উপস্থিত শ্রোতাদের মান অনুযায়ী উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা।

২। বক্তৃতা সাজানো ঃ

ক) ভূমিকা পেশকরা (সম্মোধনসহ)।

খ) পরিচিতি তুলে ধরা।

গ) মূল বক্তব্য পেশ করা।

ঘ) উপসংহার বা সমাপ্তি টানা।

৩। মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি গ্রহণঃ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানুষিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

৪। বক্তব্যে বলিষ্ঠতা থাকা ঃ বক্তৃতার ভাষা, উচ্চারণ এবং উপস্থাপনে বলিষ্ঠতা থাকা।

৫। উপস্থিত শ্রোতাদের মান অনুযায়ী বক্তৃতা প্রদান ঃ

ক) দাওয়াতী সভা।

খ) সূধী সমাবেশ।

গ) জনসভা বা সমাবেশ।

ঘ) কর্মী সভা বা সম্মেলন।

ঙ) দায়িত্বশীল বৈঠক বা সম্মেলন।

বক্তার কতিপয় দোষ ঃ

ক) বক্তৃতার খেউ হারানো।

খ) সম্বোধনে ভুল করা।

গ) আওয়াজের অসমতা।

ঘ) মুদ্রা দোষ (এক কথা বার বার বলা)।

ঙ) অপ্রয়োজনীয় বা বিরক্তকর অঙ্গভঙ্গী।

চ) শ্রোতাদের আকর্ষণ হারানো।

ছ) দ্রুত অথবা ধীর গতিতে বক্তৃতা প্রদান।

জ) অস্পষ্ট উচ্চারণ।

ঝ) নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে না পারা।

ঞ) সময় ও বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখা।

www.amarboi.org

দাওয়াতদানের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

দাওয়াত দান ঃ একজন প্রকৃত মুমিনের জিন্দেগী হবে দাওয়াতী জিন্দেগী। তাকে সদাসর্বদা দায়ী'র ভূমিকা রাখতে হয়। সুতরাং নিম্নে দাওয়াত সংক্রান্ত কতিপয় বিষয় আলোচনা করা হলো –

১। দাওয়াতের গুরুত্ব ঃ দাওয়াত দানের গুরুত্ব নিম্ন আলোচনা করা হলো–

ক) মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

"আমি জিন এবং মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি করেছি"। সুতরাং আল্লাহর বন্দেগী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ আ'মল হলো দাওয়াতী কাজ করা।

খ) উম্মতে মুহাম্মদীর দায়িত্ব ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ•

"আর তোমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক থাকা উচিত, যারা মানুষকে ডাকবে সৎ কাজের দিকে, ভাল এবং উত্তম কাজের প্রতি নির্দেশ দেবে, আর বাধা দেবে অন্যায় এবং পাপ কাজ থেকে। আর এরাই তো হলো সফলকামী। (আলে-ঈমরান-১০৪)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন –

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

"তোমরাই তো হলে সর্বউত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানব জাতির কল্যাণের জন্যই পয়দা করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে।" (আলে-ঈমরান-১১০)

গ) আম্বিয়ায়ে কেরামদের কাজ ঃ

প্রতিটি নবী রাসূলগণই আপন আপন জাতিকে দ্বীনের পথে আনার জন্য দাওয়াতী কাজ করেছেন। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ•

"হে রাসূল আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিন। আর যদি আপনি এ (দাওয়াতী) কাজ না করেন, তবে তো

www.amarboi.org

আপনি তাঁর পয়গামের কিছুই পৌঁছালেন না।" (সূরা মায়েদা-৬৭)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّ نَزِيْرًا • وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا •

"হে নবী নিশ্চয় আমি আপনাকে পাঠিয়েছি একজন (বাস্তব) স্বাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শক হিসেবে। আর তারই অনুমতি সাপেক্ষে আপনি একজন আল্লাহর জন্য দায়ী' (দাওয়াত দানকারী) এবং উজ্জ্বল নক্ষত্র।" (সূরা আহযাব-৪৫-৪৬)

ঘ) **দাওয়াতী কাজ না করার পরিনাম ঃ** যারা দাওয়াতী কাজ করে না তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ •

"তার চেয়ে আর কে বেশী যালেম হতে পারে, যে আল্লাহর জন্য স্বাক্ষ্য দান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়"।

দাওয়াতী কাজ না করার পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ "অবশ্যই তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ ও পাপ কাজ হতে নিষেধ করবে। তা না হলে এক সামগ্রীক আযাবের দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। অথবা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও পাপী লোকদেরকে শাসক বানিয়ে দেবেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে নেক্কার লোকেরা (তা থেকে বাঁচার জন্য) দোআ করতে থাকবে। কিন্তু তাদের দোআ কবুল করা হবে না"। (মুসনাদে আহমদ, রাবী হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান)

২। দাওয়াত কিসের দিকে হবে ?

ক) দাওয়াত হবে আল্লাহ্র দ্বীন তথা ইসলামের দিকে।

খ) দাওয়াত হবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দিকে।

গ) দাওয়াত হবে কালেমার দাওয়াত যার মধ্যে রয়েছে একমাত্র এলাহ্ আল্লাহ্ এবং আদর্শ নেতা মুহাম্মদ (সাঃ)।

ঘ) দাওয়াত হবে জামায়াত বা ইসলামী সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও মৌলিক আকিদার দিকে।

৩। দাওয়াত দানের পদ্ধতি ঃ দাওয়াত দানের পদ্ধতি দু'টি–

ক) ব্যক্তিগত টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াত ঃ

খ) সামষ্টিক বা গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত ঃ

আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) উপরোক্ত দু'টি পদ্ধতিতেই দাওয়াতী কাজ করেছেন।

www.amarboi.org

ক) ব্যক্তিগত টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াত ঃ টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াতী কাজের জন্য নিম্নরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে–

টার্গেট বাছাই ঃ ১) বুদ্ধিমান।
২) যোগ্যতা ও আন্তরিকতা সম্পন্ন।
৩) সমাজে সচেতন।
৪) প্রভাবশালী এবং
৫) সৎ ও কর্মচঞ্চল।

স্বাক্ষাতের পদ্ধতি ঃ

i) কৌশল অবলম্বন করা। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط

"তোমরা মানুষকে তোমাদের রবের দিকে ডাকো হিকমত তথা বুদ্ধিমত্তা ও উত্তম কথার দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো উত্তম ভাবে"। (সূরা নহল–১২৫)

ii) উত্তম এবং ভাল ভাল কথা বলা।
iii) বুদ্ধিমত্তার সাথে দাওয়াত দেয়া।
iv) নিজের বাড়িতে নিয়ে আসা এবং তার বাড়িতে যাওয়া।
v) উপহার বা হাদীয়া দেয়া।
vi) চারিত্রিক ও নৈতিক প্রভাব ফেলা।
vii) নিয়মিত যোগাযোগ করা।
viii) মন মানসিকতা বুঝে বই পড়তে দেয়া।
ix) অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করা।
x) নিজের সংগঠনের প্রশংসা না করে ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব উপলব্ধি করানো।
xi) নবী রাসূল এবং সাহাবাদের চরিত্র সম্পর্কে ধারণা দেয়া।
xii) বিতর্ক হলে উত্তম ভাবে বিতর্ক করা।
xiii) অন্যকে প্রাধান্য দেয়া।
xiv) মাঝে মাঝে টার্গেটকৃত ব্যক্তিদের জন্য দোআ করা। যেভাবে রাসূল (সাঃ) দুই উমরের জন্য দোআ করেছিলেন।
xv) সব শেষে নিজ সংগঠনের দাওয়াত দেয়া।

খ) সামষ্টিক বা গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত ঃ দাওয়াতী সভা করে বক্তাদের বক্তৃতার

www.amarboi.org

মাধ্যমে সরাসরি দাওয়াত প্রদান করা।

গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত ঃ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কর্মপন্থা অবলম্বন করা–

i) কমসে কম তিন জন দাওয়াতী গ্রুপের সদস্য হওয়া।

ii) গ্রুপের একজনকে গ্রুপ লিডার নির্ধারণ করা।

iii) গ্রুপের সাথে দাওয়াতী বই, পত্রিকা, সংগঠন পরিচিতি এবং প্রাথমিক সদস্য ফরম থাকা।

iv) প্রতি সপ্তাহে কমসে কম এক দিন বের হওয়া।

v) বের হবার আগে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চেয়ে দোআ করা।

vi) দাওয়াত দানের সময় সবাই মিলে একই সাথে কথা না বলা।

vii) অহেতুক বিতর্ক এড়িয়ে চলা।

viii) সংগঠনের সরাসরি দাওয়াত দেয়া এবং প্রাথমিক সদস্য ফরম পূরণ করার জন্য আহবান জানানো।

৪। দাওয়াত দানকারীর বৈশিষ্ট্য ঃ যিনি বা যারা দাওয়াতী কাজ করবেন তাদের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে–

ক) দ্বীনের পূর্বাঙ্গ জ্ঞান থাকা।

খ) অন্যান্য মতবাদ সম্পর্কে ধারণা থাকা।

গ) কাজে কথায় মিল থাকা।

ঘ) অস্থিরতা না থাকা।

ঙ) ধৈর্য্যশীল এবং সহিষ্ণু হওয়া।

চ) নম্রতা, ভদ্রতা এবং বলিষ্ঠতা থাকা।

ছ) মহব্বত এবং বিশুদ্ধ নিয়্যাত থাকা।

জ) সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্যতা থাকা।

ঝ) ত্যাগী ও কর্মঠ হওয়া।

ঞ) সর্বপরি আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনাকারী হওয়া।

www.amarboi.org

দাওয়াতে দ্বীন, সমস্যা ও তার সমাধান

✪ আলোচ্য বিষয়ের তিনটি অংশ রয়েছে

(১) দাওয়াতে দ্বীন (২) সমস্যা ও (৩) সমাধান।

প্রথম অংশ ঃ দাওয়াতে দ্বীন।

দাওয়াত শব্দটি আরবী دعا (দাআ) শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ ডাকা বা আহবান করা। যে কোন দিকে ডাকা হতে পারে।

✪ দ্বীন শব্দের অর্থ তিনটি (i) আখেরাত (ii) জীবন বিধান (iii) আনুগত্য স্বীকারর করা।

এখানে আলোচনা হবে জীবন বিধান সম্পর্কে। সুতরাং দাওয়াতে দ্বীন অর্থ হলো জীবন বিধান তথা ইসলামের দিকে ডাকা বা আহবান করা।

✪ আমাদের দাওয়াত হলো মানুষের সামগ্রীক জীবনে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম মেনে চলার দাওয়াত।

✪ রাসূল (সাঃ) এর সর্বপ্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো "দায়ী ইলাল্লাহ্"বা "আল্লাহ্র দিকে আহবানকারী"।

✪ দ্বীনের মূল ভিত্তি তিনটি ঃ (i) তাওহীদ (ii) রিসালাত (iii) আখেরাত ।

✪ মানুষের জীবন পাঁচটি ঃ (i) ব্যক্তিগত জীবন (ii) পারিবারিক জীবন (iii) সামাজিক জীবন (iv) রাষ্ট্রীয় জীবন এবং (v) আন্তর্জাতিক জীবন।

✪ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। নিছক কোন ধর্ম নয়। কেননা, ধর্ম বলতে গতানুগতিক কতকগুলো আনুষ্ঠানিক এবাদাত আরাধনাকে বুঝায়। যা কেবলমাত্র অন্যান্য ধর্মের জন্য প্রযোজ্য, ইসলামের জন্য নয়।

✪ ঈমানের দাবী ঃ ঈমানের দাবী হলো চলতে থাকা- বলতে থাকা।

✪ দাওয়াতে দ্বীন হলো, মানুষের উপরোক্ত পাঁচটি জীবনের দিকে আহবান জানানো।

✪ দাওয়াত দুই ধরণের ঃ

(i) আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত বা আহবান।

(ii) জাহেলিয়াতের দিকে দাওয়াত বা আহবান।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

"যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের দিকে আহবান জানাবে সে জাহান্নামের জ্বালানী হবে। যদিও সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে। (আহমদ, তিরমিযী)

www.amarboi.org

✪ জাহেলিয়াত অর্থ তাগুত (শয়তান)।

✪ তাগুত এক বচন হলেও এর অর্থ হবে বহু বচনের। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দিক হতে বিমুখ হয়ে মানুষ একটিমাত্র তাগুতের গুনেই নিপতিত হয়না, বরং তখন তার উপর অসংখ্য তাগুতের আক্রমণ হয়ে থাকে।

✪ তাগুত বা জাহেলিয়াতের কাজই হলো আল্লাহ্‌র আইনকে মানতে বাধা সৃষ্টি করা।

✪ তাগুতের ধরণ তিনটি ঃ

(i) প্রথম তাগুত হলো শয়তান। সে মানুষকে আল্লাহ্‌র কথা ভুলিয়ে দিয়ে দুনিয়ার লোভ-লালসার চির শ্যামল সবুজ বাগিচা তুলে ধরে।

(ii) দ্বিতীয় তাগুত হলো মানুষের নফস বা প্রবৃত্তি। যার কাজই হলো দুনিয়ার ভোগ- বিলাস, আরাম-আয়েশে মত্য হয়ে অন্যায় ও পাপ কাজে জড়িয়ে পড়া।

(iii) তৃতীয় তাগুত হলো সমাজ তথা নিজের স্ত্রী, পুত্র,আত্মীয়-স্বজন, বংশ-গোত্র, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, জাতি বা গোষ্ঠী, ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতা, রাষ্ট্রীয় সরকার এবং শাসনযন্ত্রের কর্ণধারগণ।

✪ আমাদের কর্তব্য সমূহ ঃ

(i) সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো জাহেলিয়াতকে অস্বীকার করা।

(ii) দায়ী ইলাল্লাহ্‌র কাজ করা।

iii) দাওয়াতে দ্বীন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ইবাদত।

iv) শরীয়াতের দৃষ্টিতে দাওয়াতে দ্বীনের কাজ হচ্ছে ফরজে আইন। (সূরা ইমরান ১০৪, নহল-১২৫ নম্বর আয়াত)

✪ দাওয়াত দুই ভাবে দেওয়া যায় ঃ i) ব্যক্তিগত টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াত ।
ii) গ্রুপ ভিত্তিক বা সামষ্টিক দাওয়াত।

i) ব্যক্তিগত (টার্গেট ভিত্তিক) দাওয়াত।

যেমন, রাসূল (সাঃ) নবুওয়াতের প্রথম তিন বছর ব্যক্তিগত টার্গেটের মাধ্যমে বিবি খাদিজা, হযরত আবুবকর সিদ্দিক এবং হযরত আলী (রাঃ) সহ প্রায় ৪০ জনকে দাওয়াত দিয়েছিলেন।

ii) গ্রুপ ভিত্তিক বা সামষ্টিক দাওয়াত।

৩/৪ জনের গ্রুপ করে অথবা দাওয়াতী সমাবেশের মাধ্যমে সমষ্টিগত ভাবে দাওয়াতী কাজ করা। যেমন রাসূল (সাঃ) পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মক্কার লোকদের সমবেত করে দাওয়াত দিয়েছিলেন।

✪ দাওয়াতী কাজ না করার পরিণতি ঃ

দাওয়াতী কাজ না করার পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "বাণী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের তিনটি দল ছিল, তার মধ্যে প্রথম দলটি দাওয়াতকে

www.amarboi.org

অস্বীকার করলো। দ্বিতীয় দলটি দাওয়াত কবুল করলো কিন্তু অপরকে দাওয়াত দিল না। আর তৃতীয় দলটি দাওয়াত কবুল করলো এবং অন্যকেও দাওয়াত দিল। ফলে প্রথম দু'টি দল ধ্বংস হয়ে গেল আর তৃতীয় দলটি বেঁচে থাকলো।"

(আরো দেখুন ১১ পৃষ্ঠায়)

✪ দাওয়াতী কাজ কেন করতে হবে ঃ

১। আল-কুরআনের কর্মী হিসেবে দাওয়াতী কাজ করতে হবে।

২। নবীর উত্তর সূরী হিসেবে দাওয়াতী কাজ করতে হবে।

৩। প্রতিকূলতার দোহাই দিয়ে দাওয়াতী কাজ বন্ধ করা যাবে না। বরং সবসময় সকল অবস্থায় দাওয়াতী কাজ করতে হবে তাতে যতই বাধা আসুক না কেন। যেমন ঃ

(i) রাসূল (সাঃ) তায়েফে দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে নির্যাতিত হয়েছিলেন।

ii) হযরত ইউসুফ (আঃ) জেলখানায় থেকেও দাওয়াতী কাজ করেছিলেন।

৪। দাওয়াতে দ্বীনের কাজ নিজের সংশোধনের জন্য করতে হবে।

উপকার ঃ দাওয়াতী কাজ করতে গেলে মানুষ তাঁর দিকে সার্চ লাইট এর মত পরখ করবে, এতে দায়ী' বা দাওয়াত দানকারী সংশোধিত হবে। এই সংশোধন বিনা পয়সায়।

✪ দাওয়াতের তিনটি দিক ঃ

১। সাধারণত সকল মানুষকে বিশেষ করে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ দাসত্ব গ্রহণ করার আহবান।

২। ব্যক্তি জীবন হতে মুনাফেকী ও কর্ম বৈষম্য দূর করে খাঁটি মুসলমান হওয়ার আহবান। আর ইসলামের পূর্ণ আদর্শে আদর্শবান হওয়ার আহবান।

৩। বাতিল পন্থীদের নেতৃত্বের আমুল পরিবর্তন করে নেতৃত্ব কতৃত্ব আদর্শবান, সৎ, যোগ্য ও ভোদাভীরু নেতৃত্বের হাতে সোপর্দ করার আহবান।

✪ দাওয়াত দানের পদ্ধতি ঃ

i) ইসলামের সব দিক পূর্ণভাবে তুলে ধরা।

ii) দাওয়াত দিতে গিয়ে উদারতা পদর্শন না করা। অর্থাৎ বাতিল মতবাদকে স্বীকৃতি না দেয়া।

iii) দাওয়াত দু'টি দিকে দিতে হবে ঃ

ক) হাঁ বোধক– ইতিবাচক দিকে খ) না বোধক– নেতিবাচক দিকে

আল্লাহ্ বলেন ঃ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

" তোমরা সৎ কাজে আদেশ দাও এবং অসৎ কাজে নিষেধ করো"।

www.amarboi.org

iv) দাওয়াত সবাইকে দিতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

عَبَسَ وَتَوَلّٰى • اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى • وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى • اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى • اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى • فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى • وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى • وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى • وَهُوَ يَخْشٰى • فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى • كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ •

"তিনি (রাসূল সাঃ) ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আসলো। আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো, অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার উপকার হতো। অথচ যে বেপরোয়া-বেয়াড়া আপনি তার চিন্তায় মশগুল। সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো এমতবাস্থায় যে, সে আল্লাহকে ভয় করে, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। কখনও এরূপ করবেন না, এটা আমার উপদেশ বাণী। " (আবাসা-১-১১)

v) দাওয়াতী কাজ নিজ ঘর থেকেই শুরু করতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

"তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহ্র ভয় দেখাও।" (শুয়ারা–২১৪)

vi) দাওয়াত কাজে হিকমত বা বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে সর্ব উত্তম কৌশল অবলম্বন করা।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"তোমরা তোমাদের রবের দিকে মানুষকে বুদ্ধিমত্তা এবং উত্তম কথার দ্বারা ডাকো"। (সূরা নহল-১২৫)

vii) দাওয়াতী কাজে বিতর্ক এবং ঝগড়া এড়িয়ে যেতে হবে।

viii) দাওয়াত দিতে গিয়ে হীনমন্নতায় ভোগা যাবে না।

ix) চাপ সৃষ্টি করে দাওয়াত কবুল করার জন্য চেষ্টা করা যাবে না।

x) আবেগকে টেকনিক হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।

দ্বিতীয় অংশ ঃ সমস্যা সমূহ

দাওয়াতী কাজে যে সব সমস্যা দেখা দেয় তা হলো ঃ

ক) ইলম বা জ্ঞানগত সমস্যা।

খ) আ'মলী বা কর্মগত সমস্যা।

www.amarboi.org

গ) হেকমত বা পদ্ধতিগত সমস্যা।

ঘ) ফেৎরাত বা স্বভাবগত সমস্যাঃ

i) ঠাট্টা বা বিদ্রুপ করবে।

ii) মিথ্যা প্রচারণা চালাবে।

iii) নির্যাতন করবে।

দাওয়াতী কাজ না করলে পাঁচটি সমস্যা ঃ

১) ইলম বা জ্ঞান হারিয়ে যাবে।

২) আ'মলের ঘাটতি হবে।

৩) উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব হবে।

৪) সমস্যা বা জটিলতা সৃষ্টি হবে।

৫) দুনিয়া এবং আখেরাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তৃতীয় অংশ ঃ সমস্যার সমাধান ঃ দাওয়াতী কাজে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় তা নিম্নরূপে সমাধান করতে হবে ঃ

i) ইলম অর্জন অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন এবং অন্যান্য মতবাদ সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

ii) দ্বীনকে জীবন উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

iii) চরিত্র এবং কর্ম সেই অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে।

iv) সমস্যা বা জটিলতা হতে মুক্ত হওয়ার জন্য বেশী বেশী দাওয়াতী কাজ করতে হবে।

v) সর্বপরি আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

www.amarboi.org

সংগঠনের দুর্বলতার কারণ ও তার প্রতিকার

সংগঠন ঃ সংগঠন এমন এক জনসমষ্টির নাম যা এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও কর্ম পদ্ধতি এবং সুষ্ঠ নিয়ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে অগ্রসর হয়।

সংগঠনের উপাদান ঃ একটি আদর্শ সংগঠনের পাঁচটি উপাদান রয়েছে। যেমন–

১। সুশৃংখল কর্মী বাহিনী

২। আদর্শ নেতৃত্ব

৩। সংবিধান

৪। কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি এবং

৫। বায়তুল মাল বা প্রয়োজনীয় অর্থ।

সংগঠনের দুর্বলতার কারণ ঃ যে সব ওয়ারগান বা উপাদান নিয়ে সংগঠন গঠিত হয় তা দুর্বল হয়ে গেলে সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন–

১। কর্মী দুর্বল হয়ে গেলে সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। কর্মী দুর্বল হওয়ার কারণগুলো হলো ঃ

ক) ইসলামী আন্দোলন বা সংগঠন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান বা ধারণা না থাকলে

খ) দাওয়াতী কাজ বন্ধ করে দিলে

গ) ব্যক্তিগত রিপোর্ট বা হিসাব রাখা বন্ধ করে দিলে

ঘ) বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে

ঙ) পারস্পরিক যোগাযোগ বন্ধ করে দিলে

চ) নেতার সাহাচার্য থেকে দূরে থাকলে

ছ) নেতৃত্ব সম্পর্কে কু-ধারণা সৃষ্টি হলে

জ) সংগঠন করতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি আসলে

ঝ) ব্যক্তিগত দুর্বলতা থাকলে

ঞ) দুনিয়াদারী বা ব্যক্তি স্বার্থ চরমভাবে নিজের মধ্যে অবস্থান করলে

ট) আনুগত্য এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষা করতে না পারলে

ঠ) মতের কুরবানী করতে না পারলে–

i) সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মতের কুরবানী

ii) রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মতের কুরবানী

ড) সর্বপরি আখেরাতে জবাবদিহিতার ভয় কমে গেলে।

২। নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে গেলে সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। নেতৃত্বের দুর্বলতার

www.amarboi.org

কারণগুলো হলো ঃ

ক) নেতৃত্বের গুণ সৃষ্টি করতে না পারলে

খ) যোগ্য কর্মী বাহিনী গঠন করতে না পারলে

গ) সঠিক ভাবে তদারকী করতে না পারলে

ঘ) নিজেকে আদর্শ হিসেবে পেশ করতে না পারলে

ঙ) সময় এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করতে না পারলে

চ) পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত না নিলে

ছ) সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকতে না পারলে

জ) পারস্পরিক (নেতা-কর্মী বা কর্মীতে-কর্মীতে) দ্বন্দ্ব নিরশন না করলে

ঝ) তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ কমে গেলে এবং বেশী রাজনৈতিক হয়ে গেলে

ঞ) বেশী নির্বাচনমুখী হয়ে গেলে

ট) সঠিক ভাবে পরিকল্পনা না নিলে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠন পরিচালনা না করলে এবং

ঠ) সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ না করলে নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে যায়।

৩। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করলে সংগঠন দুর্বল হয়ে যায়। যেমন–

ক) রাজনৈতিক বিশ্লেষণে ভুল করলে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল হয়ে যায়

খ) রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যথাসময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করলে

গ) রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে সকল জনশক্তিকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে

ঘ) রাজনৈতিক দুরদর্শিতার অভাব থাকলে

ঙ) সংগঠনের কর্মনীতি বা কর্মসূচীর সাথে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সমন্বয় করতে না পারলে সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে।

৪। বায়তুলমাল বা অর্থ দুর্বল হয়ে গেলে সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে।

বায়তুল মাল দুর্বল হওয়ার কারণগুলো হলো ঃ

ক) মাসিক সাহায্য দাতাদের কাছ থেকে নিয়মিত সাহায্য আদায় না করলে

খ) নতুন নতুন সাহায্যদাতা বৃদ্ধি না করলে

গ) সঠিকভাবে বাজেট না করলে এবং বাজেট অনুযায়ী আয়-ব্যয় না করলে

ঘ) বায়তুল মাল সঠিকভাবে হেফাজত না করলে

ঙ) বায়তুল মালের আমানতদারীতার ব্যাপারে জনশক্তির কাছে আস্থা অর্জন করতে না পারলে বায়তুল মাল দুর্বল হয়ে যায়।

সংগঠনের দুর্বলতা প্রতিকারের উপায় ঃ

উপরে সংগঠন দুর্বলতার যে সমস্ত কারণগুলো উল্লেখ করা হলো তা প্রতিকার বা মুক্ত

www.amarboi.org

হওয়ার জন্য যে সব উপায় অবলকন করতে হবে তা হলো–

১। সঠিক এবং বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

২। গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা।

৩। নিজের দুর্বলতা দূর করে নিজেকে আদর্শ হিসেবে পেশ করা।

৪। সঠিক পদ্ধতি এবং কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করা।

৫। কর্মীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া।

৬। সঠিক সময়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসন করা।

৭। সংগঠনের আভ্যন্তরিন পরিবেশ সুন্দর রাখা।

৮। পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৯। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা।

১০। যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা।

১১। নিয়মিত তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম করা।

১২। জনশক্তিকে নিয়মিত ক্বোরআন-হাদীস এবং ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ের প্রতি বেশী জোর দেয়া।

১২। সংগঠনের জনশক্তিকে আখেরাতমুখী করা।

১৩। যথাযথ ভাবে তদারকী করা।

১৪। সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত যথাসময়ে যথাযথভাবে নেয়া।

১৫। বায়তুল মালকে মজবুত করা। এই জন্য নতুন নতুন দাতা বৃদ্ধি করা এবং সঠিক ভাবে আমানতদারীর সাথে বায়তুলমালের হেফাজত করা।

১৬। রাজনৈতিক বিশ্লেষণ প্রজ্ঞার সাথে করা। যথাসময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং প্রয়োজনে জনশক্তিকে সম্পৃক্ত করা।

www.amarboi.org

কর্মীদের নিষ্ক্রীয়তার কারণ ও প্রতিকার

কর্মী ঃ ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত যেসব সংগঠনের যেসব কর্মী বাহিনী নিজ নিজ সংঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যর সাথে একমত পোষণ করে কর্মীর যেসব শর্ত আছে তা পালন করে তাকে কর্মী বলে।

কর্মীদের নিষ্ক্রীয়তার কারণ ঃ একজন কর্মী নিষ্ক্রীয় হন দু'টি পক্ষ থেকে–

ক) কর্মীর নিজের পক্ষ থেকে।

খ) দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে।

ক) কর্মীদের পক্ষ থেকে নিষ্ক্রীয়তার কারণ ঃ

i) ইসলামী আন্দোলনের সঠিক জ্ঞান বা ধারণা না থাকলে

ii) সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে

iii) দাওয়াতী কাজ না করলে।

iv) ব্যক্তিগত রিপোর্ট বা হিসাব সংরক্ষণ না করলে

v) কর্মী বৈঠক এবং প্রশিক্ষণ বৈঠকগুলোতে অনুপস্থিত থাকলে

vi) কর্মীদের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ না করলে এবং মুহাসাবা না করলে

vii) দায়িত্বশীলদের সাহাচর্যে না থাকলে

viii) দায়িত্বশীলদের সম্পর্কে অতি ধারণা থাকলে

ix) দায়িত্বশীলদের ব্যাপারে কুধারণা সৃষ্টি হলে

x) সংগঠনের সাথে সম্পর্ক শিথিল হয়ে গেলে

xi) ব্যক্তিগত আভ্যন্তরিন কোন দুর্বলতা থাকলে

xii) জান-মালের ঝুঁকি আসলে

xiii) বেশী দুনিয়াদারী হয়ে গেলে

ivx) ব্যক্তিস্বার্থ চরমভাবে নিজের মধ্যে অবস্থান করলে

vx) সর্বপরি আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহির ভয় না থাকলে।

খ) দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে নিষ্ক্রীয়তার কারণ ঃ

দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে নীচের দুর্বলতাগুলো থাকলে কর্মীরা নিষ্ক্রীয় হয়ে যায় যেমন–

i) ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব সঠিকভাবে না বুঝিয়ে কর্মী বানালে

ii) সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা না দিয়েই কর্মী বানালে

iii) বড় ধরনের দুর্বলতা সাথে নিয়েই কর্মী বানালে

iv) কর্মীদেরকে সাহাচার্য না দিলে

www.amarboi.org

v) কর্মীদের ব্যক্তিগত রিপোর্ট বা হিসাব প্রতি মাসে না দেখলে এবং লিখিত ভাবে মন্তব্য ও পরামর্শ না লিখে দিলে

vi) নিয়মিত ভাবে ব্যক্তিগত যোগাযোগ না করলে এবং মুহাসাবা না করলে

vii) দাওয়াতী কাজে সাথে না নিয়ে গেলে

viii) কর্মীদের সামনে নিজেকে আদর্শ হিসেবে পেশ করতে না পারলে

ix) দায়িত্বশীলদের সাথে কর্মীদের মতানৈক্য বা দ্বন্দ্ব থাকলে

x) কর্মীদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ না করলে

xi) কর্মীদের কাছে আস্থার নীড় হিসেবে নিজেকে পেশ করতে না পারলে

xii) দায়িত্বশীল নিজেই বেশী দুনিয়াদারী এবং স্বার্থবাদী হয়ে গেলে

xiii) সর্বপরি সকল ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করতে ব্যর্থ হলে

কর্মীদের নিষ্ক্রীয়তা প্রতিকারের উপায় ঃ

কর্মীদের নিষ্ক্রীয়তা দূর করতে হলে নিম্নের উপায়গুলো অবলম্বন করতে হবে। যেমন–

ক) **কর্মীদের পক্ষ থেকে ঃ**

i) কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্বের সঠিক বুঝ সৃষ্টি করা

ii) নিজের উদ্যোগে দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করা।

iii) ব্যক্তিগত রিপোর্ট বা হিসাব নিয়মিত লিখা, বৈঠকে পেশ করা এবং দায়িত্বশীলদের দেখিয়ে মন্তব্য এবং পরামর্শ লিখে নেয়া।

iv) সকল পর্যায়ের বৈঠকে নিয়মিত এবং যথাসময়ে উপস্থিত হওয়া।

v) কর্মীদের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ করা এবং মুহাসাবা করা।

vi) সর্বপরি দায়িত্বশীলদের সাহাচর্যে থাকা। তাদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা এবং ত্রুটি দেখলে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে মুহাসাবা করে সংশোধন করা।

vii) সার্বক্ষণিকভাবে সাংগঠনিক পরিবেশে থাকা।

viii) যে কোন ধরনের ব্যক্তিগত দুর্বলতা দূর করা।

ix) জান-মালের ঝুঁকি আসলে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করা এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা।

x) শাহাদাতের তামান্না থাকা।

xi) দুনিয়াবীহ সকল মোহ্ পরিহার করে নিছক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা এবং তৃপ্তিবোধ করা।

xii) সার্বক্ষণিক ভাবে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহির মানসিকতা থাকা।

www.amarboi.org

xiii) কোন ধরনের সমস্যা হলে দায়িত্বশীলকে অবহিত করা এবং সাহায্য, সহযোগীতা ও পরামর্শ নেওয়া।

খ) **দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে দুর্বলতা দূর করার উপায় ঃ**

i) ইসলামী আন্দোলনের সঠিক বুঝ দেবার পরই কেবলমাত্র কর্মী বানানো।

ii) সংবিধান বা গঠনতন্ত্র পড়ান এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সঠিক ধারণা দান করা। (কর্মী বানানোর পূর্বেই)।

iii) ব্যক্তিগত দুর্বলতা দূর করার পর কর্মী বানানো।

iv) কর্মীদেরকে সার্বক্ষণিক নিজের সাহাচর্যে রাখা।

v) কর্মীদের ব্যক্তিগত রিপোর্ট বা হিসাব প্রতি মাসে দেখা এবং মন্তব্য ও পরামর্শ লিখে দেয়া।

vi) নিয়মিত যোগাযোগ করা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য পরামর্শ দিয়ে সংশোধন করা।

vii) সাথে করে দাওয়াতী কাজে নিয়ে যাওয়া।

viii) কর্মীদের সামনে নিজেকে একজন আদর্শ নেতা হিসেবে পেশ করা।

ix) কর্মীদের সাথে কোন বিষয়ে মতানৈক্য বা দ্বন্দ্ব হলে তা ত্বড়িৎ গতিতে অবসান করা।

x) সকল কর্মীর সাথে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করা।

xi) কর্মীদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখা।

xii) কর্মীদের কাছে নিজেকে একজন আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে পেশ করা।

xiii) বেশী দুনিয়াদারী না হয়ে আখেরাতমুখী হওয়া।

ivx) সবসময় ত্যাগের মনোভাব থাকা এবং উদার হওয়া।

vx) কর্মীদের জন্য খাস করে আল্লাহর দরবারে দোআ করা।

www.amarboi.org

আত্মগঠন ও নেতৃত্বদান

✪ **আত্মগঠন ঃ** আত্মাকে অর্থাৎ নিজের জীবনকে গঠন করা। যাকে 'তায্‌কিয়ায়ে নফস' বা আত্মার পরিশুদ্ধি বলে। যেমন ঃ

ক) খারাপ এবং অনাকাংখিত গুণাবলী বা কাজ থেকে নফসকে মুক্ত করা।

খ) নেক এবং আকাংখিত গুণাবলী বা কাজের সমাবেশ ঘটানো।

গ) মানুষকে ভালমন্দ উভয় গুণাবলী দিয়ে তৈরী করা হয়েছে

আত্মগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য ঃ

i) আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন বান্দা হওয়া।

ii) আখেরাতে জবাবদিহিতার মাধ্যমে সফলতা অর্জন করা।

iii) গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে তায্‌কিয়া বা পরিশুদ্ধ করা।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ

"যারা তাদের তায্‌কিয়ার কাজে কর্মতৎপর"। অর্থাৎ তারা ব্যক্তি,পরিবার, সমাজ,রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থাকে পরিশুদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। (মুমেনুন-৪)

এটা হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনে টিকে থাকা এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখার মাধ্যম।

মহান আল্লাহ্ তাআলা আত্মগঠন সম্পর্কে বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

"যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করলো, সেই সফলকাম হলো। আর যে নিজেকে কলুষিত করলো, সে ব্যর্থ মনোরথ হলো"। (সূরা আশ-শাম্‌স-৯-১০)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

(রাসূল সাঃ) "তাদেরকে (সংগীদেরকে) পরিশুদ্ধ করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাহ্ তথা সুন্নাহর"। (জুমুয়া-২)

হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ

"তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ তার প্রবৃত্তি আমার আনীত আদর্শের অনুসারী না হবে।" (শারহুস সুন্নাহ্)

মানুষের প্রবৃত্তির প্রভাবে বাহ্যিক প্রভাবও পড়ে। সে কথা উল্লেখ করে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ

www.amarboi.org

فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ

"সাবধান! অবশ্যই দেহের মধ্যে এমন এক টুকরা গোস্ত আছে, যখন তা সুস্থ থাকে তখন গোটা দেহটাই সুস্থ থাকে। আর যখন তা অসুস্থ হয়ে যায় তখন গোটা দেহটাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর জেনে রাখ, সেটাই হচ্ছে অন্তকরণ"।

(বুখারী মুসলিম)

আত্মগঠন বা আত্মশুদ্ধির উপায় ঃ এখন দেখা দরকার আত্মাকে কিভাবে গঠন বা পরিশুদ্ধি করা যায়।

সাধারণতঃ দুটি পদ্ধতিতে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা যায়– ১) আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং ২) অসৎ কাজ বা আ'মল পরিহার করার মাধ্যমে।

১। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায় ঃ নিম্নের কাজগুলো করলে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি হয়। যেমন–

i) ইলম বা জ্ঞান অর্জন ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"নিশ্চয়ই বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহ্‌কে বেশী ভয় করে।"

ii) যথাযথ ভাবে নামায আদায় করা ঃ মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ • اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ خٰشِعُوْنَ •

"অবশ্য অবশ্যই ঐ সব মুমিনেরা সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের নামায বিনয় বা ভয়-ভীতির সাথে আদায় করে।" (সূরা মুমেনুন-১-২)

iii) অধ্যায়ন ঃ কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী বই অধ্যায়ন বা বুঝে পড়া।

iv) নফল ইবাদত ঃ বিশেষ করে রাতে তাহাজ্জুদের নামায আদায় এবং প্রতি মাসে নফল রোযা রাখা।

v) অর্থ ব্যয় ঃ আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে সাধ্যমত অর্থ ব্যয় করতে থাকা।

vi) সার্বক্ষণিক যিকর ঃ অবসর সময়ে হোক আর ব্যস্ততার সময় হোক সকল সময় ও অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখা।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ –اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

"জেনে রাখ, একমাত্র যিকির (স্মরণ) এর মাধ্যমে অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।" (রা'আদ-২৮)

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

www.amarboi.org

"তোমার জিহ্বা জেন সব সময় আল্লাহ্‌র যিকিরে সিক্ত (ভেজা) থাকে।"

vii) সার্বক্ষণিক দোআ ঃ আত্মগঠন বা নিজেকে পরিশুদ্ধ করার আরও একটি উপায় হলো প্রতিটি কাজের আগে-পিছে দোআ করা। একজন মুমিন ঘুম থেকে উঠার দোআ থেকে শুরু করে ঘুমে যাবার দোআ সহ সকল অবস্থায় সকল কাজে দোআর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করবে।

২। অসৎ কাজ পরিহার করার মাধ্যমে ঃ নিম্নের অসৎ কাজগুলো পরিহার করলে নিজের আত্মাকে গঠন বা পরিশুদ্ধ করা যায়। যেমন–

i) মিথ্যা কথা, কাজ, আচরণ পরিহার ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاجْتَنِبُوْاقَوْلَ الزُّوْرِ

"তোমরা মিথ্যা কথা হতে দূরে থাক।" (সূরা হজ্জ)

মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

وَ اِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِوَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِ اِلَى النَّارِ

"তোমরা মিথ্যা হতে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপ জাহান্নামে নিয়ে যায়।"

ii) গীবত, চোগলখোরী, পরনিন্দা ও পরচর্চা পরিহার ঃ গীবত সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًااَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ

"আর তোমরা কেউ কারোর গীবত করবে না। তোমাদের কেউ কি নিজের মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া পছন্দ করো? নিশ্চয় তোমরা তা অপছন্দ করো।"

চোগলখোর সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেন– لَا يَدْ خُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

"কোন চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

iii) কানাকানি ফিসফিসানী পরিহার ঃ মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ

"নিশ্চয় কানাকানি করা হচ্ছে শয়তানের কাজ"।

iv) হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার ঃ হিংসা সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেন– "সাবধান! হিংসা করো না। কারণ হিংসা মানুষের সৎ কাজগুলোকে এমন ভাবে খেয়ে ফেলে যেমন

www.amarboi.org

আগুন শুক্‌নো কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়"।

v) মানুষ দেখানো কাজ পরিহার ঃ সূরা মাউন-এ মহান আল্লাহ বলেন–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ • اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ • اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ •

"ওই সমস্ত নামাযিদের জন্য ধ্বংস যারা তাদের নামাযে বেখেয়াল এবং লোক দেখানো কাজ করে"।

vi) গর্ব ও অহংকার পরিহার ঃ গর্ব ও অহংকার করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই রয়েছে। কোন বান্দার গর্ব করা একটি নির্লজ্য মিথ্যা এবং শয়তানি কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ রয়েছে আল্লাহ বলেন ঃ গর্ব হোল আমার চাদর। যারা গর্ব করে তারা যেন আমার চাদর নিয়ে টানা-হেচড়া করে"।

✪ নেতৃত্ব দান ঃ নিজেকে গঠন করতে পারলে নেতার নেতৃত্ব দেয়া সহজ হয়ে যায়।

নেতার গুণ ঃ যিনি সংগঠন বা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন তার মধ্যে অবশ্যই নৈতিকগুণাবলী এবং মানবীয় গুণাবলীর সমন্বয় ঘটাতে হবে।

১। নৈতিক গুণাবলী ঃ নেতার মধ্যে নীচের নৈতিক গুণগুলো অবশ্যই থাকতে হবে যেমন ঃ

i) তার মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকতে হবে।
ii) নেতার কথায় কাজে মিল থাকতে হবে।
iii) দ্বীনকে নিজের জীবন উদ্দেশ্য বানাতে হবে।
iv) আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হবে।
v) আল্লাহ্‌র সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
vi) সার্বক্ষণিক আখেরাতের চিন্তা থাকতে হবে।
vii) উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।
viii) আত্ম সংযমী হতে হবে।
ix) ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা থাকতে হবে।
x) প্রজ্ঞাশীল বা কর্মকৌশলী হতে হবে।
xi) হায়া বা লজ্জাশীল হবে।
xii) ক্ষমা এবং উদারতার গুণ থাকতে হবে।
xiii) ধীর-স্থির হবে, তাড়াহুড়ো করবে না।
ivx) গোপনীয়তা রক্ষা করবে।
vx) নিরহংকারী, বিনয়ী, ভদ্র ও নম্র স্বভাবের হবে।

www.amarboi.org

vix) অল্পেই খুশী হয়ে যাবে।

viix) সরল-সহজ জীবন যাপন করবে।

viiix) মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে।

ixx) সৎ ও আমানতদার হবে।

xx) সকল কাজ পরামর্শ করে করবে।

২। **মানবীয় গুণাবলী ঃ** নেতার মধ্যে নিম্নের মানবীয় গুণগুলো অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন–

i) পরিশ্রম প্রিয় হবে।

ii) কষ্ট সহিষ্ণুতা থাকতে হবে।

iii) নেতা সংযমী হবে।

iv) বিপদে-আপদে দৃঢ় থাকবে।

v) সময়ের জ্ঞান থাকতে হবে।

vi) নিয়ম-নীতি মেনে চলবে।

vii) সাহসী এবং হিম্মতওয়ালা হবে।

viii) উদ্ভাবন শক্তি থাকতে হবে।

ix) তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেবার যোগ্যতা থাকতে হবে।

x) সংগঠনকে গড়ে তোলার যোগ্যতা থাকতে হবে।

xi) সংগঠন পরিচালনার যোগ্যতা থাকতে হবে।

xii) সংগঠনে শৃংখলা রক্ষার যোগ্যতা থাকতে হবে।

নেতৃত্ব প্রদানের জন্য অবশ্যই উপরোক্ত দুটি গুণ নৈতিক ও মানবীয় গুণাবলী থাকতে হবে।

নেতৃত্ব প্রদান ঃ ইসলামী আন্দোলন বা সংগঠনের নেতাকে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য নিম্নের কাজগুলো করতে হবে যেমন ঃ

i) নিজেকে মডেল বা আদর্শ হিসেবে পেশ করবে।

ii) প্রতিটি কাজে আগে থাকবে।

iii) কর্মীদের সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলবে।

iv) কর্মীদের অভিভাবক হিসেবে নিজেকে পেশ করবে।

v) কর্মীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেবে এবং সেই কাজ বুঝে নেবে।

vi) কোন কাজ করে আসলে প্রথমে তাকে বসতে দেবে এবং কাজের খোঁজ-খবর নেবে।

www.amarboi.org

vii) দায়িত্ব দিয়ে দায়িত্ব পালনের অভ্যাস গড়ে তোলবে এবং কাজে সহযোগীতা করবে।

viii) সকল কর্মীর সাথে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করবে।

ix) কর্মীদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখবে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলবে না।

x) কর্মীদের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে।

xi) গঠনমূলক সমালোচনা করবে।

xii) নিজেকে মুহাসাবার বা সমালোচনার জন্য পেশ করবে।

xiii) প্রতিটি কাজ পরামর্শ করে করবে।

ivx) নেতার বড় কাজ হবে পরিকল্পিত ভাবে দায়িত্বশীল বা নেতা গড়ে তোলা।

নেতার কর্তব্য ঃ নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে নেতার কতিপয় করণীয় কর্তব্য রয়েছে তা হলো–

i) প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করবে।

ii) ক্ষমা ও সংশোধন করে দেবে এবং দোআ করবে।

iii) পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

iv) সিদ্ধান্ত নেবার পর তার উপর অটল থাকবে।

v) আল্লাহ্‌র প্রতি চরম আস্থা রাখবে।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْامِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَ مْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ•

"(হে নবী) আল্লাহ্‌র রহমতেই আপনি তাদের (সঙ্গী সাথীদের) প্রতি রহম দেল। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন মেজাজের হতেন, তাহলে তারা আপনার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য(আল্লাহ্‌র কাছে) মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা করুন। আর আল্লাহ্ তাঁআলা ভরসাকারীদেরকে ভালবাসেন।" (আলে ঈমরান-১৫৯)

www.amarboi.org

গণসংযোগ

গণসংযোগ কাকে বলে ঃ গণ বলতে জনগণ বা মানুষকে বোঝানো হয়েছে। আর সংযোগ বলতে যোগাযোগ বোঝানো হয়েছে। সুতরাং গণসংযোগ অর্থ হলো মানুষের বা জনগণের সাথে যোগাযোগ।

গণসংযোগের গুরুত্ব ঃ মানুষ বা জনগণের সাথে যোগাযোগের গুরুত্ব আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনেই উল্লেখ করেছেন।

i) আল কুরআনে ناس বলে জনগণকে আহবান করা হয়েছে। সূরা বাকারার ২১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ –•

"ওহে মানুষ বা জনগণ! তোমরা তোমাদের সেই রবের এবাদত করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্বের লোকদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। আশা করা যায় যে, তোমরা খোদাভীতি অর্জন করতে পারবে।"

সূরা হজ্জের ১ম আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ

"ওহে মানুষ বা জনগণ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো।"

ii) জনগণের কল্যাণের জন্য বাছাই ঃ সূরা আলে ঈমরানের ১১০ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَاُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

"তোমরাই হলে সর্বউত্তম জাতি বা দল, মানুষের বা জনগণের কল্যাণের জন্যই তোমাদেরকে বাছাই করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে, অন্যায় ও পাপ কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে।"

iii) **জনগণের রব বা প্রতিপালক ঃ** সূরা নাসে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ • مَلِكِ النَّاسِ• اِلٰهِ النَّاسِ•

" হে রাসূল বলুন ঃ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রতিপালক, মানুষের অধিপতি, মানুষের মা'বুদের কাছে।"

www.amarboi.org

iv) জনগণের রাসূল ঃ সূরা বাকারার ১৪৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

"আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি যাতে করে তোমরা মানুষের বা জনগণের জন্যে সাক্ষী হও আর রাসূলও যেন তোমাদের জন্য সাক্ষী হন।"

v) জনগণের জন্য জনগণ ঃ সূরা হজ্জের শেষে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

"যাতে করে রাসূল তোমাদের জন্য স্বাক্ষদাতা হন এবং তোমরা সাক্ষদাতা হও জনগণের জন্য।"

vi) আল কুরআনের বিষয়বস্তু ঃ এক কথায় মানুষ বা জনগণ।

vii) আল কুরআনের উদ্দেশ্য ঃ মানুষ বা জনগণকে হেদায়েত দান।

viii) ইসলাম জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় ঃ لَا رَهْبَنِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ

"ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ বা (জনগণ থেকে) বিচ্ছিন্নবাদিতা নেই।"

ix) মানুষ বা জনগণের জন্য জনগণের দাওয়াত ঃ মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"তোমরা জনগণকে দাওয়াত দাও তোমাদের পতিপালকের দিকে বুদ্ধিমত্তা এবং উত্তম ভাষণের দ্বারা"। (নহল–১২৫)

সূরা হা-মীম সিজদাহ্র ৩৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ •

"তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে , যে জনগণকে আল্লাহ্র দিকে ডাকে এবং নিজে ভাল কাজ করে আর বলে যে আমি নিশ্চয়ই মুসলমান ?"

সূরা ত্বাহার ১২৪ নম্বর আয়াতে দাওয়াতের ব্যাপারে যেসব জনগণ মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰى

"(জনগণের মধ্যে) যে আমার যিকির বা স্মরণ (দাওয়াত) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে,

www.amarboi.org

তার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেয়া হবে এবং তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠান হবে।"

জনসংযোগের পদ্ধতি ঃ

গণসংযোগের জন্য সাথে যা নিয়ে যাওয়া দরকার

১) সহীহ্ বা বিশুদ্ধ নিয়াত থাকতে হবে।

২) স্থায়ী সংযোগের উপকরণ।

i) সহযোগী বা প্রাথমিক সদস্য ফরম।

ii) সংগঠনের পরিচিতি।

iii) দাওয়াতী বই।

iv) ইসলামী ক্যাসেট-অডিও, ভিডিও, সিডি এবং ভিসিডি।

v) মুরুব্বিদের জন্য আতর এবং বাচ্চাদের জন্য চকলেট।

যোগাযোগের সময় করণীয় কাজ ঃ

i) প্রথমে সালাম দিয়ে নিজের পরিচয় দেয়া।

ii) অতঃপর কুশলাদি বিনিময় করা।

iii) আখেরাতকে সামনে নিয়ে কথা বলা।

iv) অল্প সময় পাওয়া গেলেও দাওয়াত দেয়া।

v) জান এবং মালের কুরবানীর দাওয়াত দেয়া।

vi) সালাম এবং দোআ বিনিময় করে বিদায় নেওয়া।

গণসংযোগের এরিয়া ঃ

i) পাড়া, মহল্লা, বাড়িতে বাড়িতে, ii) বাজারে iii) মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় v) বিয়ে-সাদিতে, v) জানাযায়, vi) দরবার বা মজলিসে এবং vii) প্রশাসনে।

www.amarboi.org

নেতৃত্ব-আনুগত্য-পরামর্শ-ইহতেসাব

✪ **নেতৃত্ব ঃ**

নেতৃত্বকে কেন্দ্র করেই কর্মী বাহিনী আবর্তিত হয়। সুতরাং ইসলামী সংগঠন বা আন্দোলনের নেতৃত্বকে বহু গুণের অধিকারী হতে হয়।

নেতৃত্বের গুণাবলী ঃ

১। নেতা ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হবে ঃ যেমন–

i) জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে জ্ঞান।

ii) জীবন ও জগত, জীবনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান ও বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে জ্ঞান।

iii) মানব গোষ্ঠী কোন্ কোন্ সমস্যার সম্মুখীন হবে তার জ্ঞান।

iv) সকল ক্ষেত্রে ইসলামী সমাধান সম্পর্কে জ্ঞান।

২। ইসলামী সংগঠনের নেতা হবে নির্ভীক ঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, দুনিয়ার সবকিছু তাকে ভয় করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে না, দুনিয়ার সবকিছুই তাকে ভয় দেখায়।"

৩। নেতা হবে কর্মে পাগল ঃ অর্থাৎ

i) প্রতিটি ঘণ্টা, মিনিট এবং ক্ষণকে কর্মময় করে তোলবে।

ii) কাজের মধ্যেই আনন্দ পাবে।

iii) মনের দিক থেকে কখনও ক্লান্ত হবে না।

৪। নেতা হবে সাংগঠনিক প্রজ্ঞার অধিকারী ঃ অর্থাৎ–

i) প্রজ্ঞার সাথে সংগঠনকে গড়ে তোলবে।

ii) প্রজ্ঞার সাথে সংগঠন পরিচালনা করবে।

iii) প্রজ্ঞার সাথে সংগঠনের শক্তি সামর্থ পর্যালোচনা করবে।

iv) প্রজ্ঞার সাথে ময়দানের অবস্থা বিশ্লেষণ করবে।

v) জনশক্তিকে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেবার প্রজ্ঞা থাকতে হবে।

vi) কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

vii) কর্মীদের মান উন্নয়নের জন্য প্রজ্ঞার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

viii) উত্তম ভাবে বক্তব্য পরিবেশনের যোগ্যতা থাকতে হবে।

৫। নেতৃত্ব হবে বটবৃক্ষ ঃ বটবৃক্ষ যেমন তার ঘন এবং আরামদায়ক ছায়ার দ্বারা মানুষ ও পশু-পাখীকে আশ্রয়ের মাধ্যমে প্রশান্তি দান করে, অনুরূপ ভাবে–

i) নেতৃত্ব সকল শান্তনার উৎস হবে।

www.amarboi.org

ii) নেতার মধ্যে মহব্বতের ঝর্নাধারা প্রবাহিত হবে।

iii) কর্মীরা নেতার কাছে দুঃখের পর গভীর প্রশান্তি লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ "তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন করো, কঠিন পন্থা অবলম্বন করো না। মানুষকে শান্তি ও স্বস্তি দাও। মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াবে না" (বুখারী)

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

"(হে নবী) এটা আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ যে, আপনি এসব সঙ্গী সাথী (কর্মী) লোকদের জন্য খুবই রহম দেলের। যদি আপনি উগ্র স্বভাবের ও কঠিন দেলের অধিকারী হতেন তা হলে এসব লোক আপনার পাশ থেকে দূরে সরে যেত। অতএব আপনি এদের অপরাধ মাফ করে দেন এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দোওয়া করুন। আর কাজে-কামে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। আর যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভরসাকারীদের বেশী ভাল বাসেন।" (সূরা ঈমরান–১৫৯)

ইসলামী নেতার প্রধান ভূমিকা ঃ

নেতাকে কেন্দ্র করে কর্মী বাহিনী সূর্যের মত আবর্তিত হয়। নেতা আকর্ষণ শক্তি হারিয়ে ফেললে কর্মীরা হীনবল হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতির জন্য নেতাকে সতর্ক থাকতে হবে। সযত্নে পালন করতে হবে তার কর্তব্য। এজন্য নেতার করণীয় কাজগুলো হলো–

১। তাযকিয়া কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

"তিনিই সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত সমূহ পড়ে শুনাতেন, তাদের পবিত্র করতেন এবং কিতাব ও কর্মকৌশল শিক্ষা দিতেন। নিশ্চয় তোমরা এর পূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ছিলে"। (সূরা জুমুয়া–২)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

"কল্যাণ লাভ করলো সেই ব্যক্তি যে নিজেকে পবিত্র করলো।"

www.amarboi.org

২। উখুয়াত বা ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন ঃ ইসলামী সংগঠনের কর্মীরা পরস্পর দৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবে। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মজবুত না হলে ইসলামী আন্দোলন সফল হওয়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নেতাকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এ বিষয়ে কতিপয় নমুনা–

i) – إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ "নিশ্চয় মুমিনেরা পরস্পর ভাই ভাই"।

ii) মদীনার আনসার ভাইয়েরা মুহাজির ভাইদের প্রতি এতই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন যে, নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মুহাজির ভাই এর সাথে বিবাহ দিয়ে দেন। বসবাসের জন্য বাড়ীর একাংশ বা একতলা ছেড়ে দেন। আবাদী জমী বা বাগান মুহাজির ভাইকে চাষ-বাসের জন্য ছেড়ে দিয়ে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে দেন।

iii) ইয়ারমুকের যুদ্ধে আহত পিপাসার্ত মুজাহিদরা পানির পিপাসা নিবারনের জন্য অন্যকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে সবাই প্রাণ দান করেন।

iv) ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কারণে সাহাবারা পরস্পর হাদীয়া বিনিময় করতেন।

v) উখুয়াত বা ভ্রাতৃত্ব সাংগঠনিক শক্তির নির্যাস।

vi) উখুয়াত সৃষ্টি হবে শুধু মুখে নয় বরং অন্তরের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে।

vii) মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি প্রাচীরের ইঁটের মত। এতে একটি অপরটির কারণে শক্তি লাভ করে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকেই বেশী মহব্বত করেন, যারা সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দলবদ্ধভাবে তার পথে লড়াই করে।" (সূরা সফ্‌ফ–৪)

viii) উখুওয়াত বা ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির জন্য নেতার অন্তরের মধ্যে উষ্ণতা থাকতে হবে।

৩। অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন ঃ

i) নেতাকে ত্যাগ ও কুরবানীর উদাহরণ পেশ করতে হবে সর্বাগ্রে। রাসূল (সাঃ)এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ii) নিজে না খেয়ে কর্মীকে আগে খাওয়ানো বা নিজের খাবার থেকে খাওয়ানো।

iii) অহঙ্কার থেকে দূরে থাকতে হবে।

iv) উদার মনের অধিকারী হতে হবে।

৪। ইনসাফপূর্ণ আচরণ ঃ সংগঠনে বিভিন্ন বংশ, গোত্র, রং ও বর্ণের লোক থাকতে পারে। নেতার কর্তব্য হবে সকলকেই সমভাবে ভালবাসা। কেননা সকলেরই উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা। মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়ে বলেন–

www.amarboi.org

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانَ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে ইনসাফ ও সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।"
(সূরা নহল–৯০)

৫। **বিপদ মুসিবতে ধৈর্য অবলম্বন ঃ** নেতাকে অবশ্যই বিপদ-আপদে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। কেননা, দুনিয়াতে মুমিনদের চলার পথ ফুল বিছানো নয়। এই পথ অত্যন্ত বন্ধুর এবং কন্টকাকীর্ণ। জান্নাত পেতে হলে অবশ্যই ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে এবং উত্তীর্ণ হতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوْا أَنْ يَقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ • وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ •

"মানুষেরা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি একথা বললেই পরীক্ষা ছাড়াই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে ? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছি। কেননা এ দাবীতে কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী আল্লাহ্ অবশ্যই তা জেনে নেবেন।" (সূরা আনকাবুত-২-৩)

জান্নাত প্রাপ্তি সহজ ব্যাপার নয়। চলার পথে আসে বাধা, সমালোচনা, বিদ্রুপ, প্রলোভন এবং দৈহিক নির্যাতন। এগুলো থেকে সকলকে রক্ষা করা নেতার দায়িত্ব।

নেতাকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ্র অনুমোদন ছাড়া কোন বিপদ আসে না। বিপদের সময় নেতাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে আত্ম রক্ষা করতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল লোক হয় তবে তারা দু'শো জনের উপর বিজয়ী হবে"। (সূরা আনফাল-৬৫-৬৬)

৬। **আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনকেই সব তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু বানান ঃ** আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুকে লক্ষ্য রেখে কাজ করা হলো পন্ডশ্রম মাত্র। আখেরাতে এর কোন প্রতিদান নেই। বরং বিপরীত প্রতিফল তাকে ভোগ করতে হবে। সুতরাং ইসলামী নেতার কাজ হবে–

إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ •

"নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ একমাত্র বিশ্ব প্রভু আল্লাহ্ তাআলারই জন্য।" এটা সদাসর্বদা মনের মধ্যে জাগুরুক রাখা।

৭। **ইসলামী সংগঠনে পদলোভীর স্থান ঃ**

i) ইসলামী সংগঠনে পদপ্রার্থনা বা পদলোভের কোন স্থান নেই। কেননা, যে পদ কামনা করে সে প্রথমেই ওই পদের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন পদ প্রার্থনা করবে বা পদের লোভ প্রকাশ করবে

www.amarboi.org

আমি তাকে কিছুতেই কোন পদে তাকে নিয়োগ করবো না।"

ii) যে নিজে দায়িত্ব চেয়ে নেয় আল্লাহ্ তার দায়িত্বের ভার তার উপর ছেড়ে দেন। তার দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন সাহায্য সহযোগীতা থাকে না।

iii) নেতার জবাবদিহি হবে কঠোরতর। নেতাকে যেমন দুনিয়াতে জবাবদিহি করতে হয় তেমনি আখেরাতেও চূড়ান্ত জবাবদিহি আল্লাহ্ তাআলার কাছে করতে হবে। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ·

"সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে।"

✪ আনুগত্য ঃ

ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য হলো সংগঠনের মূল বিষয়। কেননা, আনুগত্য না থাকলে সংগঠনের শৃঙ্খলা মোটেই থাকে না।

আনুগত্য প্রকাশের বিভিন্ন দিক বা অর্থ ঃ

i) কোন ব্যক্তির সংগঠনভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ।
ii) নিজের মতের কুরবানীর মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ।
iii) অর্থের কুরবানীর মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ।
iv) শ্রম এবং কর্মক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ।
v) এবং আরাম আয়েশের কুরবানীর মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ।

আনুগত্য কিসের হবে ঃ

i) সংগঠনের আনুগত্য বলতে দায়িত্বশীলের আনুগত্য বোঝায়।

ii) আনুগত্য করতে হবে স্বীয় সংগঠনের গঠনতন্ত্রের বা সংবিধানের প্রতিটি শব্দে শব্দে।

iii) সংগঠনের ইতিহাস ঐতিহ্যের আনুগত্য করতে হবে।

ইসলামী সংগঠনের ঐতিহ্য তিনটি–

ক) আল কুরআন ভিত্তিক
খ) আল হাদীস ভিত্তিক
গ) গঠনতন্ত্র বা সংবিধান ভিত্তিক

iv) আনুগত্য করতে হবে স্থায়ী কর্মনীতির। কর্মনীতির সাংঘর্ষিক কোন চিন্তা চেতনার আনুগত্য করা যাবে না।

v) আনুগত্য করতে হবে নিজ নিজ সংগঠন পদ্ধতির।

vi) আনুগত্য করতে হবে উর্ধ্বতন চিঠি এবং সার্কুলারের।

www.amarboi.org

কিভাবে আনুগত্য করবে ?

i) নিজেকে আনুগত্যের মডেল হিসেবে পেশ করতে হবে।

ii) ঐতিহ্য অনুসরণের ব্যাপারে মডেল হতে হবে।

iii) আনুগত্যের জন্য পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

আনুগত্যের বাস্তব রূপ ঃ

i) আন্তরিকতার সাথে আনুগত্য করা।

ii) নেতার কথা ভালভাবে শোনা এবং যথাযথ ভাবে তা পালন করা।

ক) অতি যোশী কর্মী সঠিক ভাবে আনুগত্য করতে পারে না।

খ) আবার গাফেল কর্মীরাও আনুগত্য করতে পারে না।

এই উভয় ধরনের কর্মী সংগঠনের জন্য ক্ষতিকারক। এই জন্য সংগঠনে ভারসাম্যপূর্ণ কর্মীর প্রয়োজন। না অতি যোশী হবে, আর না গাফেল হবে।

iii) নিষ্ঠার সাথে কর্ম সম্পাদন করা।

iv) কাজের দাবী অনুযায়ী সময় দান করা।

v) যথাযথ ভাবে কর্ম বন্টন করা এবং যথা সময়ে তদারকী করা।

শরীয়াতের দৃষ্টিতে আনুগত্য ঃ

মহান আল্লাহ্ পাক আল কুরআনে আনুগত্যের নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

"মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের আমীর বা নেতাদের আনুগত্য করো"। (সূরা নিসা-৫৯)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ فاتقوا الله واطيعون

"তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আনুগত্য করো।" (সূরা শোয়ারা-১৫০)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ

"মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো। আর (তোমরা আনুগত্য না করে) তোমাদেরই আমল সমূহকে বরাদ্দ করে দিও না।" (সূরা মুহাম্মদ-৩৩)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا

www.amarboi.org

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করবে সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি (আনুগত্যের) মুখ ফিরিয়ে নিল, (হে মুহাম্মদ সঃ), আমি তো আপনাকে তাদের উপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি।" (সূরা নিসা-৮০)

আনুগত্য সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলো। আর যে আমাকে অমান্য করলো সে যেন আল্লাহ্‌কেই অমান্য করলো"। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেন ঃ

مَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَّعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ

"যে ব্যক্তি আমীর বা নেতার আনুগত্য করলো সে যেন আমারই আনুগত্য করলো। আর যে আমীর বা নেতাকে অমান্য করলো সে যেন আমাকেই অমান্য করলো।"

সুতরাং আনুগত্য হলো শরীয়াতের দৃষ্টিতে অবশ্যই করণীয় কর্তব্য।

আনুগত্যের সীমা ঃ

আনুগত্য করতে হবে তবে শরীয়াতের সীমার মধ্যে থেকেই আনুগত্য করতে হবে। শরীয়াত আনুগত্যের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। অন্ধ আনুগত্য শরীয়াতে গ্রহণযোগ্য নয়।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ • الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ •

"সে সব বেপরোয়া নেতাদের আনুগত্য করো না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে না।" (সূরা শোয়ারা-১৫১-১৫২)

হাদীসে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ –

"নেতার কথা শোনা ও মানা প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির জন্য অবশ্য কর্তব্য। সে কথা তার পছন্দ হোক বা না হোক। তবে এই শর্তে যে, তা যেন নাফারমানীমূলক কাজের জন্য না হয়। আর যখন আল্লাহ্‌র নাফারমানীমূলক কোন কাজের আদেশ তাকে দেয়া হবে, তখন তা শোনও যাবে না এবং মানাও যাবে না।" (বুখারী মুসলিম)

www.amarboi.org

মহা নবী (সাঃ) আরও বলেন ঃ

لَا طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ

"পাপের কাজে কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য শুধু নেক (উত্তম) কাজের ক্ষেত্রে।" (বুখারী মুসলিম)

✪ পরামর্শ ঃ

ইসলামী সংগঠন বা আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরামর্শ একটি অপরিহার্য শর্ত। নেতার কাজ হবে তার সঙ্গী-সাথীদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করা।

পরামর্শের অপরিহার্যতা ঃ

১। পরামর্শ অর্থ হলো বিভিন্ন মতামত ও গুণের সমাবেশ ও সমন্বয় সাধন করা।

২। নবী পাক (সাঃ) আল্লাহ্‌র অহী দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পরেও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তার নিকটতম সঙ্গী-সাথীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন। এমনকি অধিকাংশ সাহাবীদের পরামর্শকে অগ্রাধিকার দিয়ে তারই উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। বর্তমানে নবী (সাঃ) উপস্থিত নেই, তার পরেও আমাদের যোগ্যতা এবং প্রজ্ঞার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সুতরাং সীমাবদ্ধ যোগ্যতা নিয়েই পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জরুরী এবং অপরিহার্য ।

৩। পরামর্শ করে কাজ করলে সকলেই সেই কাজে শরীকদার বলে মনে করে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে যদি ভুলও হয়ে যায় তবুও কেউ কাউকে দায়ী করে না। এর দ্বারা আভ্যন্তরীন পরিবেশ সুস্থ থাকে। কথায় আছে "দশে মিলে করি কাজ হারি-যিতি নাহি লাজ।"

৪। পরামর্শ করে যদি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যদি ভুল হয়ে যায় তবুও তাতে সওয়াব পাওয়া যায়।

৫। পরামর্শ করে কাজ করলে আল্লাহ্‌র সহযোগীতা পাওয়া যায়।

৬। পরামর্শ শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকে জরুরী। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

"(হে রাসূল সাঃ), কাজে-কামে তাদের (সাহাবীদের) সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তার উপর দৃঢ় থাকুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভরসাকারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা ঈমরান-১৫৯)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

www.amarboi.org

"তাদের (মুমিনদের) সামষ্টিক কাজ-কাম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।" (সূরা শূরা-৩৮)

হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ-

"যে এস্তেখারা করলো সে কোন কাজে ব্যর্থ হবে না। যে পরামর্শ করলো সে লজ্জিত হবে না। আর যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলো সে দারিদ্রে নিমজ্জিত হবে না। (মুজামেস্ ছগীর)

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পরামর্শের ব্যাপারে আরও কঠিন নীতি অবলম্বন করে বলেন ঃ

مَنْ بَايَعَ اَمِيْرًا عَنْ غَيْرِ مَشْوَرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَابَيْعَةَ لَهُ وَلَا لِّذِىْ بَايَعَهُ-

যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ (মতামত) ছাড়া আমীর হিসেবে বাইয়াত (শপথ) নেবে তার শপথ বৈধ হবে না। আর যারা তার এমারতের নেতৃত্বের বাইয়াত (শপথ) গ্রহণ করবে তাদের বাইয়াতও বৈধ হবে না।" (আহমদ)

পরামর্শের শর্তসমূহ ঃ

১। কোন ব্যক্তির কল্যাণে নয় বরং আন্দোলন ও সংগঠনের কল্যাণ কামনাই হবে পরামর্শের লক্ষ্য।

২। পরামর্শ হবে দায়িত্ব পালনের সহায়তার জন্য।

৩। পরামর্শ দিতে হবে মার্জিত ভাষায়। পরামর্শ যেন নির্দেশের সুরে না হয়।

পরামর্শের পদ্ধতি ঃ

পরামর্শ দু'টি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১। ব্যক্তির জন। ২। সংগঠনের জন্য।

১। ব্যক্তির জন্য পরামর্শ ঃ

i) পরামর্শ আন্তরিক পরিবেশে হতে হবে।

ii) বয়স ও ষ্টেপ বা পর্যায় বুঝে পরামর্শ দিতে হবে।

iii) পরামর্শ হতে হবে পরামর্শের দৃষ্টিকোন থেকে।

২। সংগঠনের জন্য পরামর্শ ঃ

i) কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই পরামর্শ দিতে হবে।

ii) যথা নিয়মে পরামর্শ দিতে হবে।

iii) সিদ্ধান্তের পর নিজের পরামর্শ ভুলে যেতে হবে।

iv) অধিকাংশ লোকের পরামর্শের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত হবে তা যদি নিজের মতের বিপরীতও হয় তবুও সেটাই তার মতামত বলে মেনে নিতে হবে।

পরামর্শ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে জরুরী ঃ

যেসব ক্ষেত্রে পরামর্শ করা খুবই জরুরী তা হলো–

www.amarboi.org

১। আন্দোলনের নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে পরামর্শ করা জরুরী।

২। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ জরুরী।

৩। উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পরামর্শ জরুরী।

✪ ইহ্‌তেসাব বা মুহাসাবা ঃ

i) ইহতেসাব হলো– ব্যক্তি নিজের আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজের ভুলগুলো ধরা এবং সংশোধিত হওয়া।

ii) আর মুহাসাবা হলো– পরস্পর বা একে অপরের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে সংশোধন করা।

iii) মুহাসাবা ব্যক্তিরও হতে পারে আবার ফোরাম বা সংগঠনেরও হতে পারে। তবে পরামর্শের মধ্যে থাকবে ব্যক্তি বা ফোরামের কল্যাণ কামনা।

মহানবী (সাঃ) বলেনঃ

اَلْمُؤْمِنُ مَرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ اَخُوْا الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَةً وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَّارَئِهٖ

"এক মু'মিন আর এক মু'মিনের আয়না স্বরূপ এবং এক মু'মিন অপর মু'মিনের ভাই। সে তার ভাইকে (মুহাসাবার মাধ্যমে) ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে এবং পিছন থেকে তাকে হেফাজত করে।" (মেশকাত)। অর্থাৎ আয়না যেমন মানুষের চেহারায় কোন দাগ বা ময়লা থাকলে কম-বেশী না করে ঠিক সমপরিমাণ দেখিয়ে দিয়ে দূর করে দেয়। অনুরূপ ভাবে এক মু'মিন অপর কোন মু'মিন ভাই এর দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে কম-বেশী না করে সেটা তার ভাইকে সামনা-সামনি গঠনমূলক সমালোচনা করে সংশোধন করে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে দেয়। আর এটাই হলো তার ভাইকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। অপর পক্ষে সংশোধনকারীও গীবতের মতো একটি বড় গোনাহ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

মুহাসাবার গুরুত্ব ঃ

i) মুহাসাবা হলো সংগঠন বা আন্দোলনের প্রাণ।

ii) এক মু'মিন আর এক মু'মিনের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে সংশোধন করার জন্য মুহাসাবার গুরুত্ব অপরিসীম।

iii) নিজের ভুল নিজে সব সময় ধরা যায় না। কাজেই ভুল বা ত্রুটি সংশোধনের জন্যে অন্যের সহযোগীতা খুবই জরুরী।

iv) মুহাসাবার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত ও সুন্দর হয় এবং আস্থা সৃষ্টি হয়।

www.amarboi.org

মুহাসাবার পদ্ধতি ঃ মুহাসাবার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হলো ব্যক্তিগত পদ্ধতি এবং অপরটি হলো সামষ্টিক পদ্ধতি।

১। ব্যক্তিগত পদ্ধতি ঃ

i) ব্যক্তির কল্যাণ কামনার মন নিয়ে মুহাসাবা হতে হবে।

ii) মুহাসাবার ভাষা কর্কষ নয় বরং অত্যন্ত দরদ ভরা হবে।

iii) ব্যক্তিকে একান্ত ব্যক্তিগত ভাবে বলতে হবে।

iv) ব্যক্তিকে বলার পর যুক্তি সংঙ্গত ব্যাখ্যা দিলে তা মেনে নিতে হবে।

২। সামষ্টিক পদ্ধতি ঃ

i) ব্যক্তিগত মুহাসাবার মাধ্যমে সংশোধিত না হলে সংশ্লিষ্ট ফোরাম বা বৈঠকে ব্যক্তির মুহাসাবা করা।

ii) বৈঠকে বা ফোরামে যে রায় হবে তা মেনে নেয়া।

iii) মেজাজ ঠিক না থাকলে মুহাসাবা না করা।

iv) মুহাসাবা সঠিক হলে মেনে নেয়া এবং সংশোধনের জন্য ভাইদের কাছে দোআ কামনা করা।

www.amarboi.org

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দায়িত্ব কর্তব্য

ইসলাম ঃ اِسْلَامْ শব্দের মূল ধাতু سِلْمٌ যার অর্থ শান্তি এবং সন্ধি।

আভিধানিক অর্থ ঃ ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– আনুগত্য করা, কোন কিছু মাথা পেতে নেওয়া, আত্মসমার্পন করা, নিরাপত্তা লাভ করা।

পারিভাষিক অর্থ ঃ ইসলাম শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো– একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত জীবন পদ্ধতি শর্তহীন ভাবে অনুসরণ করা এবং এর বিপরীত সকল মত ও পথ পরিহার করা চলাকেই বলা হয় ইসলাম।

(আকিদা, চরিত্র এবাদত-বন্দেগী, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সবকিছুর সম্বন্নয়ে ইসলাম)।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَام

"আল্লাহ্র কাছে ইকমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম"।

আন্দোলন ঃ বাংলায় দোলন থেকে আন্দোলন, ইংরেজীতে Movement, এবং আরবীতে حَرَكَتْ - যার অর্থ– নড়াচড়া করা, তৎপরতা এবং কৌশলপূর্ণ গতিবিধি।

ইসলামী আন্দোলন ঃ কুরআনের পরিভাষায় ইসলামী আন্দোলনকে اَلْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ বলা হয়। যার পারিভাষিক অর্থ হলো– প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার মূলৎপাটন করে আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দেওয়া জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুশৃংখল কর্মী বাহিনী, সঠিক কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে যে প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালান হয় তাকে আল্লাহর পথে জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলন বলে।

ইসলামী আন্দোলন চেনার উপায় ঃ যে আন্দোলনের মধ্যে নিম্নের পাঁচটি জিনিস পাওয়া যাবে তাকে প্রকৃত ইসলামী আন্দোলন বলা যাবে। যেমন–

১। দাওয়াত ইলাল্লাহ্– (আল্লাহ্র দিকে আহবান)। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা মানুষকে সৎ কাজের দিকে ডাকবে, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর প্রকৃত পক্ষে তারাই হলো সফলকাম"। (আলে ঈমরান–১০৫)

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"তার কথা অপেক্ষা কার কথা উত্তম হতে পারে, যে (মানুষকে) আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয় এবং নিজে সৎ কাজ করে আর বলে আমি একজন মুসলমান। (হা-মীম-সিজদাহ্-৩৩)

মহান আল্লাহ্ দাওয়াত সম্পর্কে আরও বলেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ·

"তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে ডাকো হিকমাত (বুদ্ধিমত্তা) ও উত্তম কথার দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সদ্ভাবে"। (নহল-১২৫)

২। **শাহাদাৎ আ'লান্ নাস**– (মানুষের জন্য স্বাক্ষ্য)। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط

"আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি যাতে করে তোমরা মানুষের জন্যে স্বাক্ষী হও, আর রাসূলও যেন তোমাদের জন্যে স্বাক্ষী হন।" (বাকারা-১৪৩)

৩। **কেতাল ফী সাবিলিল্লাহ্**– (আল্লাহ্র জন্য লড়াই)। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ

"যারা মুমিন তারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে আর যারা কাফের তারা তাগুতের পথে লড়াই করে।"

৪। **একামাতে দ্বীন**– (দ্বীন প্রতিষ্ঠা)। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ "তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো।"

৫। **আমর বিল মা'রুফ অনেহী আনিল মুনকার**– (সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ)। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

www.amarboi.org

("হে মুসলমানেরা) তোমরাই হলে (দুনিয়ার মধ্যে) সর্বোত্তম দল, মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের আগমন ঘটেছে। সুতরাং তোমরা সৎ কাজে আদেশ দেবে এবং অন্যায় ও অসৎ কাজে বাধা দেবে, আর কেবল আল্লাহ্‌র প্রতিই ঈমান আনবে"। (আলে ঈমরান–১১০)

কর্মী ঃ নিজের পরিবার ও দায়িত্বের বাইরে সমাজের কোন খেদমতের কাজ কারীকে কর্মী বলে।

কর্মী দুই প্রকারের ১) আদর্শিক কর্মী ২) ইসলামী কর্মী।

১। **আদর্শিক কর্মী ঃ** যারা কোন আদর্শের অনুসারী হয়ে সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে তাদেরকে আদর্শিক কর্মী বলে।

২। **ইসলামী কর্মী ঃ** ইসলামী কর্মী আবার দুই প্রকার–

i) ইসলামী কর্মী

ii) ইসলামী আন্দোলনের কর্মী

i) **ইসলামী কর্মী ঃ** যারা ইসলামের খেদমত করে তাদেরকে ইসলামী কর্মী বলে।

ii) **ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ঃ** যারা ইসলামকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালায় তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা প্রকৃত পক্ষে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীই চান।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দায়িত্ব ঃ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কতিপয় নির্ধারিত দায়িত্ব রয়েছে যা তাকে পালন করতে হয়। যেমন–

১। **জ্ঞান অর্জনের দায়িত্ব ঃ** ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রথমেই যে দায়িত্বটি পালন করতে হয় তাহলো ইসলামের যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা। যাতে তাকে শয়তান বিভ্রান্ত করতে না পারে।

২। **আত্ম সামলোচনার দায়িত্ব ঃ** আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য কর্মী হবার জন্য প্রতিনিয়ত তাকে আত্মবিচার বা আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। ঈমান এবং আ'মলের মান বিবেকের কাছে সন্তোষজনক কিনা তা বিশ্লেষণ করা প্রতিটি কর্মীর দায়িত্ব।

৩। **মান বৃদ্ধির দায়িত্ব ঃ** আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টির কোথাও স্থবিরতা নেই। হয় উন্নতি না হয় অবনতি। একজন কর্মী– তার যে মান আছে তার থেকে উর্দ্ধোদিকে গতি সঞ্চারের জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

৪। **সংগঠনের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ঃ** প্রতিটি কর্মী সংগঠনের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করে। যেখানে যে কর্মী বসবাস বা ব্যবসা বাণিজ্য করে সেখানকার জনগণের জন্য সে প্রতিনিধি। চার পাশের লোক তার মাধ্যমে সংগঠনকে জানতে পারে। এমন কোন আচরণ বা ভূমিকা রাখা যাবে না যার ফলে মানুষের মধ্যে স্বীয় সংগঠন সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়।

www.amarboi.org

৫। **যোগ্য কর্মী তৈরীর দায়িত্ব ঃ** একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মী নিজে কর্মীর থাকলেই চলবে না বরং তার মত অথবা তার চেয়েও যোগ্য কর্মী তৈরী করবে। কর্মীরা যোগ্য কর্মী তৈরী করলেই আন্দোলনে কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আন্দোলনের মজবুতি আসবে।।

৬। **কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অবহেলা না করা ঃ** ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর উপর যতটুকু দায়িত্ব অর্পিত হবে তা যথাযথভাবে আন্তরিকতার সাথে পালনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে। কোন কারণে বা কোন অবস্থায় যেন অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা সৃষ্টি না হয়। কেননা, এই দায়িত্বের জবাবদিহিতা দুনিয়াতে মানুষের কাছেই কেবল নয় বরং মহান আল্লাহ্‌র দরবারে কেয়ামতের দিনও করতে হবে।

৭। **আর্থিক দূরবস্থা বা পারিবারিক সংকটের কারণে দায়িত্বশীলের সাথে পরামর্শ করা ঃ** আর্থিক দুরবস্থা, পারিবারিক সংকট, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে মান রক্ষা বা দায়িত্ব পালন করতে না পারলে উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলের কাছে পরামর্শ নেওয়া। নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকা ঠিক নয়।

৮। **প্রতিটি কাজ হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ঃ** ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রতিটি কাজ হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য। এজন্যে অন্যের কোন ত্রুটি বা ঢিলামির কারণে নিজের কাজে ঢিল দেওয়া বা অবহেলা করা জায়েজ নয়।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কর্তব্য ঃ একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে কিছু করণীয় কর্তব্যও রয়েছে। আর তাহলো–

১। কর্মীর শর্তগুলো যথাযথ ভাবে পালন করা।

২। দায়িত্বশীলের আনুগত্য করা।

৩। দায়িত্বশীলকে পরামর্শ দেওয়া।

৪। কোন বিষয়ে কারো দোষত্রুটি দেখলে মুহাসাবা করা।

৫। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কল্যাণ কামনা করা।

৬। একে অপরের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোওয়া করা।

www.amarboi.org

কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলামী আন্দোলন

ইসলাম ঃ اِسْلَامٌ আরবী শব্দটির মূল ধাতু -سِلْمٌ যার অর্থ আবার শান্তি বা সন্ধি। সুতরাং ইসলাম (اِسْلَامٌ) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- আনুগত্য করা, কোন কিছু মাথা পেতে নেওয়া, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ ঃ একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং এর বিপরীত সমস্ত মত ও পথ পরিহার করে চলাকেই বলা হয় ইসলাম।

আল্লাহ্র ভাষায়- اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَام

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছে মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম" (সূরা ঈমরান-১৯)। (আকিদা, চরিত্র, পারিবারিক, সামাজিক,অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সকল কিছুই ইসলামের মধ্যে নিহিত রয়েছে।)

আন্দোলন ঃ বাংলায় 'দোলন থেকে আন্দোলন', ইংরেজীতে Movement এবং আরবীতে حَرْكَتٌ - বলা হয়।

আভিধানিক অর্থ ঃ নড়াচড়া করা, তৎপরতা, কৌশলপূর্ণ গতিবিধি ইত্যাদি।

ইসলামী আন্দোলন ঃ কুরআনের পরিভাষায় اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ "আল্লাহ্র পথে জিহাদ" যাকে আধুনিক পরিভাষায় "ইসলামী আন্দোলন" বলা হয়।

সংজ্ঞা ঃ প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার মূলৎপাটন করে আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দেওয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুশৃংখল কর্মী বাহিনী, সঠিক কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে সংঘবদ্ধভাবে যে প্রাণন্তকর চেষ্টা চালান হয় তাকেই اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বা "আল্লাহ্র পথে জিহাদ" কিংবা "ইসলামী আন্দোলন" বলা হয়।

এতে দুটি দিক রয়েছে- (i) Nigative বা বর্জনীয় দিক। আর অপরটি হলো (ii) Positive বা গ্রহণীয় দিক। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার মূল্যৎপাটন করে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামী আন্দোলন বুঝার উপায় ঃ যে আন্দোলনের মধ্যে নিম্নের পাঁচটি বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকবে সেটিই প্রকৃত ইসলামী আন্দোলন বলে বুঝা যাবে। সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের পুঁজি পাঁচটি। যেমন-

এক. دَعْوَتْ اِلَى اللّٰه বা "আল্লাহ্র দিকে আহবান"।

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ •

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকা উচিত যারা মানুষকে সৎ কাজের দিকে আহ্বান জানাবে,ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে। আর তারাই হলো সফলকাম।" (সূরা-ঈমরান–১১০)

আল্লাহ অরও বলেন ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ •

"তার কথা অপেক্ষা কার কথা উত্তম হতে পারে, যে (মানুষকে) আল্লাহ্র দিকে আহবান করে, নিজে সৎ কাজ করে এবং ঘোষণা দেয় আমি মুসলমান।"

(সূরা হা-মীম সিজদাহ্–৩৩)

মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

اُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ

"তুমি মানুষকে তোমার রবের দিকে ডাকো হিকমাত (বুদ্ধিমত্তা) ও উত্তম কথার দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সদ্ভাবে যা অতি উত্তম"। (সূরা নহল-১২৫)

দুই. شَهَدَةٌ عَلَى النَّاسِ বা "মানুষের জন্য স্বাক্ষ্য"।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

"তোমাদেরকে এই জন্যই মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে যে, তোমরা মানুষের জন্য স্বাক্ষ্য হবে এবং রাসূল (সাঃ) হবেন তোমাদের জন্য স্বাক্ষ্য"।

তিন. قِتَالٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ বা "আল্লাহ্র পথে লড়াই"।

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ

"যারা মুমিন তারা লড়াই করে আল্লাহ্র পথে, আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পথে"। (সূরা নিসা-৭৬)

মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط

"তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো যতক্ষণ না ফেৎনা দূর হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র দ্বীন পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়"। (সূরা বাকারা–১৯৩)

চার. اِقَامَةُ الدِّيْنِ বা "দ্বীন প্রতিষ্ঠা"।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ اَنْ اَقِيْمُوالدِّيْنَ

"আল্লাহ্র দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) কায়েম করো।"

পাঁচ. اَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْوَنَ عَنِ الْمُنْكَرْ বা সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ।"

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ •

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম দল, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং তোমরা সৎ কাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহ্রই প্রতি ঈমান আনবে"। (সূরা-ঈমরান–১১০)

মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ •

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকা উচিত যারা মানুষকে সৎ কাজের দিকে আহবান জানাবে, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হলো সফলকাম"। (সূরা-ঈমরান–১০৪)

সুতরাং কুরআনের আলোকে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় যদি কোন দলের মধ্যে পাওয়া যায়, তবেই তাকে খাঁটি বা প্রকৃত ইসলামী আন্দোলন বলা যাবে।

www.amarboi.org

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্র শিবিরের সংগঠনের মধ্যে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় খুঁজে পাওয়া যায়।

ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ঃ

নিম্নে কুরআন এবং হাদীসের আলোকে ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হলো ঃ

১। সমাজের আমুল পরিবর্তনের জন্য ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط

"তোমরা তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক যতক্ষণ না সমাজ থেকে ফিৎনা-ফাসাদ দূর হয় এবং (সেখানে) পূর্ণভাবে আল্লাহ্র দ্বীন (জীবন বিধান) প্রতিষ্ঠা না হয়।" (সূরা বাকারা–১৯৩)

২। নবী রাসূলদের রেখে যাওয়া দায়িত্ব হিসাবে ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন–

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

"তিনিই সেই সত্তা যিনি তার রাসূলকে পথ নির্দেশিকা ও সত্য দ্বীন তথা আল ইসলাম সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে করে একে অপর সকল মতবাদের উপর বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকদের জন্য তা খুবই অপছন্দনীয়"।

(সূরা-সফ্–৯)

৩। মানবতার মুক্তির জন্য ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۔

"তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে লড়াই করছো না দূর্বল সেই পুরুষ-নারী এবং শিশুদের জন্য যারা চিৎকার করে ফরিয়াদ করছে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই যালেম অদ্ধসিত(মক্কা) নগরী থেকে উদ্ধার করো এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অভিভাবক ঠিক করে দাও আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারীও নির্ধারণ করে দাও।" (সূরা-নিসা-৭৫)

৪। নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধের জন্য ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

www.amarboi.org

"যদি কোন জনপদের অধিবাসীগণ ঈমান এবং তাক্ওয়ার ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনা করে, (তাহলে) অবশ্যই আমি ঐ জনপদের জন্য আসমান এবং যমীনের সমস্ত কল্যাণ ও বরকতের দ্বারসমূহ খুলে দেবো।"

৫। জীবন সমস্যার নির্ভুল সমাধান পাবার জন্য ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম।"

মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اِنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ وَيُقَاتِلُ لِيُغْنِمَ وَيُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ قَاتَلَ حَتّٰى تَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْاَعْلٰى فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ একদা এক গ্রাম্য লোক রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে বললো ঃ (হে আল্লাহ্ রাসূল) কেউ লড়াই করে প্রশংসা কুড়ানোর জন্য, আবার কেউ লড়াই করে সুনাম সুখ্যাতির জন্য, আবার কেউ লড়াই করে মান-সম্মান দেখানোর জন্য (কোনটি সঠিক লড়াই)? রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ যার লড়াই আল্লাহ্র কালেমা সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নত হোক এই নিয়াতে যুদ্ধ করে তারই যুদ্ধ বা লড়াই আল্লাহ্র পথে সম্পন্ন হয়। (আবু দাউদ)

৬। আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন–

إِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

"নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চাই।"(সূরা বাকারা–৩০)

৭। পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়ার জন্য ঃ ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমেই একজন মুসলমানের পূর্ণাঙ্গতা আসে। মহান আল্লাহ্ বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"মুমিনগণ! তোমরা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুষমন।"

(সূরা বাকারা–২০৮)

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ٠

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো যেমন করে ভয় করা উচিত এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ না করে মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা-ঈমরান–১০২)

মহানবী (সাঃ) হাদীসে উল্লেখ করেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغْزُوْا وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ ـ

"হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো কিন্তু ইসলামী আন্দোলন করলো না, এমনকি জীবনে ইসলামী আন্দোলনের চিন্তাও করলো না, সে মুনাফিকীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো"। (মুসলিম শরীফ)

৮। ঈমানের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ঃ

মহান আল্লাহ্ তাআলা ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমেই ঈমানের পরীক্ষা করে থাকেন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ٠ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ٠

"লোকেরা কি মনে করে নিয়েছে যে, তারা ঈমান এনেছি বললেই ছাড়া পেয়ে যাবে অথচ তাদেরকে এখনও পরীক্ষা করা হয়নি ? এদের পূর্বে যারা চলে গেছে তাদেরকেও আমি পরীক্ষা করেছি। অতএব আল্লাহ্ (পরীক্ষার মাধ্যমে) জেনে নিতে চান কারা (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী এবং এও অবগত হতে চান ঈমানের কে মিথ্যা দাবীদার"। (সূরা আনকাবুত–২–৩)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ٠

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাত চলে যাবে অথচ এখনও তোমাদেরকে তাদের মতো পরীক্ষা করা হয়নি যারা তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে। তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট এবং যুলুম-নির্যাতনে এমন ভাবে জর্জরিত করে তোলা হয়েছিলো যে, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন নবী রাসূল এবং তাদের

www.amarboi.org

সঙ্গী-সাথী ঈমানদারেরা বলে উঠেছিল আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে! (আল্লাহ্ বলেন ঃ) যেন রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাহায্য অতি নিকটে"। (সূরা বাকারা–২১৪)

৯। মানুষের দায়িত্বের জবাবদিহিতা থেকে বাঁচার জন্য ঃ

মানুষের প্রতি দুনিয়ায় যেসব দায়িত্ব রয়েছে, আখেরাতে তার জবাবদিহিতা থেকে বাঁচার জন্যই ইসলামী আন্দোলন করা প্রয়োজন। হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْاِمَامُ الَّذِيْنَ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالْاِمْرَاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ

"হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই কেয়ামতের দিন তোমাদের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং একজন রাষ্ট্রনায়ক তিনি তার রাষ্ট্রের নাগরিকদের দায়িত্বশীল। তাকে তার অধীনস্থ নাগরিকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আর প্রত্যেক পুরুষ তার পরিবারের লোকদের দায়িত্বশীল। সে তার অধীনস্থ পরিবারের লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর প্রত্যেক স্ত্রী তার স্বামীর পরিবারের লোকদের ও তার সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণকারিনী এবং তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আর একজন দাস বা চাকর তার নিজের মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল এবং সে তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই আপন আপন অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে"।

(বুখারী মুসলিম)

১০। সর্বপরী পারলৌকিক মুক্তির জন্য ঃ

মানুষের যে স্থায়ী ঠিকানা পারলৌকিক জীবন। সেখানে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্যই ইসলামী আন্দোলন করা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ

www.amarboi.org

تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ •

"হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলবো যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবে ? তা হলো এই যে, তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি (ভাল করে) ঈমান আনো এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন পন করে জিহাদ করো। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। (তাহলে) তিনি এর (বদৌলতে) তোমাদের গুনাহ্ খাতা মাফ করে দেবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। আর এটাই হলো মহা সাফল্য। (সূরা সফ্–১০–১২)

মহানবী (সাঃ) হাদীসে উল্লেখ করেন–

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرِسُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ

"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ দু'টি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (১) যেই চোখ আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে এবং (২) যে চোখ রাত জেগে জেগে আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারারত থাকে"। (তিরমিযী)

মহানবী (সাঃ) আরো বলেন ঃ

عَنْ اَبِىْ عَبْسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ (ص) يَقُوْلُ مَنْ اُغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ

"হযরত আবু আয়য়াস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ যার দু'পা আল্লাহ্র পথে (ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে) ধুলিমলিন হয়, আল্লাহ্ তাআলা তার (এ দু'পাকে অর্থাৎ দেহকে) জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন"। (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ)

ইসলামী আন্দোলন না করার পরিনাম ঃ

ইসলামী আন্দোলন করলে যেমন আল্লাহ্ পাক দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখেরাতে মুক্তি দেন, তেমনি ইসলামী আন্দোলন না করলে তার যে ভয়াবহ পরিণতি রয়েছে তা উল্লেখ করে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

عَنْ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَا مِنْ

www.amarboi.org

رَجُلٍ يَكُوْنُ فِى قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَقَاصِى يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ اِلَّا اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُمْ بِعَقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا

"হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ যে জাতির মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পাপ কাজে লিপ্ত হয়, আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা থেকে তাকে বিরত রাখে না। আল্লাহ্ সে জাতির উপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দেবেন"। (আবু দাউদ)

মহানবী (সাঃ) আরও বলেন ঃ

عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَلِيٍّ لِلْكِنْدِىْ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْلًى لَنَا اِنَّهُ سَمِعَ جَدِّىْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ خَاصَّةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَا فِيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّنْكِرُوْا فَلَا يُنْكِرُوْنَ فَاِذَا فَعَالُوْا ذٰلِكَ عَذَّبَ اللّٰهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ

"হযরত আ'দী ইবনে আলী কিন্দী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের এক মুক্ত গোলাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমার দাদাকে একথা বলতে শুনেছি যে, আমি নবী করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ লোকদের অপরাধমূলক কাজের জন্য সাধারণ লোকদের উপর আযাব নাযিল করেন না। কিন্তু তারা (সাধারণ লোক) যদি তাদের সামনে প্রকাশ্যভাবে পাপ কাজ হতে দেখে এবং তারা তা প্রতিবাদ করতে ও বন্ধ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা বন্ধ না করে, কিংবা প্রতিবাদ না করে, তাহলে ঠিক তখন আল্লাহ্ তাআলা সাধারণ ও বিশেষ লোক সকলকে একই আযাবে নিক্ষেপ করেন। (শরহে সুন্নাহ্)

নেক কাজে আদেশ এবং পাপ কাজে বাধা সৃষ্টি না করলে তাদের প্রতি আল্লাহ্ এতই ব্যাজার হন যে, মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلِيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَعَرَفْتُ فِىْ وَجْهِهٖ اَنْ قَدْ حَفَزَهُ شَيْئٌ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ خَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ اَحَدًا فَدَنَوْتُ مِنَ الْحُجُرَاتِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَدْعُوْنِىْ فَلَا اُجِيْبُكُمْ وَتَسْاَلُوْنِىْ فَلَا اُعْطِيْكُمْ وَتَسْتَنْصِرُوْنِى فَلَا اَنْصُرُكُمْ۔

www.amarboi.org

"হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর চেহারা দেখে আমার মনে হলো যে, কোন কিছু যেন তাঁকে আঘাত করেছে। তারপর তিনি অজু করে বের হয়ে গেলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি কাউকেও কিছু বললেন না। আমি ঘরের ভিতর থেকেই তাঁর কাছে হাজির হলাম। তখন আমি শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন ঃ হে লোকেরা, আল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয়ই বলেছেন যে, "তোমরা অবশ্য অবশ্যই ন্যায় কাজে আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে সেই অবস্থা সৃষ্টি হবার আগেই যখন তোমরা আমাকে ডাকবে, কিন্তু আমি ডাকে সাড়া দেব না। তোমরা আমার কাছে চাইবে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেব না। তোমরা আমার কাছে সাহায্য চাইবে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো না"।
(আহমদ, ইবনে মাজা)

ইসলামী আন্দোলন না করলে তাদের দোআ পর্যন্ত কবুল হবে না– এই মর্মে বলতে গিয়ে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ أَوْ لَيَسْحِتَنَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا بِعَذَابٍ أَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْا خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ

"হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং তাদেরকে উত্তম ও কল্যাণকর কাজ করার জন্য উৎসাহ উদ্দিপনা দেবে। তা না হলে আল্লাহ্ তাআলা যে কোন আযাব দিয়ে তোমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন। অথবা তোমাদের মাঝ থেকে সবচেয়ে বেশী পাপী ও জালেম লোককে তোমাদের শাসক বানিয়ে দেবেন। এ অবস্থায় তোমাদের মধ্যে নেককার লোকেরা (এসব থেকে) মুক্তি পাবার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোআ করবে। কিন্তু তাদের দোআ আল্লাহ্ কবুল করবেন না"। (মুসনাদে আহমদ)

যারা ইসলামী আন্দোলন করে না তাদের মৃত্যু মুনাফেকের মৃত্যু বলে উল্লেখ করে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ

"হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো, কিন্তু জীবনে ইসলামী আন্দোলন করলো না, এমনকি ইসলামী আন্দোলন করার চিন্তাও করলো না। সে যেন মুনাফেকীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো"। (মুসলিম)

www.amarboi.org

ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মনীতি

আন্দোলনকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবার সঠিক কর্মপন্থা ঃ

ইসলাম ঃ একটি আন্দোলনের নাম–যা মানব জীবনের গোটা ইমারত নির্মাণ করতে চায়– এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। যা প্রাচীন কাল থেকে একই পন্থায় চলে আসছে।

আন্দোলনের নেতা ঃ এই আন্দোলনের অনুকরণীয় নেতা হলেন-রাসূলগণ, আম্বিয়ায়ে কেরামগণ।

পদ্ধতি ঃ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের অর্থাৎ রাসূলগণের পদ্ধতিতেই করতে হবে। কারণ এ বিশেষ ধরনের আন্দোলনের জন্য অন্য কোন কর্মনীতি নাই এবং হতেও পারে না।

আম্বিয়ায়ে কেরামের পথ অনুসরণে সমস্যা ঃ আম্বিয়ায়ে কেরামদের সকলের জীবন পূর্ণতা পায়নি। যেমন–

১। তাঁদের আন্দোলনী জীবন বিস্তারিত জানা যায় না তবে আল কুরআনে কিছুটা ইংগিত পাওয়া যায় মাত্র।

২। আসলে তাঁদের জীবনের সামান্য ধারণা থেকে আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ স্কীম বা পরিকল্পনা তৈরী করা যায়না।

৩। হযরত ঈসা (আঃ) থেকে আন্দোলনের সূচনাকাল সম্পর্কে কিছুটা ইংগিত পাওয়া যায়।

৪। আম্বিয়ায়ে কেরামদের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)এর জীবন থেকে আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ কর্মনীতি পাওয়া যায়।

যথাযথ কর্মনীতির উৎস ঃ সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর আন্দোলনের জীবন থেকেই যথাযথ কর্মনীতির উৎস খুজে পাওয়া যায়।

যথাযথ কর্মনীতির সংক্ষিপ্ত চিত্র ঃ

ক) আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার আহবানঃ রাসূল (সঃ) এর আন্দোলনের প্রথম কর্মনীতি হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া।

✪ অসংখ্য জটিল সমস্যায় ভরা তৎকালীন আরব সমাজ ব্যবস্থা কিন্তু তিনি এসব সব সমস্যার প্রতি মনোনিবেশ না করে মগজ ধোলায়ের জন্য একটি কথার দিকেই সকলকে আহবান করেন তা হলো– ان اعبدو الله واجتنبوا الطاغوت–

"অর্থাৎ সমস্ত তাগুতি শক্তিকে পরিহার করে তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো।"

www.amarboi.org

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পরবর্তীতে সকল সমস্যার দিকে পূর্ণভাবে দৃষ্টি দেন।

প্রশ্ন ঃ সকল সমস্যা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে শুধু মাত্র ১টি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করার কারণ কি ?

উত্তর ঃ সকল প্রকার সংস্কার সংশোধনের মূল ভিত্তি ছিল তাগুতের গোলামীকে অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহ্র গোলামী এবং কর্তৃত্ব মেনে নেয়া।

মহানবী (সঃ) কোন বাঁকা পথে আহবান না করে তিনি কোন ভূমিকা ছাড়াই তৌহিদের তথা আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহবানের মাধ্যমে আন্দোলনের কাজ শুরু করেন।

- বর্তমান যুগে কালিমার বিপ্লবী আওয়াজ যিনি ঘোষণা করছেন এবং যিনি শুনছেন কারো বোধগম্য নয়। যদি বোধগম্য হতো তাহলে গোটা বিশ্ব দুশমন হয়ে যেত।

খ) অগ্নী পরীক্ষায় নিখাদ প্রমাণিত হওয়া ঃ আন্দোলনের দ্বিতীয় কর্মনীতি হলো অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে নিখাদ প্রমাণ করা।

বিপ্লবী আওয়াজের বিরোধিতা ঃ ঘোষক কালিমার স্প্রীট বুঝে যখন ঘোষণা দিলো এবং শ্রোতারাও বুঝলো। ফলে তখন বিরোধীরা বিরোধীতা শুরু করে দিলো এবং মূর্তি পুজারিরা হয়ে গেল ঐক্যবদ্ধ–যদিও তাদের মধ্যে পূর্বে ছিলো অনৈক্য।

আর কেবলমাত্র মন-মগজ, ধ্যান-ধারণা পরিস্কার-পরিশুদ্ধ ব্যক্তিরাই রাসূলের সাথী হতে থাকলো। এর পর শুরু হলো সংঘাত– অগ্নী পরীক্ষা।

অগ্নী পরীক্ষার ফায়দা ঃ

১। লোক বাছাইয়ের উত্তম পন্থা– অগ্নি পরীক্ষার মাধ্যমে দুর্বল ইমানদারেরা ছাটাই হয়ে সবল ইমানদারদের অংশগ্রহণ শুরু হয়।

২। খাঁটি ইসলামী চরিত্র তৈরী–ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে নয় বরং কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাঁটি ইসলামী চরিত্র তৈরী হয়।

৩। অত্যাচার নির্যাতনের কারণে আদর্শের বৈশিষ্ট হৃদয়-মনে রেখাপাত করে।

সালাত ফরজ ঃ রাসূলের আন্দোলনের লক্ষ্য অর্জনের পূর্ণতা সাধনে এ পর্যায়ে ফরজ হয় সালাত।

৪। অগ্নি পরীক্ষা করাতে মহা সত্যের সন্ধান করতে যেয়ে অনেক সাধারণ মানুষ আন্দোলনে শরীক হতে থাকে।

গ) আদর্শ নেতৃত্ব ঃ রাসূলের আন্দোলনের তৃতীয় কর্মনীতি হলো অনুসরণযোগ্য আদর্শ নেতৃত্ব সৃষ্টি।

- আদর্শ নেতার অনুসরণ করতে যেয়ে সাহাবীরা তাদের পুঞ্জিভূত সম্পদ ব্যয় করতে

www.amarboi.org

থাকে, ফলে তারা অর্থ সংকটে পড়ে যায়।

- কাফেরদের পক্ষ থেকে ক্ষমতা, নারী এবং অর্থ এ তিনটি লোভনীয় প্রস্তাব ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন নবী এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা।
- আদর্শ নেতৃত্বের মাধ্যমে উঁচু -নিচু শ্রেণী ভেদাভেদ সমাজ থেকে মিটিয়ে দেয়া হয়।
- ব্যক্তি স্বার্থে নয় বরং সমগ্র জাতির কল্যাণে মহানবীর আগমন ঘটে।
- নিরেট আল্লাহ্‌র দাসত্বের প্রতি আহবান– অন্য কোন কিছুর আহবান বা দাওয়াত নয়।
- নৈতিক চরিত্রের অকল্পনীয় উচ্চতা সৃষ্টি হয়, যেমন– গচ্ছিত আমানত ফিরিয়ে দেয়ার নজির সৃষ্টি হয়।

ঘ) আদর্শের কার্যকর স্বাভাবিক বিপ্লব ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর আন্দোলনের চতুর্থ যে কর্মনীতি তা হলো আদর্শের কার্যকর স্বাভাবিক বিপ্লব।

- কাংখিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো ঃ যেমন রাসূলের নেতৃত্বে ১০ বছর মদীনার রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।
- বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামী শাসনের এমন নমুনা পেশ হলো যে চতুর্দিকে সবাই বলে উঠলো এরই নাম মানবতা।
- ঐতিহাসিকদের ভুল ধারণা যে যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। বিষয়টি আসলে তা নয়– এ বিপ্লব ছিলো রক্তপাতহীন বিপ্লব। আদর্শের বিপ্লব।
- এই বিপ্লবের ফলাফল অন্যসব বিপ্লব থেকে ভিন্ন। এই বিপ্লবের মাধ্যমে শুধু রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়নি, বরং মানুষের মন মানসিকতা ও চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন হয়, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন হয়।
- এই বিপ্লব গোটা জাতির ধারা পরিবর্তন করে দেয়। যেমন–

১। ব্যাভিচারী হয়ে যায় সতীত্বের রক্ষক এবং চোর হয়ে যায় আমানতদার।

২। একজন সাধারণ সৈনিক গনিমাতের কোটি টাকার রাজমুকুট কম্বলের নিচে লুকিয়ে সেনাপতির কাছে পৌঁছে দিয়ে– রিয়া থেকে বেঁচে নিয়তের নিষ্ঠার প্রদর্শন এবং চরম আমানতদারীর নজীর সৃষ্টি করে।

৩। তহ্‌সীলদার ইনসাফ ও সততার উদাহরণ পেশ করতে থাকে।

৪। শাসনতকর্তা, বিচারপতি এবং সেনাপতির আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু তারা যেন সকলেই সাধারণ মানুষ।

৫। নির্ভীক রাষ্ট্রদূত,আদর্শ সিপাহীর জন্ম হয়। সকলেরই মধ্যে আখেরাতে হিসাব দেবার ভয়।

www.amarboi.org

৬। সকলেই দুনিয়ার শান্তি মাথা পেতে নিতে রাজি হয়ে যায়।

বিস্ময়কর ব্যাপার ঃ রাসূলের আন্দোলনের কতিপয় বিস্ময়কর ব্যাপার হলো

১। নব্যুয়তের ১৩ বছরে তিন শত খাঁটি মুসলমান তৈরী হয়ে যায়।

২। মদীনার ১০ বছরে গোটা দেশ মুসলমান হয়ে গে'ল। এর রহস্য উৎঘাটনে ব্যর্থ লোকেরা

অমুলক কথা-বার্তা বলতে শুরু করে।

৩। আদর্শ অনুযায়ী বাস্তব রূপায়ন না দেখে– মানুষ বুঝতে পারেনি যে তাদের নেতা কি করতে চায়।

৪। কেউ বলে আসলে এটা কল্পনা বিলাস, আবার কেউ বলতে থাকে এটা ভাষার যাদুগীরি।

৫। প্রতিভাবান লোকেরাই ঈমান এনেছিলো– কল্পিত আদর্শের ভিত্তিতে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা-স্বচক্ষে বাস্তব চিত্র দেখতে পেলো। তখন লোকেরা বুঝলো এ এক মহান ব্যক্তি। যার ফলে সব দুঃখ-কষ্ট সয়ে আসছে।

আসলে ইসলাম যে সমাজ বিপ্লব সংগঠিত করতে চায় এটাই হলো তার সঠিক ও বাস্তব কর্মপন্থা। অন্য কোনো হটকারী, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী পন্থায় হওয়া আদৌ সম্ভব নয় এবং তা রাসূলের আন্দোলনের সুন্নতের পরিপন্থী।

এ কাজের জন্য যা প্রয়োজন ঃ

১। মজবুত ঈমান

২। ইসলামী চেতনা

৩। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা

৪। মজবুত ইচ্ছা শক্তি

৫। ব্যক্তিগত আবেগ উচ্ছাস ও স্বার্থের নিঃশর্ত কোরবানী।

www.amarboi.org

ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের গুনাবলী

ইসলামী নেতৃত্বের সংজ্ঞা ঃ ইসলামী নেতৃত্ব তিনটি শব্দের ধারক ও বাহক।

i) খলীফা (ii) ঈমাম (iii) আমীর।

i) খলীফা ঃ খলিফা তিনটি নামে ব্যবহৃত হয়–

ক) খলীফাতুল্লাহ্ খ) খলীফাতুর রাসূল গ) খলীফাতুল মুসলেমিন বা মুমে'নীন।

ii) ঈমাম ঃ অর্থ- অগ্রগামী, নেতা, অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

iii) আমীর ঃ অর্থ– আদেশ বা নির্দেশ দাতা। আমীরের কাজ হবে আল্লাহ্র নির্দেশ বাস্তবায়ন।

সকল আন্দোলনের নেতৃত্বের গুনাবলী ঃ নেতৃত্বকে কেন্দ্র করেই সকল কর্মী বাহিনী আবর্তিত হয়। সুতরাং আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে যে সব মৌলিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা হলো ঃ

১। বুঝাবার যোগ্যতা থাকা।

২। প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেবার যোগ্যতা থাকা।

৩। কর্মীদের কাছ থেকে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা পাবার যোগ্যতা অর্জন করা।

যোগ্যতাগুলো হলো ঃ

i) ভদ্র আচরণ।

ii) শান্ত মেজাজ।

iii) নিঃস্বার্থতা।

৪। পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস থাকা।

৫। সমালোচনা ও সংশোধনের সুযোগ দানের সৎ সাহস থাকা।

৬। উদ্যোগী ভূমিকা থাকা।

৭। নিরলস প্রচেষ্টা চালনার যোগ্যতা থাকা।

৮। নির্ভীক হওয়া।

৯। বলিষ্ঠতা থাকা। (কাজে-কথায়)

১০। চরিত্রবান হওয়া।

১১। ধৈর্যশীল হওয়া।

১২। প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতার অধিকারী হওয়া।

ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের গুনাবলী ঃ

ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে উপরে বর্ণিত গুনাবলী ছাড়া আরও যেসব

www.amarboi.org

গুনাবলী থাকা আবশ্যক, তা হলো ঃ

১। **নেতা হবে মজবুত ঈমানের অধিকারী ঃ** অর্থাৎ মজবুত ও অটল বিশ্বাসী যা কর্মীদের জন্য অনুসরণীয় হবে।

২। **নেতা হবে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ঃ যেমন–**

i) জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে জ্ঞান।

ii) জীবন ও জগত, জীবনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান ও বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা।

iii) মানব গোষ্ঠী কোন্ কোন্ সমস্যার সম্মুখীন হবে তার জ্ঞান।

iv) সর্বক্ষেত্রে ইসলামী সমাধানের জ্ঞান।

৩। **ইসলামী আন্দোলনের নেতা হবে নির্ভীক ঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, দুনিয়ার সবকিছুই তাকে ভয় করে। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখে ভয় করে, দুনিয়ার সবকিছু তাকে ভয় দেখায়"। সুতরাং নেতা এত নির্ভীক ও সাহসী হবে যে, আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না।

৪। **নেতা হবে কর্মে পাগল ঃ** অর্থাৎ–

i) প্রতিটি ঘন্টা, মিনিট এবং ক্ষণকে কর্মময় করে তোলবে।

ii) কাজের মধ্যেই আনন্দ পাবে।

iii) মনের দিক থেকে কখনও ক্লান্ত হবে না।

৫। **নেতা হবে সাংগঠনিক প্রজ্ঞার অধিকারী ঃ** অর্থাৎ–

i) প্রজ্ঞার সাথে সংগঠনকে গড়ে তোলবে।

ii) প্রজ্ঞার সাথে সংগঠন পরিচালনা করবে।

iii) সংগঠনের শক্তি সামর্থ পর্যালোচনা করবে।

iv) ময়দানের অবস্থা বিশ্লেষণ করবে।

v) জনশক্তিকে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেবার প্রজ্ঞা থাকতে হবে।

vi) কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

vii) কর্মীদের মানউন্নয়নের জন্য প্রজ্ঞার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

viii) উত্তম ভাবে বক্তব্য পরিবেশনের যোগ্যতা থাকতে হবে।

৬। **নেতৃত্ব হবে বটবৃক্ষ ঃ** অর্থাৎ– বট বৃক্ষ যেমন তার ঘন এবং আরামদায়ক ছায়ার দ্বারা সকলকে আশ্রয়ের মাধ্যমে আরাম দান করে, অনুরূপ ভাবে–

i) নেতৃত্ব সকল শান্তনার উৎস হবে।

ii) নেতার মধ্যে মহব্বতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে।

iii) কর্মীরা নেতার কাছে দুঃখের পর গভীর শান্তি লাভ করবে।

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন করো, কঠিন পন্থা অবলম্বন

www.amarboi.org

করো না। মানুষকে শান্তি ও স্বস্তি দাও। মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াবে না"। (বুখারী)

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ•

"(হে নবী!) এটা আল্লাহ্র বড় অনুগ্রহ যে, তুমি এসব লোকদের (কর্মীদের) জন্য খুবই রহম দেলের। যদি তুমি উগ্র স্বভাবের ও কঠিন দেলের অধিকারী হতে তাহলে এসব লোক তোমার পাশ থেকে দূরে সরে যেত। অতএব তুমি এদের অপরাধ মাফ করে দাও এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দোওয়া করো। আর কাজে-কামে তাদের সাথে পরামর্শ করো। আর যখন কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেল। তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভরসা কারীদের বেশী ভালবাসেন"। (সূরা আলে ঈমরান–১৫৯)

"হযরত আয়াজ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ একদিন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ আমার কাছে এসে বলেন; বাপু হে শোন! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি– নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তি হলো রাগী, বদমেজাজী ব্যক্তি। খবরদার, আমি তোমাকে সাবধান করছি তুমি যেন তাদের দলভুক্ত না হও"। (বুখারী-মুসলিম)

"হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ হলেন দরদী, সুতরাং তিনি দরদপূর্ণ আচরণই পছন্দ করেন। তিনি দরদপূর্ণ আচরণের বিনিময়ে এমন কিছু দিয়ে থাকেন যা রাগী বা বদমেজাজী লোকদেরকে কখনও দেন না। এমনকি আল্লাহ্ তাঁর ঐ বিশেষ দান– বিশেষ অনুগ্রহ আর অন্য কিছুর বিনিময়েই দেন না। (বুখারী মুসলিম)

"হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বললো, আমাকে কিছু উপদেশ দিন (হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)!) উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উপদেশের ছলে বললেন ঃ রাগ করবে না। একথা কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করে বললেন ঃ রাগান্বিত হবে না"।

ইসলামী আন্দোলনের নেতার প্রধান ভূমিকা ঃ নেতাকে কেন্দ্র করে কর্মী বাহিনী সূর্যের মত চারিদিকে আবর্তিত হয়। নেতা আকর্ষণ শক্তি হারিয়ে ফেললে কর্মীরা হীনবল হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি হতে না পারে তার জন্য নেতাকে সতর্ক থাকতে হবে। সযত্নে পালন করতে হবে তার কর্তব্য।

www.amarboi.org

নেতার করণীয় কাজগুলো হলো ঃ

১। তাযকিয়া কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন ঃ ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি নেতা এবং কর্মীকে মুজাহীদ হিসেবে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হলে নিজের নফ্স বা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। নফসকে নিজের আয়ত্বে আনতে হবে। আল্লাহ্ মুখী করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও কর্মীর থেকে নেতাকেই বেশী অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মহানবী (সাঃ) তাঁর মুজাহীদ বাহিনীকে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুন্দর মানুষে রূপান্তরিত করেছিলেন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ•

"তিনিই সেই সত্তা যিনি নিরক্ষদের মাঝ থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত সমূহ পড়ে শুনাতেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতেন এবং তাদেরকে কিতাব তথা কুরআন ও কলাকৌশল শিক্ষা দিতেন। নিশ্চয় তোমরা ইতিপূর্বে ছিলে ঘোর অন্ধকারে"। (সূরা- জুমুয়া-২)

আল্লাহ্ পাক প্রকৃত কল্যাণের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ قد افلح من زكها

"অবশ্যই সে কল্যাণ বা সফলতা লাভ করবে যে নিজেকে তায্কিয়া বা পরিশুদ্ধ করবে"। (সূরা আ'লা-১৪)

(আরো দেখুন– বাকারা-১২৯ ও ১৫১, ঈমরান-৭৯ ও ১৬৪, সূরা লোকমান-১২ নম্বর আয়াত সমূহ।)

২। উখুয়াত বা ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন ঃ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা পরস্পর দৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবে। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মজবুত না হলে ইসলামী আন্দোলন সফল হওয়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নেতাকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

i) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ "নিশ্চয় মুমিনেরা পরস্পর ভাই ভাই"।

ii) মদীনার আনসার ভাইয়েরা মুহাজির ভাইদের প্রতি এতই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন যে, নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মুহাজির ভাই এর সাথে বিবাহ্ দিয়ে দেন। বাড়ীর এক অংশ বা এক তলা ছেড়ে দেন। আবাদ করার জন্য জমি বা বাগা ছেড়ে দেন জীবিকা নির্বাহের জন্য।

iii) এয়ারমুকের যুদ্ধে আত্মত্যাগ ঃ পিপাসার্ত আহত মুজাহীদরা পানির পিপাসা নিবারনের জন্য অন্যকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে সবাই জীবন দান করেন।

iv) ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কারণে সাহাবীরা পরস্পর হাদিয়া বিনিময় করতেন।

www.amarboi.org

v) উখুয়াত বা ভ্রাতৃত্ব সাংগঠনিক শক্তির নির্যাস।

vi) উখুয়াত সৃষ্টি হবে অন্তরে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে।

vii) মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি প্রাচীরের ইটের মত। এতে একটি অপরটির কারণে শক্তি লাভ করে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ·

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকেই বেশী মহব্বত করেন, যারা সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দলবদ্ধ ভাবে তাঁর পথে লড়াই করে"। (সূরা-সফ্-৪)

viii) উখুয়াত বা ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির জন্য নেতার অন্তরের উষ্ণতা থাকতে হবে।

৩। **অনাড়ম্বর জীবন যাপন ঃ** ইসলামী আন্দোলনের একজন নেতার জীবন যাপন হবে অত্যন্ত সাধারণ এবং অনাড়ম্বরপূর্ণ। এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

إِنَّ الْبَجَاجَةَ مِنَ الْإِيمَانِ

"নিশ্চয় অনাড়ম্বর জীবন-যাপন হলো ঈমানের অঙ্গ"।

i) এ ক্ষেত্রে নেতাকে ত্যাগ ও কুরবানীর উদাহরণ পেশ করতে হবে। এ ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)-ই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। যেমন ঃ তিনি অল্পে তুষ্ট থাকতেন। অতিরিক্ত কোন কাপড় ছিলনা। কখনো দুবেলা পেট পুরে খেতেন না। উপহার বা হাদীয়া পেলে তা বিলিয়ে দিতেন।

ii) নিজে না খেয়ে কর্মীকে আগে খাওয়ানো বা নিজের খাবার থেকে খাওয়ানো।

iii) অহঙ্কার থেকে দূরে থাকতে হবে।

iv) উদার মনের অধিকারী হতে হবে।

৪। **ইনসাফপূর্ণ আচরণ ঃ** সংগঠনে বিভিন্ন বংশ, গোত্র, রং ও বর্ণের লোক থাকতে পারে। নেতার কর্তব্য হবে সকলকেই এক চোখে দেখা এবং সকলকেই একই ভাবে ভালবাসা। কেননা সকলেরই উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দেন ঃ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ইনসাফ এবং সহানুভূতি প্রদর্শনের নির্দেশ দেন"।
(সূরা নহল–৯০)

ইনসাফের দাবী ঃ

i) সকলকেই সমান চোখে দেখা।

ii) সকলের প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়া।

iii) সকলের সাথে সম্পর্ক সমান এবং স্বাভাবিক রাখা।

www.amarboi.org

iv) সকলকে একই ভাবে ভালবাসা।

v) সকলের আপন জনে পরিণত হওয়া।

vi) যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেয়া এবং কাজ আদায় করে নেওয়া।

৫। বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য অবলম্বন ঃ

i) মুমিনদের চলার পথ ফুল বিছান নয়। মুমিনদের প্রকৃত ঈমান নিয়ে চলতে হলে দুনিয়ার পদে পদে বাধা সৃষ্টি হবে। এই বাধাকে উপেক্ষা করে ধৈর্যের সাথে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে অগ্রসর হতে হবে। এক্ষেত্রে নেতাকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ঈমানের দাবীতে যারা টিকে থাকতে চায় তাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ• وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ•

"মানুষেরা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি একথা বললেই ছেড়ে দেওয়া হবে। অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না ? অবশ্যই আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছি। আর আল্লাহ্ এই (ঈমানের) দাবীতে কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী তা পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে নিতে চান"।

(সূরা আনকাবুত–৩)

ii) জান্নাত পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। জান্নাত পেতে হলে তাকে অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এই পরীক্ষায় ধৈর্যের সাথে উত্তীর্ণ হতে হবে। এ ব্যাপারে নেতাকেই আগ্রহী হতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاۤءُ وَالضَّرَّاۤءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ•

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে চলে যাবে ? অথচ এখনও তোমাদের উপর তোমাদের পূর্বের লোকদের মতো বিপদ-আপদ আসেনি। তাদের উপর এসেছিল বহু বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট। তাদেরকে

অত্যাচার-নির্যাতনে এমন ভাবে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন রাসূল এবং তাঁর সংগী-সাথীরা আর্ত চিৎকার করে বলে উঠেছিল. কখন আল্লাহ্র সাহায্য আসবে ? তখন তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্র সাহায্য অতি নিকটে"। (সূরা বাকারা-২১৪)

www.amarboi.org

iii) ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের চলার পথে আসে বাধা, সমালোচনা, বিদ্রুপ, প্রলোভন এবং শেষ পর্যন্ত দৈহিক নির্যাতন। সবকিছুই ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। এক্ষেত্রে নেতাকেই মডেল হতে হবে।

iv) নেতাকে একথা বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌র অনুমোদন ছাড়া কোন বিপদ আসে না। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَا بِمُصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ "আল্লাহর্ অনুমতি ছাড়া কোন মুসিবত আসেনা"।

v) বিপদের সময় নেতাকে অবশ্যই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে বিভ্রান্ত থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।

vi) স্বল্প সংখ্যক হলেও আল্লাহ্ তাআলা ধৈর্যশীল মুজাহীদদের বিজয়ী করেন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ط اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ • اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ •

"হে নবী, আপনি মুমিনদেরকে উৎসাহিত করুন জিহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন ধৈর্যশীল ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শো জনের মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে এক' শো লোক, তবে জয়ী হবে এক হাজার কাফেরের উপর। তার কারণ, ওরা হলো জ্ঞানহীন। এখন আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর থেকে বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে কিছুটা (ঈমানের) দূর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি ধৈর্যশীল একশো' লোক মওজুদ থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শোর উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু'হাজারের উপর। কেননা, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন"। (সূরা আনফাল–৬৫-৬৬)

৬। আল্লাহ্ তাআলার সন্তোষ অর্জনকেই সকল তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু বানাতে হবে ঃ মুমিনদের প্রতিটি আ'মল বা কাজের তৎপরতার পেছনে উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আর এক্ষেত্রে নেতাকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

মুমিনদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ •–

www.amarboi.org

"নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার (সন্তুষ্টির) জন্য"।

৭। ইসলামী সংগঠনে কোন পদলোভীর স্থান নেই ঃ

i) ইলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব কোন পদ নয় বরং এটা একটা মস্তবড় দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ব সম্পর্কে দুনিয়ায় যেমন জবাবদিহি করতে হবে, তেমনি আখেরাতেও চূড়ান্ত জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে"। (বুখারী মুসলিম)

ii) যার মধ্যে পদের লোভ আছে সে ইসলামী আন্দোলনের নেতার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এই সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন পদ প্রার্থনা করবে বা পদের লোভ প্রকাশ করবে, আমি তাকে কোন পদে কিছুতেই নিয়োগ দেব না"।

iii) পদলোভী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সাহায্য করেন না। হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ "যে নিজে পদ বা দায়িত্ব চেয়ে নেয়, তাকে আমি (তার দায়িত্ব পালনে) সহযোগীতা করিনা। আর যাকে দায়িত্ব দেয়া হয়, আমি তাকে (তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে) সহযোগীতা করে থাকি"।

সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের নেতার বড় বৈশিষ্টই হওয়া উচিত পদের প্রতি কোন মোহ্ বা লোভ না থাকা। আর যদি দায়িত্ব এসেই যাই তাহলে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে সেই অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালনের চেষ্টা করা এবং আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করা।

www.amarboi.org

ইসলামী আন্দোলনঃ কর্মীদের গুনাবলী

কর্মী কাকে বলে ঃ নিজের পরিবার ও দায়িত্বের বাইরে সমাজের কোন খেদমতের কাজকারীকে কর্মী বলে।

কর্মী দুই ধরনের ঃ

i) আদর্শিক কর্মী ঃ যারা কোন আদর্শকে লালন করে তাদেরকে আদর্শিক কর্মী বলে।

ii) ইসলামী কর্মী ঃ যারা ইসলামের খেদমতের কাজে নিয়োজিত থাকে তাদেরকে ইসলামী কর্মী বলে।

ইসলামী আন্দোলনের সংজ্ঞা ঃ প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার মূলৎপাটন করে সেখানে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সু-শৃঙ্খল কর্মী বাহিনী, সঠিক কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালান হয় তাকে ইসলামী আন্দোলন বলা হয়।

ইসলামী কর্মী ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর মধ্যে পার্থক্য ঃ

i) ইসলামী কর্মী– খেদমতে দ্বীন এর কাজ করে।

ii) ইসলামী আন্দোলনের কর্মী- ইকামাতে দ্বীন (দ্বীন প্রতিষ্ঠা) এর কাজ করে। আল্লাহ্ পাক ইকামাতে দ্বীনের কথাই বলেছেন ঃ

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ

"তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো এবং উহার মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করো না।"

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের গুনাবলী ঃ আল কুরআনে মুমিন ও মুসলিমদের গুনাবলী বলে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের গুনাবলীই বর্ণনা করা হয়েছে।

কর্মীদের গুনাবলী ঃ

১। **ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান**– ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রথম যে গুণটি থাকতে হবে তা হলো ইসলামের পরিপূর্ণ জ্ঞান।

ক) ইসলামী আকীদা–বিশ্বাসকে জাহেলী চিন্তা-কল্পনা ও ইসলামী কর্মপদ্ধতিকে জাহেলী কর্মপদ্ধতি থেকে পৃথক করে জানা। জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইসলামের বিধি-বিধান তথা আদেশ-নিষেধকে জানা।

খ) বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধান সম্পর্কে অবগত হওয়া।

গ) বিভিন্ন বিষয়ের সন্দেহ সংশয় জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে দূর করা।

ঘ) প্রচলিত ব্যবস্থাকে ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করা।

জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) এর বাণী ঃ-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

www.amarboi.org

"প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞানার্জন করা ফরজ"। (ইবনে মাযাহ)
মহানবী (সাঃ) আরও বলেন ঃ

مَنْ يُّرِدِاللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

"আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দ্বীনের গভীর জ্ঞান-বুঝ দান করেন"। (বুখারী-মুসলিম) আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) আরও বলেন ঃ

اُطْلُبُوْا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللَّهْدِ

"তোমরা জ্ঞানার্জন করো দোলনা (শিশুকাল) থেকে কবর (মৃত্যু) পর্যন্ত"।
মহান আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞানার্জনকারীদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُ

"নিশ্চয় আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাকে ভয় করে থাকে"। (ফাতির-২৮)
মহান আল্লাহ্ জ্ঞানী এবং মুর্খদের পার্থক্য তুলে ধরে বলেন ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِىْ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ط

"বলো তো দেখি, শিক্ষিত লোকেরা এবং অশিক্ষিত লোকেরা কি কখনো সমান হতে পারে" ? (সূরা জুমার-৯)

২। **খাঁটি ঈমান ও অবিচল বিশ্বাস ঃ** ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দ্বিতীয় যে গুনটি থাকতে হবে তা হলো– খাঁটি ও নির্ভেজাল ঈমান ও অবিচল বিশ্বাস। মহান আল্লাহ্ সূরা বাকারার প্রথমেই বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ• وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ•

"যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর যারা বিশ্বাস করে আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতে যারা অবিচল বিশ্বাস রাখে"। (সূরা বাকারা-২-৪)

ক) ঈমানে মুযমাল এবং ঈমানে মুফাসসলে বর্ণিত সাতটি বিষয়ের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস।
খ) দ্বীনের প্রতি অবিচল ঈমান, সত্যতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে নিঃশংসয়তা অর্জন। মহান আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَام

"নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন (জীবন বিধান) হলো ইসলাম"।

www.amarboi.org

গ) আল কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র গুনাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারের উপর ঈমান।

ঘ) আখেরাতের প্রতি অবিচল বিশ্বাস। আখেরাতের চিত্র মনে স্থাপন করা।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ •

"এবং তারা আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে"।

ঙ) মুহাম্মদ (সাঃ) প্রদর্শিত পথই একমাত্র সত্য ও সঠিক পথ। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ• عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের একজন এবং সত্য ও সঠিক পথে আছেন"।

(সূরা ইয়াসীন-৩-৪)

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ

"বল, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভাল বাসতে চাও তাহলে আমার আনুগত্য করো"।

চ) ইসলামী আন্দোলনের প্রতি অবিচল আস্থা।

ছ) সংগঠনের প্রতি এবং সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী এবং নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস।

৩। **ঈমান ও আমলে অর্থাৎ বিশ্বাস ও কাজের মধ্যে সাদৃশ্য ঃ** ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে তৃতীয় যে গুনটি থাকতে হবে তা হলো বিশ্বাস তথা কথা ও কাজের মধ্যে সামনজস্য।

ক) আমল বা কাজ কথা অনুযায়ী হতে হবে।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ• كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ•

"হে মুমিনগণ, তোমরা সেকথা কেন বল, যা তোমরা করোনা। তোমরা যা করোনা, তা বলা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অপছন্দনীয়"। (সূরা স্‌ফ-২-৩)

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ • وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ•

"মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ জানেন যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আল্লাহ্ স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী"। (অর্থাৎ এটা তাদের মুখের কথা, মনের

www.amarboi.org

কথা নয়।) (সূরা মুনাফিকুন–১)

খ) যে জিনিসকে হক বা সত্য বলে মনে করবে তার অনুসরণ পরিপূর্ণ ভাবে করবে। আর যাকে বাতিল বা অসত্য মনে করবে তা থেকে দূরে সরে থাকবে।

গ) কোন প্রকার চাপ বা প্রভাব ছাড়াই সৎ কাজের আনুগত্য করবে।

ঘ) অস্বাভাবিক বিকৃতি ও প্রতিকূলতার মোকাবিলায় সংগ্রাম করে সত্য পথে অবিচল থাকতে হবে।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝

"অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়-ভীতি, দারিদ্রতা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদেরকে। (যারা এসব বিপদ-আপদেও সত্যের উপর টিকে থাকে")।

(সূরা বাকারা-১৫৫)

যার মধ্যে এসব গুন নাই সে ইসলামী আন্দোলনের সাহায্যকারী হতে পারে, কিন্তু কর্মী হতে পারে না।

ঙ) যে কোন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন।

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝

"মানুষেরা কি মনে করে নিয়েছে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" একথা বললেই ছাড়া পেয়ে যাবে এবং কোন পরীক্ষা করা হবে না ? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। আর আল্লাহ্ অবশ্যই (পরীক্ষা করে) জেনে নেবেন ঈমানের দাবীতে কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী"। (সূরা আনকাবুত–২-৩)

৪। দ্বীন প্রতিষ্ঠাই হবে নিজের জীবনের লক্ষ্য ঃ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের চতুর্থ যে গুনটি থাকতে হবে, তা হলো জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হবে আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা।

ক) দ্বীন প্রতিষ্ঠা মনের আকাংখা নয় বরং জীবনের উদ্দেশ্য বানাতে হবে।

মহান আল্লাহ্ বলেন– وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۝

"তোমরা তাদের (খোদাদ্রোহীদের) সাথে লড়াই করো যে পর্যন্ত না ফেৎনা দূর হয় এবং আল্লাহ্র দ্বীন পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়"। (সূরা বাকারা–১৯৩)

খ) নিজের সময়, শ্রম, জান-মাল আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

www.amarboi.org

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ • تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ •

"হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসার কথা বলবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদানকারী আযাব থেকে মুক্তি দেবে ? তা হলো এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের জান-মাল দিয়ে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ"। (সূরা সফ্-১০-১১)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা লড়াই করে আল্লাহ্র পথে, অতঃপর তারা (দুষমনদের) মারে এবং নিজেরাও মরে (শহীদ হয়ে যায়।) (সূরা তাওবাহ্-১১১)

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ •

"যারা মুমিন তারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে। আর যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তান (তাগুতি শক্তি) এর পক্ষে"। (সূরা নিসা-৭৬)

গ) জীবনের অন্যান্য সকল কাজ হবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ • –

"নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু সব কিছুই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলার জন্য। (সূরা আনয়াম-১৬২)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ •

"যে ব্যক্তি কাউকে ভালবাসলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং কাউকে মন্দবাসলো তাও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। কাউকে দান করলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং দান করা

www.amarboi.org

বন্ধ করে দিল তাও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সে যেন তার ঈমানকে পূর্ণ করলো (বুখারী)

ঘ) দুনিয়ার চাইতে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ٠

"হে মুমিনগণ, তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহ্‌র পথে (যুদ্ধের জন্য) বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন তোমরা মাটিকে জড়িয়ে ধরো। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্টি হয়ে গেলে ? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন অতি নগন্য"। (সূরা তাওবা-৩৮)

ঙ) প্রয়োজনে হিজরাত করা। হিজরাত দু'ধরনের ঃ

i) আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ জিনিসগুলো পরিত্যাগ করা। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ

"সেই মুহাজির যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ জিনিসগুলো পরিত্যাগ করে"। (বোখারী)

ii) আল্লাহ্‌র দ্বীন পালনের জন্য প্রয়োজনে দেশ ত্যাগ করা। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেছিলেন।

চ) ইকামাতে দ্বীনের প্রয়োজনে দুনিয়ার সব কিছুকে কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٠

(হে নবী) "বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সব কিছুই বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহ্ তাআলার জন্য"। (আনয়াম–১৬২)

৫। হিকমাহ্ বা প্রজ্ঞাবান– কলাকৌশলী হতে হবে ঃ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পঞ্চম গুন হবে প্রজ্ঞাবান ও কর্মকৌশলী। যেমন–

ক) নবী রাসূলদের বিশেষ গুন।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ٠

www.amarboi.org

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং শিক্ষা দেন কেতাব ও কলাকৌশল। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর অন্ধকারে"। (সূরা যুমুয়া–২)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ

"আমি লোকমানকে হেকমাত তথা প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে যে, তিনি আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হবেন"। (সূরা লোকমান-১২)

খ) হিক্মাহ্সহ নবীদেরকে প্রেরণ।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ؕ

"তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে জীবন বিধান (আলকুরআন) ও সত্যদ্বীন (ইসলাম)সহ পাঠিয়েছেন, যাতে একে অন্যসব মতবাদের উপর বিজয়ী করেন। আর স্বাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট"। (সূরা ফাতাহ্-২৮)

গ) হিকমাতের সাথে দাওয়াত দান ।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ

"তুমি মানুষকে তোমার রবের দিকে ডাকো হিকমাত তথা বুদ্ধিমত্তা ও উত্তম কথা দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো উত্তম ভাবে"। (সূরা নহল-১২৫)

সুতরাং উপরোক্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের যা করা দরকার ঃ

i) অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
ii) ফলাফলের আগে চিন্তা করা।
iii) বিপদ সংকেত বুঝে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
iv) গভীর দৃষ্টি, চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি, বিবেচনাশক্তি থাকা।
v) মানবিক মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করে সে অনুযায়ী মানুষের সাথে ব্যবহার করা।
vi) এক পথ বন্ধ হলে (হতাশাগ্রস্ত না হয়ে) আর দশটি পথ তালাশ করা।
vii) বিরোধীদের প্ররোচনায় অস্থিরচিত্ত না হওয়া।
viii) দ্বীনের ব্যাপারে সুক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান, বিধিনিষেধের সাথে সেগুলোর কারণ, যৌক্তিকতা ও ফলাফল সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়া।

www.amarboi.org

ix) সবাইকে এক লাঠিতে না হাঁকানো। সবাইকে এক পেটেন্টডের ঔষধ না খাওয়ানো। অর্থাৎ যার যা রোগ আছে তা বুঝে চিকিৎসা করা।

৬। **ধৈর্য বা সবর ঃ** ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আর একটি বড় গুনের অধিকারী হতে হবে তা হলো ধৈর্য বা সবর। যেমন ঃ

ক) যে কোন বিষয়ে তাড়াহুড়া না করা। অস্থির না হওয়া। বিলম্ব দেখে হিম্মত না হারানো।

খ) তিক্ত স্বভাব, দুর্বল মত এবং সংকল্পহীন না হওয়া।

গ) বাধা বিপত্তির বীরোচিত মোকাবিলা করা এবং লক্ষ্য অর্জনের পথে শান্ত চিত্তে দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করা।

ঘ) দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত ও রাগান্বিত না হওয়া।

ঙ) সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবিলায় সঠিক পথে অটল-অবিচল থাকা।

চ) সহকর্মীদের তীক্তবানে অধৈর্য না হওয়া।

ধৈর্য অবলম্বন সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِا لصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ٠

"হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন"। (সূরা বাকারা-১৫৩)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوااللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٠

"হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং বাতিল পন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও, হকের খেদমত করার জন্যে উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায়, তোমরাই সফলকাম হবে (সূরা ঈমরান-২০০)

আন্দোলনে টিকে থাকার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য কামনা–

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ٠

"হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ় কদমে টিকে থাকার তাওফীক দাও। আর আমাদের সাহায্য করো কাফের জাতির বিরুদ্ধে"। (সূরা বাকারা-২৫০)

৭। **তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা ঃ** ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সপ্তম যে গুণটি

www.amarboi.org

থাকা দরকার তা হলো আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা। আল্লাহ্‌কে উকিল বা অভিভাবক বানানো।

উকিল ঃ উকিল তিনিই হতে পারেন যার উপর নির্ভর করা যায়– ভরসা রাখা যায়।

ক) নিজের তদ্বির ও এন্তেজামের উপর ভরসা নয় বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা।

খ) যে কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা রাখা।

গ) সর্বাবস্থায় আন্দোলনের উপর টিকে থাকার সংকল্প গ্রহণ করা।

ঘ) ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের জন্য বস্তুশক্তি, প্রযুক্তিশক্তি ও জনশক্তির উপর ভরসা না করে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

"সঙ্গী-সাথীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। অতঃপর যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্‌র তাআলার উপর ভরসা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা ভরসাকারীদের ভালবাসেন"। (সূরা ঈমরান-১৫৯)

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে তখন তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে তাঁর কালাম পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের রবের উপর ভরসা রাখে"।

(সূরা আনফাল-২)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

"আপনি বলুনঃ আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাছাড়া আমাদের কাছে আর কিছুই পৌঁছবে না। তিনি আমাদের অভিভাবক, আল্লাহ্‌র উপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত"। (সূরা তাওবাহ-৫১)

৮। **শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ঃ** একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর অষ্টম যে গুনটি থাকা দরকার তা হলো সকল ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যেমন–

www.amarboi.org

ক) যতটুকু উন্নতি হয়েছে এর Credit নিজের নয় একমাত্র আল্লাহ্‌র মনে করতে হবে।

খ) সফলতার জন্য ফুলে না যাওয়া, অতি উৎসাহী না হওয়া, গর্ববোধ না করা। বরং সফলতার মাঝে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ • وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا • فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ • إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا •

"যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং বিজয় আসবে। তখন (হে রাসূল) দেখবে লোকেরা দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীন তথা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করছে। সুতরাং তোমার রবের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং ক্ষমা ভিক্ষা করো। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল"। (সূরা-নছর)

শোকর আদায়ের তাগাদা দিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ •

"তোমরা আমার স্মরণ করো, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আর আমারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো অকৃতজ্ঞ হয়ে যেও না"। (সূরা বাকারা-১৫২)

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতিফল সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ •

"তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে আমি আরও নিয়ামত বৃদ্ধি করে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে জেনে রাখ যে, আমার শাস্তি বড়ই কঠিন"।
(সূরা ইব্রাহীম-৭)

তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কম লোকই করে থাকে– মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ •

"কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা খুবই নগণ্য"। (সূরা সাবা-১৩)

৯। **বাইয়াতঃ** بَيْعٌ শব্দের অর্থ-বিক্রয়। ইসলামী আন্দোলনের কাছে পূর্ণ আত্মসমার্পণ।

ক) জান্নাত লাভের শর্তে নিজের জান-মাল সংগঠনের হাতে তুলে দেয়া।

খ) জান-মাল খরচের জন্য আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা।

গ) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই শর্তে অটল থাকা।

ঘ) শয়তানের ধোকায়, নফসের তাড়নায়, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের চাপে

www.amarboi.org

ইসলামের দাবী পূরণে যে বাধা আসে তাতে সংগঠন ঢাল হিসাবে কাজ করে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ-

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের (ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের) জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা লড়াই করে আল্লাহ্‌র পথে, অতঃপর (বিরোধীদের) মারে এবং নিজেরাও মরে (শহীদ হয়ে যায়)। এই সত্য ওয়াদা তিনি ইতিপূর্বে তাওরাত ও ইঞ্জিলে করেছিলেন এবং এই কুরআনেও করেছেন। আল্লাহ্‌র চেয়ে তোমাদের মধ্যে কে বেশী ওয়াদা রক্ষা করতে পারে ? সুতরাং তোমরা তোমাদের সেই ব্যবসার জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাও যা তোমরা তার সাথে করেছ। আর এটাই হলো উত্তম প্রতিদান"। (সূরা তাওবা-১১১)

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় বাইয়াত গ্রহণ কারীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ.

"নিশ্চয়ই যারা (হে নবী) তোমার সাথে বাইয়াত করছে তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌রই কাছে বাইয়াত করছে"।

অভিব্যক্তি ঃ

ক) প্রতিটি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সংগঠনের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করা জরুরী, অবশ্যই করণীয়।

খ) নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ করা।

গ) সংগঠনের যে কোন সিদ্ধান্তের পূর্ণ আনুগত্য করা।

আরও কতিপয় গুনাবলী ঃ

১। **দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী ঃ** একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর দৃঢ় সংকল্প ও মজবুত সিদ্ধান্তের অধিকারী হতে হবে। আর সব সময়ের জন্য ইসলামী আন্দোলনের কাজে লেগে থাকতে হবে।

২। **সাহসী ও শক্ত মনোবলের অধিকারী ঃ** ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা হবে অত্যন্ত সাহসী এবং শক্ত দেলের অধিকারী। যাতে অল্পতেই ভোড়কে না যায়।

www.amarboi.org

৩। **নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাবান ঃ** ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা হবে নিজের স্বার্থের উর্ধ্বে এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক। কেননা যারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদের দ্বারা কোন আদর্শ কায়েম হতে পারে না।

৪। **জনদরদী হতে হবে ঃ** ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা হবে জনগণের দরদী এবং কল্যাণকামী। কেননা, মানুষের কল্যাণ কামনার দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থকে ত্যাগ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

সর্বপরি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা হবে সৎ, যোগ্য ও চরিত্রবান। কেননা যখনই একদল সৎ ও যোগ্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মী তৈরী হবে তখনই আল্লাহ্ তাআলা তাদের হাতে দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তুলে দেবেন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

"আল্লাহ্ ওয়াদাবদ্ধ যে, তোমাদের মধ্যে যারা মুমিন এবং সৎ ও যোগ্য তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন। যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও রাষ্ট্রের খেলাফত দান করেছিলেন। (সূরা নূর-৫৫)

www.amarboi.org

ইসলামী আন্দোলনের কর্মী গঠনে নামায

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের صِبْغَةَ اللّٰهِ তথা আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গিন হতে হবে। আর صِبْغَةَ اللّٰهِ বা আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গীন হওয়ার মাধ্যমই হলো নামায। যেমন- রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ নামাযের মাধ্যমে নিজেকে صِبْغَةَ اللّٰهِ - বানিয়েছিলেন।

নামাযের অর্থ ঃ নামায ফারসী শব্দ। আরবীতে নামাযকে সালাত বলা হয়।

সালাত শব্দের অর্থ ঃ সালাত শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যেমন- i) দোআ, ii) তাস্‌বীহ, iii) রহমত ইত্যাদি।

i) দোআ এই অর্থে- যেহেতু নামাযের ভিতর অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়তে হয়। আর ফাতিহার অপর নাম দোআ। এই জন্য গোটা নামাযকেই দোআ অর্থাৎ সালাত বলা হয়।

ii) তাসবীহ্ এই অর্থে- যেহেতু নামাযের ভিতর "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম," "সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আ'লা" ইত্যাদি তাসবীহ্‌র মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়। এই জন্য নামাযকে তাস্‌বীহ অর্থাৎ সালাত বলা হয়।

iii) রহমাত এই অর্থে- যেহেতু নামাযের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার রহমত লাভের যোগ্য হয়, এই জন্য নামাযকে রহমাত অর্থাৎ সালাত বলা হয়।

সালাতের আরেক অর্থ হলো "আগুনের তাপে সেঁক দিয়ে লাঠি সোজা করা।" যেমন- আরবীতে বলা হয়--صَلَّى الْعَصَا عَلَى النَّارِ "সে আগুনের উপর সেঁক দিয়ে লাঠি সোজা করলো।" যেহেতু নামায বান্দার বাঁকা স্বভাব-প্রকৃতিকে সোজা করে দেয় এবং তার চরিত্রের কূ-প্রবৃত্তি ও অসৎ প্রবণতা দূর করে সরল সোজা পথে তাকে পরিচালিত করে, এই জন্যও একে সালাত বলা হয়। যেমন আল কুরআনের বাণী-

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

"নিশ্চয়ই নামায সকল প্রকার অশ্লীলতা এবং অপকর্ম থেকে বাধা সৃষ্টি করে।" (সূরা আন কাবুত-৪৫)

পটভূমি ঃ হিজরাতের এক বছর পূর্বে মতান্তরে ১৬/১৭ মাস পূর্বে মি'রাজের রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হয়। এর পূর্বে নবী (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা ফজর এবং আসরের সময় নামায আদায় করতেন।

নামায ফরজ হওয়ার সময়ের প্রেক্ষাপট ঃ নামায ফরজ হওয়ার পেছনে

www.amarboi.org

কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন–

i) নামায যখন ফরজ হয় তখন মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী সাহাবাদের উপর কঠিন অগ্নি পরীক্ষা চলছিল। কাফেরদের নির্যাতনের মাত্রা এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, রাসূল (সাঃ) বাধ্য হয়ে একদল সাহাবাকে আবিসিনিয়ায় হিজরাত করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাআলাও এমতাবস্থায় নবীকে মে'রাজে ডেকে নিয়ে নামায ফরজ এর ঘোষণা দিলেন। কেননা মুমিনদেরকে নামায ধৈর্য এবং প্রশান্তি দান করে।

ii) নামায যখন আনুষ্ঠানিক ভাবে ফরজ হয় তার কিছুকাল পূর্বে বিপদের মুহূর্তে আশ্রয়দাতা চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন। অপর পক্ষে প্রিয় নবী (সাঃ) এর একমাত্র জীবন সঙ্গীনি নবুয়তের দায়িত্ব পালনে সাহায্য কারিনী, উপদেষ্টা এবং বিপদের মুহূর্তে আশ্রয়দাত্রী বিবি খাদিজারও ইন্তেকাল হয়। এই জন্য এই বছরকে রাসূলের জীবনের "শোকের বছর" বলে উল্লেখ করা হয়। উভয়ের মৃত্যুতে আল্লাহ্র নবী (সাঃ) অত্যন্ত ব্যথিত, পিড়িত এবং শোকাহত হয়েছিলেন। আর এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা নামায ফরজ করলেন। কেননা নামায মানুষের মনে প্রশান্তি দান করে।

iii) নামায ফরজ হওয়ার আরও একটি প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল যে, সামনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এক বড় আমানত রাসূলের উপর অর্পিত হতে যাচ্ছে, যাতে তিনি এবং তাঁর সাহাবারা আমানতের এই মহান দায়িত্ব সঠিক ভাবে আনজাম দিতে পারেন। কেননা নামায মানুষকে অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে দূরে রেখে আমানতদার দায়িত্বশীল বানায়। উপরোক্ত তিনটি সময়ের দাবীতে নামায ফরজ হয়।

আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ঃ মে'রাজের রাতে আল্লাহ্ পাক উম্মতে মুহাম্মদীর উপর প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছিলেন। কিন্তু হযরত মুসা (আঃ) এর পরামর্শে রাসূল (সাঃ) বার বার আল্লাহ্র দরবারে আপীল করার কারণে পর্যায়ক্রমে কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্তে নিয়ে এসেছে। আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, বান্দা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে যে সওয়াব বা নেকী লাভ করতো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে সেই সমপরিমাণ নেকী লাভ করবে। অর্থাৎ নামাযের ওয়াক্ত কমানো হয়েছে কিন্তু নেকী বা প্রতিদান কমানো হয়নি।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নাম ঃ আল কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নাম উল্লেখ করা হয়নি। শুধু সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হাদীসে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নামাযের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

লক্ষ্য ঃ অল্প সময়ে ক্ষুদ্র পরিসরে রাসূল (সাঃ) এর অনুকরণে আল্লাহ্ তাআলার বিধান সমূহ মেনে চলার প্রশিক্ষণ দান করা, যেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল কাজে রাসূল (সাঃ) এর অনুসৃত পন্থায় আল্লাহ তাআলার হুকুম মেনে চলার অভ্যাস গড়ে

www.amarboi.org

উঠে। যেমন– মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ • اِهْدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ •

"(হে আমাদের রব,) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই। আর তুমি আমাদেরক সরল সঠিক পথ দেখাও"। (ফাতিহা)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

"তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করো।" (বাকারা)

উদ্দেশ্য ঃ নামাযের উদ্দেশ্যই হলো একমাত্র আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ একমাত্র রাব্বুল আলামীনের(সন্তুষ্টির) জন্যে।" সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হবে প্রতিটি কাজে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

নামাযের পূর্ব শর্ত ঃ

i) পবিত্রতা অর্জন করা। নাযাসাতে গালিজা থেকে গোসল করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা।

ii) অজু করা। এই পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মী সদা-সর্বদা দেহ এবং মনকে পবিত্র রাখে।

ওয়াক্ত বা সময় মত নামায আদায় ঃ আল্লাহ্ তাআলা নামাযকে হেফাজত বা সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা নামাযকে সঠিক ভাবে হেফাজত করবে। এই জন্য তারা ওয়াক্ত বা সময় মত নামায আদায় করবে। কেননা ওয়াক্ত বা সময় মত নামায আদায় করা হলো নামায সংরক্ষণের একটি মাধ্যম। ওয়াক্ত মত নামায আদায়ের গুরুত্ব ও তাগাদা দিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) كَيْفَ اَنْتَ اِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ اُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اَوْ يُؤَخِّرُوْنَهَا عَنْ وَقْتِهَا قُلْتُ فَمَا تَاْمُرُنِىْ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَاِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ-

"হযরত আবুযার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ হে আবুযার, কি অবস্থা হবে তোমার! যখন তোমার উপর এরূপ শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে যারা নামাযের ওয়াক্তের ব্যাপারে অমনোযোগী হবে অথবা তার সময় থেকে

www.amarboi.org

তাকে পিছিয়ে দেবে ? আমি বললাম, আপনি আমাকে (এ ব্যাপারে) কি আদেশ দেন হে রাসূল (সাঃ) ? তিনি বললেন ঃ ওয়াক্ত হলেই একাকী নামায আদায় করে নিবে। অতঃপর যখন জামায়াত হবে তখন জামায়াতে নামায আদায় করবে। আর এটা হবে তোমার নফল"। অন্য হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْوَقْتُ الْاٰخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ-

"হযরত আবুদল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ ওয়াক্তের প্রথমে নামায আদায়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এবং ওয়াক্তের শেষে নামায আদায় করলে আল্লাহ্র ক্ষমা পাওয়া যায়"। (অর্থাৎ দেরীতে নামায পড়লে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না। তবে নামায না পড়লে যে গোনাহ্ হতো তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।)

অমনোযোগী নামাযীদের ব্যাপারে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝

"ঐ সমস্ত নামাযীদের জন্য ধ্বংস যারা নামাযের ব্যাপারে উদাসীন"। (সূরা মাউন)

জামায়াতের সাথে নামায আদায় ঃ ফরজ নামায জামায়াতের সাথে আদায়েরই কথা বলা হয়েছে। আর নফল বা সুন্নত নামায বাড়িতে আদায় করা উত্তম। সুতরাং ফরজ নামায জামায়াতের সাথেই আদায় করতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মীর নামায আদায় হবে জামায়াতের সাথে। কেননা জামায়াত ছাড়া নামাযের কল্পনায় করা যায় না। এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত উমরে ফারুক (রাঃ) বলেনঃ

لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِالْجَمَاعَةِ "জামায়াত ছাড়া নামায নাই।"

যারা জামায়াতের সাথে নামায আদায় করে না তাদের নামাযকে মোনাফেকদের নামাযের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

জামায়াতে নামায ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের যা শিক্ষা দেয় ঃ

জামায়াতে নামায ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য অসংখ্য শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। এতে আধ্যাত্মিকতা থেকে শুরু করে সামাজিকতার অনেক শিক্ষাই রয়েছে। যেমন– মহান আল্লাহ সূরা জুময়ায় বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط

"হে মুমিনগণ যখন জুমুয়ার দিন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয় তখন তোমরা- ছুটে যাও নামায আদায়ের জন্য তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে"।

www.amarboi.org

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য নামায যা শিক্ষা দেয়, তা হলো–

১। **সময় নিষ্ঠা ঃ** জামায়াতে নামায একটি নির্দিষ্ট সময় আদায় করা হয়ে থাকে। কারো ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। কোন রাজা বাদশাহ্‌র জন্যও সময় এদিক ওদিক করা যায় না। পূর্ব নির্ধারিত সময়েই ঈমাম সাহেব নামায পড়িয়ে থাকেন। এ থেকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে সময়ের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকে। কোন বৈঠক বা সভা, কিংবা জিহাদে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যত কিছুই বাধা থাকুক না কেন সকল কিছুকে উপেক্ষা করে নির্দিষ্ট সময়েই তাকে হাজির হতে হবে। ইচ্ছামত চললে চলবে না। যেমন ওহুদের যুদ্ধের আহবানে সাড়া দিয়ে নববিবাহিত সাহাবী হযরত হানজালা (রাঃ) বাশর ঘর থেকেই ছুটে গিয়েছিলেন যুদ্ধের ময়দানে। সেখানে গিয়ে তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। ফেরেশতারা তার অসমাপ্ত ফরজ গোসল করার ব্যবস্থা করলেন। হানজালা (রাঃ) তো ফরজ গোসল সেরে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি ফরজ গোসলের চেয়েও যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার মধ্যে সময় নিষ্ঠা কতো তীব্র ছিল তা এ ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায়।

২। **ঐক্য-একতা-শৃঙ্খলা ও সমাজবদ্ধ হওয়াঃ** জামায়াতে নামায ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে নিজেদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি, একতাবদ্ধতা ও শৃঙ্খলাবিধান এবং সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের শিক্ষা দিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

"তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জু তথা দ্বীন ইসলামকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে ধারণ করো। আর দলাদলি করে পৃথক হয়ে যেও না"। তাছাড়া হাদীসেও রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِ سْلَامَ مِنْ عُنُقِهِ–

"যে ব্যক্তি জামায়াত বা ঐক্যবদ্ধ জীবন থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে যেন তার নিজের গলদেশ থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে ফেললো"। (মুসলিম শরীফ)

মহানবী (সাঃ) আরও বলেন ঃ

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً–

"যে ব্যক্তি আনুগত্য পরিহার করলো এবং জামায়াত থেকে পৃথক হয়ে গেল। অতঃপর এই অবস্থায় তার মৃত্যু হলো, তাহলে তার মৃত্যু যেন জাহেলিয়াতের মৃত্যু হলো। (মুসলিম শরীফ)

সুতরাং জামায়াত ছাড়া যেমন নামায কল্পনা করা যায় না তেমনি জামায়াতবদ্ধ জীবন

www.amarboi.org

যাপন ছাড়াও মুসলমানিত্বের কল্পনা করা যায় না।

৩। **এজতেমায়ী জিন্দেগীর বাস্তব শিক্ষা ঃ** জামায়াতে নামাযের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে একে অপরের প্রতি ভালবাসা এবং অগ্রাধিকার শিক্ষা দেয়। যেমন যিনি আগে আসবেন তিনি আগে বসবেন। ঘাড়ের উপর দিয়ে পা টপকে কেউ সামনে যেতে পারবে না।

যেমন– এয়ারমুকের যুদ্ধে আহত পিপাসার্ত মুজাহিদরা একে অপরকে পিপাসা নিবারনের জন্য পানি পানের অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে একে একে সকলেই শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। কি এক মহানুভবতা! কি আত্মত্যাগ! কি তাদের ভালবাসা!

৪। **নিয়মানুবর্তিতা ও দায়িত্ববোধ ঃ** জামায়াতে নামায আদায়ের সময় ঈমাম সাহেবকে তাকবীরে তাহরিমা থেকে শুরু করে সালাম ফিরা পর্যন্ত অসংখ্যবার মুক্তাদীদেরকে নির্দেশের সংকেত দিতে হয়। নামাযের ভিতর বার বার ঈমামের এই সংকেতের অনুশাসন তাদেরকে অনুগত, সক্রীয় ও দায়িত্ব সচেতন রূপে গড়ে তোলে। ঠিক ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকেও জামায়াতে নামাযের এই শিক্ষার মাধ্যমে সংগঠনের নেতা বা দায়িত্বশীলদের বিভিন্ন নির্দেশিকা এবং নির্দেশের আনুগত্য, সক্রীয়তা ও দায়িত্বানুভূতির শিক্ষা দিয়ে থাকে।

৫। **নেতার আনুগত্য ও ডিসিপ্লিন বা শৃঙ্খলা ঃ** জামায়াতে নামায ঈমাম সাহেবের পরিপূর্ণ ভাবে আনুগত্য এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার শিক্ষা দেয়া হয়। যদিও মুক্তাদিদের মধ্যে যত বড়ই মানিগুণী লোক থাক না কেন। জামায়াতে নামাযের এই শিক্ষা থেকেই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে নেতার পূর্ণ আনুগত্য এবং সংগঠনের ডিসিপ্লিন মানার শিক্ষা দিয়ে থাকে। যেমন– রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ–

"যদি কেউ আমীর বা নেতার আনুগত্য করে তা আমারই আনুগত্য করা হলো, আর যদি কেউ আমীর বা নেতাকে অমান্য করে, তবে আমাকেই অমান্য করা হলো।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ "নাক চেপা, ঠোঁট মোটা হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের নেতা বানানো হয় তাহলে তার কথা শুনতে হবে এবং তাকে মানতে হবে।" যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায়–

i) রাসূল (সাঃ) এর জীবনের শেষ কালে তারই মুক্ত দাস যায়েদের সন্তান ওসামার হাতে সেনাপতির পতাকা তুলে দিয়েছিলেন এবং তারই অধীনে হযরত আবুবকর ও ওমরের মত বড় বড় সাহাবারা সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আনুগত্যের নযীর সৃষ্টি করেছিলেন।

ii) হযরত উমরের খোলাফতকালে ইয়ারমুকের যুদ্ধে ২ লাখ ৪০ হাজার রোমান সৈন্যের মোকাবেলায় মাত্র ৩৬ হাজার মুজাহীদ নিয়ে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ

www.amarboi.org

সেনাপতির দায়িত্বে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন, এমন সময় খলীফার পক্ষ থেকে খালিদকে অপসারণ করে আবু ওবায়দার সেনাপতির দায়িত্বের ফরমান জারি হলো। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায়ই খলিফার নির্দেশ মেনে নিয়ে ওবায়দার হাতে নেতৃত্বের পতাকা তুলে দিয়ে একজন সাধারণ সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। এটাই তো হবে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আনুগত্যের নমুনা। ঈমাম পরিবর্তনের কারণে যেমন মুসল্লিরা মসজিদে জামায়াতে নামায পড়া ছেড়ে দিতে পারে না, তেমনি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরাও নেতৃত্বের পরিবর্তনের কারণে আনুগত্যকে ছেড়ে দিতে পারে না।

iii) নাজ্জাসী হাবসী গোলাম হযরত বেলাল (রাঃ) কে আল্লাহ্ তাআলা জাতীয় মুয়াজ্জিন হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। যার আযানের ধ্বনি সপ্ত আসমানে বায়তুল মামুর পর্যন্ত পৌঁছে যেত। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর মহানবী (সাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)কে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন।

৬। **একাগ্রতা ও খুশু বা বিনয়তা ঃ** নামায মুমিনদেরকে একাগ্রতা ও বিনয়তার শিক্ষা দেয়। তাকবীরে তাহ্রীমা বাঁধার পর সালাম ফিরা পর্যন্ত সকল হালাল কাজ হারাম হয়ে যায় নির্দিষ্ট নামাযের কতগুলো কাজ ছাড়া। নামাযী যখনই নামায শুরু করে দেবে তখন দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা-খেয়াল এবং কাজকে পরিহার করে নামাযের মধ্যে সবকিছুকে সীমাবদ্ধ করবে এবং খুশু বা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নামায আদায় করবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ • اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ •

"অবশ্য অবশ্যই মুমিনেরা সফলকাম হয়ে গেছে যারা তাদের নামাযের মধ্যে খুশু বা বিনয়ী।

নামাযের আধ্যাত্মিকতা ঃ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা যখন নামায আদায় করবে তখন আধ্যাত্মিকতার সাথে নামায আদায় করবে। নামাযের মধ্যে তাসাউফ বা খোদা প্রেম সৃষ্টি করবে। হাদীসে জীবরিলে মহানবী (সাঃ)কে জীবরাঈল (আঃ) ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে প্রতিউত্তরে তিনি বললেন ঃ

اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ

"তুমি এমন ভাবে এবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহ্কে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি এটা সম্ভব না হয় তবে মনে করতে হবে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে দেখছেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাকে পরখ করছেন এই মন এই ভয় নিয়ে নামায পড়তে হবে। যদি এটা মনে করা সম্ভব হয় তাহলেই নামাযে খুশু, বিনয়তা, একাগ্রতা এবং আধ্যাত্মিকতা সৃষ্টি হবে। একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর নামায এরূপই হওয়া উচিত।

www.amarboi.org

নামাযে দৃষ্টি ঃ নামাযের মধ্যে দৃষ্টি সিজদার দিকে থাকবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ "নামযের মধ্যে তোমার দৃষ্টি সিজদার দিকে নিবদ্ধ থাকবে।"

এদিক ওদিক তাকানো যাবে না ঃ নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক তাকানো যাবে না। রাসূল (সাঃ) যারা নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক তাকায় তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ

هُوَاخْتِلاَسَ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانَ -

"এদিক ওদিক তাকানো হলো শয়তানের ছো মারা।"

নামাযে হাই তোলা শয়তানের চক্রান্ত ঃ "নামাযের খুশু বা একাগ্রতা নষ্ট করার জন্য শয়তান অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠে। সে নামাযের মধ্যে আলিশ্য সৃষ্টি করে। বার বার হাই তোলার ব্যবস্থা করে। এ থেকে সতর্কতার জন্য রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "নামাযে তোমারা হাই তুলবে না, যদি এসেই যায় তবে হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে চেপে ধরবে। যদি কেউ মুখ হা করে হাই তোলে তবে শয়তান তাদের মুখের ভিতর ঢুকে পড়ে।"

সুতরাং অত্র আলোচনা থেকে এটাই পাওয়া যায়, নামাযই একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে সময়ের প্রতি নিষ্ঠাবান, কর্মচঞ্চল, শৃঙ্খলাবোধ, মমত্ববোধ, অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া, ভালবাসা, নিয়মানুবর্তিতা, আনুগত্যশীল, বিনয়ী এবং আধ্যাত্মিক কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার শিক্ষা দিয়ে থাকে"।

www.amarboi.org

জান ও মালের কোরবানী ঈমানের দাবী

মহান আল্লাহ্ তাআলা মানব জাতিকে দু'টি প্রিয় জিনিস দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। একটি হলো জান বা আপন জীবন আর অপরটি হলো নিজের ধন-সম্পদ। আর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনও তার মুমিন বান্দার কাছ থেকে ঈমানের প্রকৃত দাবী হিসেবে প্রিয় জিনিসটিই চেয়ে থাকেন। তার কারণ হলো, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তাআলা ঈমানের দাবীদারদের তাঁর নিয়ামতে পরিপূর্ণ স্থায়ী আবাস জান্নাত দান করবেন।

মহান আল্লাহ্ সূরা তাওবায় বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের কাছ থেকে জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা লড়াই করে আল্লাহ্র পথে। অতঃপর তারা (কাফেরদের) মারে এবং নিজেরাও মরে (অর্থাৎ শহীদ হয়ে যায়)। (তাওবাহ-১১১)

সূরা সফ্ এ মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ • تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ • يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ •

"মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলবো, যা তোমাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তা হলো এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি (ভালভাবে) ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদেরই ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা তা বোঝ। তাহলে (এর বিনিময়ে) তিনি তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেবেন এবং জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্নাধারা প্রবাহিত এবং বসবাসের জন্য উত্তম ঘর দান করবেন। (তোমাদের জন্য) এটাই মহা সাফল্য। (সূরা সফ্ফ-১০-১২)

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের দাবী পূরণের মাধ্যম হলো আল্লাহ্র পথে জিহাদে শরীক হয়ে নিজের জান, মাল, ধন-সম্পদ খরচ করা।

মালের কোরবানীর কথা আগে বলার কারণ ঃ পবিত্র কুরআনে অধিকাংশ জায়গায় আল্লাহ্ তাআলা তার পথে জিহাদে কোরবানী করার জন্য জানের আগে মালের কথা উল্লেখ করেছেন। এর দু'টি কারণ হতে পারে ঃ

www.amarboi.org

প্রথমত ঃ কোন কাজ করার প্রথমেই মালের প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ মানুষের কাছে জানের চেয়ে মালের মহব্বত বেশী। আর আল্লাহ্ তাআলাও তাঁর বান্দার কাছ থেকে মহব্বতের জিনিসটিই আগে চেয়ে থাকেন।

যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সওয়াব লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের মহব্বতের জিনিস খরচ করবে"।

হাদীসেও উল্লেখ রয়েছে 'যদি কোন মুসলমান আপন বৈধ সম্পদ রক্ষা করতে যেয়ে মারা যায়, তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে"।

তাইতো দেখা যায় মানুষ তার প্রিয় জিনিস ধন-সম্পদ, টাকা-কড়ি রক্ষা করতে যেয়ে নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দেয়।

জীবন সম্পর্কে ইসলামের ধারণা ঃ

i) লক্ষ্যহীন জীবন হবে না ঃ আল্লাহ্ তাআলা যেমন মানুষকে একটি বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপভাবে প্রতিটি মানুষেরও একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা উচিত। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

"তোমরা কি মনে কর যে, আমি তোমাদেরকে খামাখা সৃষ্টি করেছি। আর তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না" ? (মু'মেনুন–১১৫)

ii) হেসে-খেলে জীবন যাবে না ঃ মানুষের এই দুনিয়ার জীবনকে হেসে-খেলে অতিবাহিত করা যাবে না। তাকে আখেরাতের স্থায়ী জীবনের জন্য এখানেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। একেবারে দুনিয়ার মোহে আত্মভোলা হয়ে যাওয়া যাবে না।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

"আর তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ্ও তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। তারাইতো পাপাচারী"। (হাশর–১৯)

iii) খাও-দাও ফুর্তি করো' চলবে না ঃ মানুষের দুনিয়ার এই জীবন ফুর্তি করার জন্য নয়। মানুষের এই জীবন হলো দায়িত্বপূর্ণ জীবন। তার কারণ, দুনিয়া এবং আখেরাতের জীবন সমান নয়। দুনিয়ার জীবন হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতের জীবন হচ্ছে স্থায়ী অনন্তকালের। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

www.amarboi.org

لَا يَسْتَوِىْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۔

"জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসীরা সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী তারাই সফলকাম"। (হাশর–২০)

জানের কোরবানী ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জানের কোরবানী এই জন্যই জরুরী যে, এতে সত্য-মিথ্যার পরীক্ষা করা হয়। জানের কোরবানীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক আল কুরআনের বেশ কয়েকটি জায়গায় উল্লেখ করে বলেন ঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۔

"মানুষ কি হেসাব-নিকাশ করে নিয়েছে যে, তারা ঈমান এনেছি বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? ইতিপূর্বে আমি তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। আর আল্লাহ্ এই পরীক্ষার মাধ্যমে জেনে নিতে চান কে তোমাদের মধ্যে (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী এবং এও জেনে নিতে চান কে তোমাদের মধ্যে ঈমানের মিথ্যা দাবীদার"। (আনকাবুত–২-৩)

সূরা আলে-ঈমরানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ۔

"তোমরা কি হেসাব করে নিয়েছ যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে অথচ আল্লাহ্ এখনও জানেন না তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে (পরীক্ষায়) ধৈর্য্য ধারণ করেছে" ? (আলে ঈমরান–১৪২)

সূরা বাকারায় আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ۔

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে। অথচ এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের আগের লোকদের মত অবস্থা আসে নাই ? দারিদ্রতা ও দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে জর্জরিত করে দিয়েছিল এবং তারা ভীত ও সংকিত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি তৎকালীন রাসূল এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী মুমিনেরাও বলে উঠেছিল, আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে ? হ্যাঁ জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র সাহায্য অতি নিকটে"। (বাকারা-২১৪)

www.amarboi.org

সূরা বাকারার অন্য জায়গায় আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ • وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ • وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ• اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ •

"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য্য এবং নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন। আর আল্লাহ্র পথে যারা মারা গেছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমাদের সেই ধারণা নেই। আর আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতি দিয়ে। আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন। যারা বালা-মুসিবতে পড়লে বলে– "নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্রই জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে"। (বাকারা–১৫৩-১৫৬)

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, ঈমানের দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্যই আল্লাহ্ জানের পরীক্ষা করবেন।

মালের কোরবানী ঃ আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের পরীক্ষা করার জন্য জানের সাথে সাথে মালেরও পরীক্ষা করবেন। কেননা, মালের কোরবানী ছাড়া যেমন জিহাদের কোন কাজই করা যায় না, তেমনি জান্নাতও পাওয়া যায় না। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

جَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

"তোমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করো, তোমাদের মাল এবং তোমাদেরই জান দিয়ে।

আল্লাহ্র পথে উৎকৃষ্ট অংশ থেকে খরচ ঃ

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ •

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি জমিন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করে দেই তার মধ্যে হতে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো এবং নিকৃষ্ট বস্তু হতে ব্যয় করার চিন্তা করো না, অথচ তোমরা তা গ্রহণ করো না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক। আর যেনে রাখ যে আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসিত। (বাকারা–২৬৭)

www.amarboi.org

হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "তোমার ভাই এর জন্য ঐ জিনিস পছন্দ করো যে জিনিস তোমরা নিজের জন্য পছন্দ করে থাক"।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত নেকী লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় জিনিস খরচ করবে"।

খরচ করার ফজিলাত ঃ আল্লাহ্র পথে খরচ করার ফজিলাত সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহানবী (সাঃ) বলেনঃ "যখনই আল্লাহ্র বান্দারা সকাল বেলা বিছানা ত্যাগ করে, তখনই দু'জন ফেরেশতা আসমান থেকে নাযিল হয়। তার মধ্যে একজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ্! তুমি দাতা ব্যক্তিকে প্রতিদান দাও। আর একজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ্! কৃপণ ব্যক্তিকে তুমি লোকসান দাও"। (বুখারী মুসলিম)

হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ "হে আদম সন্তান খরচ করো, তাহলে তোমার জন্যও খরচ করা হবে।"

অন্য হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ "একবার মেঘ থেকে একটি আওয়াজ শোনা গেল– অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ করো, মেঘ খন্ডটি এগিয়ে গিয়ে সেখানে পানি বর্ষন করল। যে লোকের বাগানে পানি বর্ষিত হলো তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো কোন আমলের বিনিময়ে আপনি এমন বরকত লাভ করেন ? উত্তরে লোকটি বললেন, এ বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয় আমি তার তত্ত্বাবধান করি। উৎপাদিত সকল ফসলের এক তৃতীয়াংশ দান করে দেই। আর আমি ও আমার পরিবারের জীবিকার জন্য এক তৃতীয়াংশ নিয়ে থাকি এবং আর এক তৃতীয়াংশ পুনরায় ক্ষেতে লাগিয়ে দেই"।

জিহাদে জড়িত থেকে মাল খরচ করা বেশী নেকী ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٠

"যারা আল্লাহ্র পথে (জিহাদের জন্য) নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করে, তাদের উদাহরণ একটি ধানের বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। আবার প্রত্যেকটি শীষে একশো করে দানা থাকে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ্ অতি প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ। (বাকারা–২৬১)

হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ "কোন ব্যক্তি জিহাদে দৈহিক ভাবে শরীক না হয়ে

www.amarboi.org

আল্লাহ্‌র পথে খরচ করলে সাত শো সওয়াব লাভ করবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি নিজে জিহাদ করে এবং অর্থও খরচ করে তবে সে সাত লক্ষ সওয়াব পাবে। (মেশকাত)

সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় খরচ ঃ সুখে বা সচ্ছল অবস্থায় হোক অথবা দুঃখে বা অসচ্ছল অবস্থায় হোক সকল অবস্থায়ই আল্লাহ্‌র পথে অর্থ খরচ করতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۔ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۔

"তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে তীব্র গতীতে চলো। যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন বরাবর, যা তৈরী করা হয়েছে সেই সব মুত্তাকী লোকদের জন্য যারা সদা-সর্বদা নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করে স্বচ্ছল অবস্থায় হোক আর অস্বচ্ছল অবস্থাতেই হোক। আর যারা রাগকে হযম করে এবং অন্যান্য লোকদের অপরাধ মাফ করে দেয়। বস্তুতঃ এসব নেককার লোকদের আল্লাহ্ খুব ভালবাসেন"। (আলে ইমরান–১৩৩-১৩৪)

অসন্তোষের সাথে দান কবুল হয় না ঃ আল্লাহ্‌র দীনের পথে যদি কেউ সতস্ফূর্তভাবে দান না করে অসন্তোষের সাথে দান করে তবে আল্লাহ্ সেই দান কবুল করেন না। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۔ وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ۔

"(হে রাসুল) আপনি বলুন, তোমরা স্বইচ্ছায় অর্থ ব্যয় করো কিংবা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা কখনো কবুল করা হবে না, কেননা তোমরা নাফরমানের দল। তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়া এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কুফরী করেছে। তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে। আর তারা আল্লাহ্‌র পথে ধন-মাল ব্যয় করে বটে কিন্তু করে অসন্তোষ ও অনিচ্ছার সাথে"। (তাওবাহ্-৫৩-৫৪)

www.amarboi.org

দ্বীন বিজয়ের আগে ও পরে খরচের পার্থক্য ঃ
আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ধন-সম্পদ ব্যয় করা এবং পরে ব্যয় করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ط

"তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পরে অর্থ খরচ করবে ও লড়াই করবে তারা কখনও সেই লোকদের সমান হতে পারবে না যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে খরচ করবে ও লড়াই করবে। কেননা বিজয়ের পূর্বে খরচকারীদের মর্যাদা অনেক বেশী"। (হাদীদ–১০)

আল্লাহ্‌র দ্বীনের মুজাহীদদের ঘোড়ার গোবরও কিয়ামতের দিন ওজন করা হবে ঃ
আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা লড়াই করে শুধু তাদেরই মর্যাদা নেই বরং তাদের ব্যবহৃত ঘোড়ার মল-মূত্রও নেকীর পাল্লায় তুলে দেয়া হবে।

হাদীস ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ (ص) مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهٖ فَاِنَّ شِبَعَهٗ وَرِيَّهٗ وَرَوْثَهٗ وَبَوْلَهٗ يُوْزَنُ فِىْ مِيْزَانِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

"হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ঈমান ও তার ওয়াদার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া পালন করবে, কেয়ামতের দিন তার নেকীর পাল্লায় ঐ ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওজন করা হবে"। (বুখারী)

লড়ায়ের জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকা ঃ আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে জান এবং মালের কোরবানীর জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ

"(জিহাদে) তোমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করো। সকল শক্তি দিয়ে শত্রুর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাক। এভাবে প্রস্তুত থাকাই হলো ঈমানের দাবী"। (আনফাল–৬০)

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় দেখা যায়, আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জান ও মালের কোরবানী একান্ত প্রয়োজন। এ দু'টির কোরবানী ছাড়া বিকল্প কোন পথে দ্বীন কায়েম করা সম্ভব নয়। আর ঈমানকে পরীক্ষা করারও এছাড়া বিকল্প কোন পথ নাই। সুতরাং জান ও মালের কোরবানী করাই হলো ঈমানের দাবী।

www.amarboi.org

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্ বা আল্লাহ্র পথে খরচ

ইনফাক ঃ (اِنْفَاقٌ) শব্দটি نَفَقٌ শব্দ হতে লওয়া হয়েছে। যার অর্থ সূড়ঙ্গ। সূড়ঙ্গ তাকেই বলা হয় যার উভয় মুখ খোলা থাকে। অর্থাৎ এক মুখ দিয়ে ঢোকে এবং অন্য মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়।

✪ যাদের মধ্যে এরূপ বৈশিষ্ট্য আছে তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়। অর্থাৎ মুনাফিকরা এক দিক দিয়ে ঈমানের কথা শোনে অন্য দিক দিয়ে বের করে দেয়। তারা কোন কথা হেফাজত করতে পারে না।

✪ মানুষের সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়ে থাকার জন্য নয়। এক দিক দিয়ে আসবে এবং অন্য দিক দিয়ে খরচ হয়ে যাবে।

ফী-সাবিলিল্লাহ্ (فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) অর্থ আল্লাহ্র পথে। আল্লাহ্র পথে বলতে এখানে আল্লাহ্র দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের পথে মাল খরচ করার কথা বলা হয়েছে।

✪ আল-কুরআনে প্রায় সকল জায়গায় আল্লাহ্র পথে জিহাদের ক্ষেত্রে জানের পূর্বে মালের শর্ত যোগ করা হয়েছে মূলত ঃ দু'টি কারণে ঃ

প্রথমতঃ কোন কাজ সমাধানের জন্য জানের আগে মালের প্রয়োজন হয়। সম্ভবত সেই জন্য কুরআনে মালের কথা আগে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের কাছে জানের চেয়ে মালের মহব্বত বেশী। এই জন্য মানুষ নিজের ধন-সম্পদ রক্ষার জন্য জীবন পর্যন্ত দিয়ে দেয়। হাদীসেও আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) উল্লেখ করেছেন, "যদি কোন মুসলমান তার বৈধ সম্পদ রক্ষার জন্য জান দিয়ে দেয় তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে"। আর আল্লাহ্ তাআলাও তাঁর বান্দার কাছ থেকে তার প্রিয় জিনিসটিই কামনা করে থাকেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ - لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূণ্য বা নেকী অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের মহব্বতের জিনিস খরচ করবে"।

আল্লাহ্র পথে খরচ করার গুরুত্ব ও প্রতিদান ঃ

আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হলে জিহাদের কোন বিকল্প নাই। আর জিহাদ করতে হলেই পূর্ব শর্ত হলো অর্থ-সম্পদ খরচ করা। মহান আল্লাহ্ এরই গুরুত্ব এবং খরচ করলে তার প্রতিদান কি তা আল কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ্ সূরা বাকারার ২৪৫ নম্বর আয়াতে বলেন ঃ

مَنْ ذَالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ •

"এমন কে আছে যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দেবে ? তাহলে আল্লাহ্ তাকে তা দ্বিগুন-বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেবেন। আর আল্লাহ্ই হ্রাস-বৃদ্ধি করেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে"।

একই সূরার ২৬১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ •

"যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের মাল খরচ করে তাদের উদাহরণ একটি ধানের বীজের মতো, যা থেকে ৭টি শীষ জন্মায়। আবার প্রত্যেকটি শীষে একশো করে দানা থাকে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ্ অতি প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

মহান আল্লাহ্ একই সূরার ২৫৪ নম্বর আয়াতে আরও বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ •

"হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুজি দান করেছি তা হতে তোমরা খরচ করো সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না। আর কাফেরেরাই হলো প্রকৃত যালেম"।

সূরা ইব্রাহীম এর ৩১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ •

"আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুমিন (হে নবী,) তাদেরকে আপনি বলে দিন-নামায কায়েম করতে এবং তাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করতে সে দিন আসার আগে যেদিন কোন বেচা-কেনা এবং বন্ধুত্ব থাকবে না"।

সূরা হাদীদে এর ১৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ •

www.amarboi.org

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ.

"নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী যারা আল্লাহ্‌কে উত্তমরূপে ঋণ দেয় তাদেরকে (প্রতিদান হিসেবে) দেয়া হবে বহুগুন এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার"।

একই সূরার ১০৬ নম্বর আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ.

"তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহ্‌ই আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর উত্তরাধিকারী ? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে সে সমান নয়। এসব লোকদের মর্যাদা বেশী তাদের অপেক্ষা যারা মক্কা বিজয়ের পর ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দেবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুনে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার"।

সূরা মুনাফিকুনের ৯ ও ১০ নম্বর আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ.

হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে যেন তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়। আর যে কেউ গাফেল হয়ে যায় তারাই হয় ক্ষতিগ্রস্ত। তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ মৃত্যু আসার আগেই খরচ করো। নয়তো সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরও কিছুকাল সময় দিলে না কেন, তাহলে আমি সদ্‌কা করতাম এবং সৎ লোকদের দলভুক্ত হয়ে যেতাম"।

www.amarboi.org

সূরা তাগাবুন-এর ১৫ ও ১৬ নম্বর আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ • فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَأَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ •

"তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আর আল্লাহ্র কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে যথাসাধ্য ভয় করো, (তাঁর কথা) শোন, আনুগত্য করো এবং (ধন-সম্পদ) ব্যয় করো। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কৃপণতা থেকে মুক্ত, তারাই কেবল সফলকাম"।

উত্তম জিনিস ব্যয় করার কথা উল্লেখ করে সূরা বাকারার ২৬৭ ও ২৬৮ নম্বর আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ • اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ •

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করো এবং যা তোমাদের জন্যে যমীন থেকে উৎপন্ন করেছি– তা হতে উৎকৃষ্ট জিনিসগুলো ব্যয় করো এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না, তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে তা নিয়ে নাও। জেনে রাখ, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। আর শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লিলতার (কৃপণতার) নির্দেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদের নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ্ তো বড়ই উদার এবং সর্বজ্ঞ"।

যারা খরচ করে না তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সূরা তাওবার ৩৪ ও ৩৫ নম্বর আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ • يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ •

www.amarboi.org

:"আর যারা স্বর্ণ ও রোপ্য জমা করে রাখে এবং উহা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে সংবাদ জানিয়ে দিন কঠিন আযাবের। যে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পিঠে ছ্যাঁক দেয়া হবে। সেদিন বলা হবে, এগুলোতো তাই যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং এখন তার স্বাদ গ্রহণ করো যা তোমরা জমা করে রেখেছিলে"।

আল-হাদীসে আল্লাহ্‌র পথে খরচের গুরুত্ব ও প্রতিদান ঃ

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে খরচ এবং তার প্রতিদান সম্পর্কে উল্লেখ করার পর এখন আল-হাদীসে রাসূল (সাঃ) আল্লাহ্‌র পথে খরচের যে গুরুত্ব এবং প্রতিদানের কথা বলেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقُوْا يَا ابْنِ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ

"হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ "হে আদম সন্তান, তোমরা খরচ করো তাহলে আল্লাহ্‌ও তোমাদের জন্য খরচ করবেন"। (বুখারী মুসলিম)

অন্য হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْفِقْ وَلاَ تُحْصِىْ فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَلاَ تُوْعِىْ فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكَ اِرْضَخِىْ مَا اسْتَطَعْتِ –

"হযরত আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ খরচ করো, কত খরচ করলে তা বড় করে দেখার জন্য হিসাব করতে যেও না তাহলে আল্লাহ্‌ও তোমার বিপক্ষে হিসাব কষবেন। সঞ্চয়ের প্রতি বেশী মনোযোগী হবে না, তাহলে আল্লাহ্‌ও তোমার বিপক্ষের মাল জমা ভাল করে সংরক্ষণ করবেন"। (বুখারী মুসলিম)।

নিম্নের হাদীসে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) আরও বলেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلسَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللّٰهِ وَقَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ وَالْجَاهِلُ سَخِىٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ

"হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)

www.amarboi.org

বলেছেন ঃ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী এবং মানুষের নিকটবর্তী থাকে। আর দূরে থাকে জাহান্নাম থেকে। অপর পক্ষে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্‌ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে–জাহান্নামের নিকটে থাকে। আর একজন জাহেল দাতা একজন বখিল আবেদের তুলনায় আল্লাহ্‌র কাছে বেশী প্রিয়"। (তিরমিযী)।

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا مِنْ يَّوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَّيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا-

"হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ যখনই আল্লাহ্‌র বান্দারা সকাল বেলা বিছানা থেকে উঠে, তখনই দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। তাদের একজন দোআ করে, হে আল্লাহ্‌! তুমি দাতাকে প্রতিদান দাও এবং অন্যজন দোআ করে, হে আল্লাহ্‌! কৃপণ ব্যক্তিকে তুমি লোকসান দাও"। (বুখারী মুসলিম)

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) আরও বলেন ঃ

عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى خُرَيْمِ ابْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهٗ سَبْعَ مِائَةِ ضِعْفٍ –

"হযরত আবু ইয়াহ্‌হিয়া খারীম ইবনে ফাতিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে একটি জিনিস খরচ করবে, তার বিনিময়ে সাতশুন সওয়াব লিখা হবে"। (তিরমিযী)

মুজাহীদদের ঘোড়ার গোবরও কিয়ামতের দিন ওজন করা হবে ঃ

মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ (ص) مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهٖ فَاِنَّ سَبْعَهٗ وَرِيَّهٗ وَرَوْثَهٗ بَوْلَهٗ يُوْزَنُ فِىْ مِيْزَانِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ নবী (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া পালন করবে, কিয়ামতের দিন তার নেকীর পাল্লায় ঐ ঘোড়ার খাবার, পানীয়, গোবর এবং পেশাবেরও ওজন করা হবে"। (বুখারী)

www.amarboi.org

শাহাদাতই মুমিন জীবনের কাম্য

শাহাদাত অর্থ ঃ স্বাক্ষ্য, শহীদ, শাহেদ, স্বাক্ষী এবং যে স্বাক্ষ্য দেয়।

আল-কুরআনে শাহাদাত এর অর্থ ঃ শাহাদাত অর্থটি আল-কুরআনে দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ক) স্বাক্ষ্য অর্থে। খ) আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য জান কুরবান অর্থে।

ক) স্বাক্ষ্য অর্থে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (١) وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

"এবং (এ ব্যাপারে) আল্লাহ্‌র স্বাক্ষ্যই যথেষ্ট"।

(٢) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

"এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা মানুষের জন্য (বাস্তব) স্বাক্ষী হতে পার"। (বাকারা-১৪৩)

(٣) لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔

"যাতে করে রাসূল তোমাদের জন্য স্বাক্ষী হন এবং তোমরাও স্বাক্ষী হও মানব জাতির জন্য"। (হজ্জ-৭৮)

খ) জীবন দান অর্থে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ

"এবং এভাবে আল্লাহ্ জেনে নিতে চান, তোমাদের মধ্যে কারা সত্যিকার ঈমানদার এবং তিনি তোমাদের মধ্য থেকে কিছু শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান"।

মুমিন জীবনের কাম্য ঃ মুমিন জীবনের আসল কামনা হওয়া উচিত আখেরাতের সফলতা। আর আখেরাতে সফলতা তখনই লাভ করা যায়, যখন দুনিয়ার জীবনে আমল তথা কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। কেননা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের নাযাতের জন্য কর্মের স্থান হলো এই দুনিয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ "দুনিয়া হলো আখেরাতের খেত স্বরূপ।"

মুমিন জীবনের কামনা হবে বিনা হিসাবে জান্নাত লাভ। কেননা, হিসাব দিতে গেলেই বিপদ। "রাসূল (সাঃ) একবার হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কে বলেন, (হে আয়েশা) এমন ভাবে আমল করো যেন হিসাব ছাড়াই জান্নাত যেতে পার।"

✪ দুনিয়ার জীবনে মুমিনের জীবিকা অর্জন হবে নিতান্ত বেঁচে থাকার জন্য।

✪ মুমিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকবে আখেরাতে মুক্তির প্রয়োজনীয় আমল করার জন্য।

www.amarboi.org

✪ দুনিয়ার জীবনটা হচ্ছে খেলার মত। আখেরাত যদি মুমিন জীবনের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে থাকে, তা হলেই কেবলমাত্র শাহাদাত তার জীবনের কাম্য হবে।

✪ জান্নাত পাবার একমাত্র নিশ্চয়তা দেয় আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য শাহাদাত।

উদাহরণ ঃ

i) সাহাবাদের শাহাদাত বরণের জন্য তামান্না।

ii) মাওঃ মওদূদী (রঃ) কে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে গিয়ে প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন।

iii) মিশরে "ইখওয়ানুল মুসলেমিনের" অনেক নেতৃবৃন্দ হাসিমুখে ফাঁসি বরণ করেন।

শাহাদাতের কামনা ও আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম ঃ

i) শাহাদাতের কামনা থাকলে আল্লাহ্‌র পথে লড়ায়ে গাফেল হবে না।

ii) শাহাদাতের তামান্না থাকলে আন্দোলনের কর্মকান্ডে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উৎসাহ পাওয়া যায়।

iii) শাহাদাতের কামনা থাকলে মৃত্যুর ভয় এবং অন্য যে কোন প্রকারের প্রতিবন্ধকতা আন্দোলনে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না।

iv) মৃত্যুর ভয় এবং অন্য যে কোন প্রতিকূলতা যদি তাকে আন্দোলনে গাফেল না করে, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে শাহাদাতের তামান্না আছে। আর যদি তাকে গাফেল করে দেয়, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে শাহাদাতের তামান্না অনুপস্থিত।

আল্লাহ্‌র পথে লড়াই প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী ঃ

i) সূরা নিসা-র ৭৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا۔

"আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করা কর্তব্য সেইসব লোকদের জন্য যাঁরা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয়। আর আল্লাহ্‌র পথে যারা লড়াই করে ও নিহত হয় কিংবা বিজয়ী হয়, তাকে আমরা অবশ্যই বিরাট প্রতিদান দান করবো"।

ii) সূরা তাওবার ১১১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ

www.amarboi.org

بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ·

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে অতঃপর তারা মারে এবং নিজেরাও মরে (শহীদ হয়ে যায়)। এই সত্য ওয়াদা (ইতিপূর্বে) তিনি তাওরাত ও ইঞ্জিলে করেছিলেন এবং (এখন এই) কুরআনেও করেছেন। আর নিজ ওয়াদা পালনে আল্লাহ্র চেয়ে কে বেশী শ্রেষ্ঠতর হতে পারে ? অতএব তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাও সেই সওদার জন্য যে সওদা তোমরা তাঁর কাছ থেকে করেছে। আর এটাই মহাসাফল্য"। উপরোক্ত আয়াত থেকে যা পাওয়া যায় তা হলো ঃ

i) বস্তুত ঃ যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহ্র কাছে বিক্রি করে দেয় তারাই কেবলমাত্র আল্লাহ্র পথে কিতাল বা লড়াই করতে পারে। (কিতাল হলো জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়)

ii) শহীদ এবং গাজী (বিজয়ী) উভয়ের জন্য আল্লাহ্র কাছে পুরস্কার রয়েছে।

iii) কাফের এবং মুমিন উভয়ই কিতাল বা লড়াই করে। এ সম্পর্কে সরাসরি আল্লাহ্ পাক সূরা নিসার ৭৬ নম্বর আয়াতে বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ

"যারা মুমিন তারা লড়াই করে আল্লাহ্র পথে, আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুত তথা শয়তানী শক্তির পক্ষে"।

হীদদের মৃত বলা যাবে না ঃ যারা আল্লাহ্র পথে লড়তে গিয়ে জীবন দান করে তাদেরকে স্বাভাবিক মৃত্যুর মত মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

i) সূরা বাকারার ১৫৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ·

"যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বোঝ না"।

ii) সূরা ঈমরানের ১৬৯ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ·

"যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত। আর তারা তাদের রবের কাছ থেকে রুজি পেয়ে থাকে"।

www.amarboi.org

শহীদদের কামনা ঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে লড়তে গিয়ে শহীদ হয় তাদের কামনার কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ সূরা ঈমরানের-১৭০ নম্বর আয়াতে বলেন ঃ

فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۰

"আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে (শহীদদেরকে) যা কিছু দান করেছেন তা পেয়ে তারা খুশি ও পরিতৃপ্ত। আর যে সব মুমিন লোক তাদের পেছনে (দুনিয়ায়) রয়ে গেছে এখনও তথায় পৌঁছেনি, তাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই জেনে তারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্তিত"।

এই আয়াত থেকে যা বুঝা যায়, তা হলো– শহীদ যারা হয় তারা নিজেদের মর্যাদার জন্যই কেবলমাত্র সন্তুষ্ট নয়। বরং তাদের যেসব মুমিন ভাই দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং শাহাদাতের মর্যাদা এখনও পায়নি তারাও এ পথে আসবে এবং শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে এ বুক ভরা আশায় তারা সন্তুষ্ট এবং পরিতৃপ্ত হয়।

শহীদদের কামনা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) হাদীসে উল্লেখ করে বলেন ঃ

১। "যারা শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছে তারা কামনা করে যে, তাদের সাথী যারা এখনও শাহাদাতের মর্যাদা পায়নি তারাও যেন এ মর্যাদা পায় এবং তারা এই কামনা করে যে, আমরা যে অনুগ্রহ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি আমাদের ভাইয়েরাও যেন সে অনুগ্রহ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়"।

২। নবী করীম (সাঃ) আরও বলেন ঃ "জান্নাতবাসী মানুষ বেহেশতের নে'য়ামত পেয়ে এত খুশী হবে যে, তাদের কেউ এ নেয়ামত ছেড়ে দুনিয়াতে আসতে চাইবে না। কিন্তু শহীদেরা এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ তারা দুনিয়ায় আসতে চাইবে"।

৩। বোখারীর হাদীসে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "জান্নাতে যারা যাবে তাদের মধ্যে শহীদগণ ছাড়া একজনও এ কামনা করবে না যে, সে দুনিয়ায় ফিরে আসুক, কিন্তু শহীদগণ কামনা করবে যে আল্লাহ্ তাদেরকে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠান যাতে আবার শহীদ হয়ে আসতে পারে। এভাবে একবার নয় দশ দশবার কামনা করবে। কেননা, বাস্তবে তারা শহীদদের মর্যাদা সেখানে (জান্নাতে) দেখতে পাবে"।

শাহাদাতের মর্যাদা ঃ যারা আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবনকে কুরবান করে শহীদ হয়ে যায় তাদের মর্যাদার কথা আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) কুরআন এবং হাদীসে বিস্তর ভাবে উল্লেখ করেছেন। তার মধ্য থেকে কতিপয় আয়াত এবং হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ

www.amarboi.org

আল কুরআনে শাহাদাতের মর্যাদা ঃ

সূরা হজ্জের ৫৮ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْمَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۔

"আর যারা আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য হিজরাত করেছে অতঃপর নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যু বরণ করেছে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম রিযিক দান করবেন। আর নিশ্চয় তিনি উত্তম রিযিকদাতা"।

মহান আল্লাহ্ সূরা মুহাম্মদ এর ৬ নম্বর আয়াতে আরও বলেন–

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ

"এবং যে আল্লাহ্র পথে নিহত হবে, কক্ষণই আল্লাহ্ তার আ'মল সমূহ নষ্ট করবেন না"।

সূরা ঈমরানের ১৯৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন–

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ۔

"অতঃপর তাদের রব তাদের দোআ (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রম কারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরষ হোক কিংবা স্ত্রী লোক হোক। কেননা, তোমরা পরস্পর এক। তারপর সেসব লোক যারা দেশ ত্যাগ করেছে ও নিজ বাড়ী হতে উৎখাত হয়েছে এবং আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যারা লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর হতে অকল্যাণকে দূর করে দেব এবং তাদেরকে প্রবেশ করাব এমন জান্নাতে যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। এটা হলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিনিময়। আর আল্লাহ্র কাছে রয়েছে উত্তম বিনিময়।

মহান আল্লাহ্ সূরা তাওবার ১১১ নম্বর আয়াতে বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন"।

www.amarboi.org

আল হাদীসে শাহাদাতের মর্যাদা ঃ

১। "আবি বকর ইবনে আবী মুসা আশআরী (রাঃ) বলেছেন ঃ তারা দু'জনেই যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন। রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ নিশ্চয় জান্নাতের দরওয়াজাগুলো তলোয়ারের ছায়া তলে। একজন লোক দাঁড়িয়ে গেল যার কাপড়-চোপড় তেমন ছিলনা। বললো ঃ হে আবী মুসা, রাসূল (সাঃ) কি বললেন শুনেছো তো ? তিনি বললেন, হ্যাঁ শুনলাম। তারপর লোকটি বন্ধুদের কাছে গিয়ে বললেনঃ তোমাদের সালাম দিয়ে যাচ্ছি আর ফিরে আসব না। তারপর তার তলোয়ারের খাপটা ভেঙ্গে ফেলে লাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে দুশমনদের দিকে চললো এবং তাদেরকে মারতে থাকলো যে পর্যন্ত না সে শহীদ হয়ে গেল"।

২। হযরত শাদ্দাদ বিন হাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক গ্রাম্য আরব লোক রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে ঈমান আনলো এবং তাঁর সঙ্গী হয়ে গেল। সে বললো, আমি বাড়ী- ঘর ছেড়ে মদীনায়ই থাকব। এ লোকটি সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) কতিপয় সাহাবাকে হেদায়েত দিলেন। যখনি যুদ্ধ হতো তাতে যেসব গানীমাতের মাল মিলতো তা থেকে তিনি ঐ লোকটির জন্যও অংশ দিতেন এবং তা কোন এক সাহাবীর দায়িত্বে জমা রাখতেন যাতে সে লোকটি আসলে তাকে তা দেয়া হয়। ঐ লোকটি উপস্থিত ছিলনা সে মুজাহীদদের উট চরানোর জন্য মাঠে গিয়েছিল। ফিরে আসার পর তার হিস্যা তাকে দেয়া হলো। এতে সে বললো এটা কি ? লোকেরা বললো যে, এটা রাসূল (সাঃ) তোমাকে দিয়েছেন। সে তার হিস্যা নিয়ে রাসূল (সাঃ) এর কাছে যেয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ এসব কি ? রাসূল (সাঃ) বললেন যে, এটা তোমার হিস্যা যা তোমাকে দিয়েছি। সে বললো, আমি তো এই মালের জন্য আপনার সংগী হয়নি। আমি তো এই জন্যই আপনার সংগী হয়েছি যে, আমার গলায় দুষমনের কোন তীর এসে লাগবে আর আমি শহীদ হয়ে বেহেশতে চলে যাব। রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ যদি তোমার নিয়্যাত সঠিক হয় তাহলে আল্লাহ্ তোমার সাথে এরূপই করবেন।

কিছুদিন পর যখন লোকেরা জিহাদে গেল তখন এ লোকও তাদের সাথে জিহাদে শরীক হলো। (জিহাদে সে শহীদ হয়ে গেল) যখন তার লাশ রাসূল (সাঃ) এর কাছে আনা হলো তখন দেখা গেল তার গলায় দুষমনের তীর লেগেছে। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, একি সেই লোক যে শাহাদাতের কামনা করেছিল ? সবাই বললো হ্যাঁ; রাসূল (সাঃ) বললেনঃ সে আল্লাহ্র কাছে খাঁটি আশা করেছিল বলে আল্লাহ্ তা পূরণ করলেন। তারপর রাসূল (সাঃ) নিজের জামা খুলে তা

www.amarboi.org

দিয়ে ঐ লোকের কাফন বানালেন ও তার জানাযা পড়ালেন এবং তার জন্য এ দোআ করলেন, "হে আল্লাহ্ এ লোক আপনার ঐ বান্দার যে আপনার পথে হিজরাত করেছে এবং আপনার পথেই সে শাহাদাত বরণ করেছে, এ ব্যাপারে আমিই তার স্বাক্ষী।"

৩। শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়ার খাঁটি কামনা যারা করবে তাদের জন্য রাসূল (সাঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তারা বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ্ তাদেরকে সে মর্যাদা দান করবেন।

৪। "হযরত মেকদাদ ইবনে মা'দি কারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্র কাছে শহীদের ছয়টি মর্যাদা রয়েছে ঃ ১) প্রথম রক্তপাতেই তার গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ২) জান্নাতে তার স্থান তাকে দেখানো হবে। ৩) তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হবে। ৪) বড় বিপদ আপদ থেকে সে নিরাপদ থাকবে। ৫) তার মাথায় আকর্ষণীয় একটা মুকুট পরানো হবে যার এক একটা মুনিমুক্তা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তার চাইতেও উত্তম হবে। আর টানা টানা চোখ বিশিষ্ট বাহাত্তর জন হুরের সাথে তার বিয়ে দেয়া হবে এবং ৬) তাকে তার সত্তর জন আত্মীয়-স্বজনের শাফায়াতের জন্য অনুমতি দেয়া হবে"। (মিশকাত)

৫। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ যেমন দংশনে ব্যাথা পায়, শহীদ ব্যক্তি তেমন ব্যাথা ছাড়া নিহত হবার তেমন কোন ব্যাথা অনুভব করবে না"। (মিশকাত)

www.amarboi.org

ইসলামী আন্দোলন ঃ কর্মীদের কাংখিত মান

যে কোন একটি বিপ্লবী দলের কর্মী বাহিনীর মান অবশ্যই হতে হবে উচ্চস্তরের উচ্চদরের। কর্মীদের মান যদি কাংখিত না হয়, তাহলে সেই আন্দোলন যেমন সফলতা লাভ করতে পারে না তেমনি বিজয় লাভ করলেও বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না।

মানের শ্রেণী বা পর্যায় ঃ

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দু'ধরনের মান অপরিহার্য। যেমন–

১। সাংগঠনিক মান।

২। ইসলামী আদর্শিক মান।

১। সাংগঠনিক মান ঃ নিজ নিজ দলের সাংগঠনিক মানের যে স্তর আছে তার সবশেষ স্তরে পৌছানো।

২। ইসলামী আদর্শিক মান ঃ

(i) ইসলামী চিন্তা চেতনার মান। (ii) ঈমানী মান। (iii) আমলী বা কর্মতৎপরতার মান। (vi) এবং চারিত্রীক মানকে ইসলামী আদর্শিক মান হিসেবে গণ্য করা হয়।

এই মানের মানদন্ড ঃ

ক) আল্লাহ্ তাআলা যে মান পছন্দ করেন।

খ) আল্-কুরআন যে মান তৈরী করতে চায়।

গ) নবী রাসূলগণ সাহাবাদেরকে যে মানে তৈরী করেছিলেন।

✪ তাকওয়া ভিত্তিক গুণাবলীর অভাব হলে, ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হলে, নিজেকে ইসলামের মূর্ত প্রতীক বানাতে অপারগ হলে– ইসলামী বিপ্লবের জন্য প্রথম ধরনের মান অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাতে তিনি যতই ডিগ্রীধারী পণ্ডিত, বক্তা, সংগঠক ও কুরআন হাদীসের পারদর্শী হোন না কেন;

✪ ব্যক্তিগত গুণাবলী অর্জনের পূর্বে অথবা সাথে সাথে আন্দোলনী মেজাজ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আন্দোলনী মেজাজ ঃ আন্দোলনী মেজাজের কথা বলতে গিয়ে ১৯৭৪ সালের ২১শে মার্চ লাহোরে এক 'শিক্ষা শিবিরে' আন্দোলনী মেজাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মাওলানা মওদুদী (রহঃ) বলেন ঃ "মেজাজ প্রকৃতির এ বিশেষ ধরণকে স্বয়ং আন্দোলন সম্পর্কে শব্দটি সুস্পষ্ট করে দেয়। আন্দোলনী মেজাজের প্রকৃতি হচ্ছে এই যে, যে আন্দোলন নিয়ে আপনারা মাঠে নেমেছেন, সে আন্দোলনের মধ্যে আপনাদের পুরোপুরি পাকাপোক্ত হতে হবে। এর মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যেতে হবে। এর জন্য মনের আগ্রহ উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে। একে দুনিয়ার সব কিছু থেকে প্রিয় মনে করতে হবে। নিজের মনের, দেহের এবং অন্যান্য যে সব শক্তি সামর্থ্য আল্লাহ্ পাক

www.amarboi.org

আপনাদেরকে দান করেছেন তা সবকিছু তার পথে নিয়োজিত করার জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে। আপনাদের মধ্যে ঐ দৃঢ় সংকল্প পয়দা হতে হবে যেন আপনারা আপনাদের সবকিছুই এ কাজে নিয়োজিত করেন। আর এটাই হলো আন্দোলনী মেজাজ।"

সাইয়্যেদ আহম্মদ ব্রেলভীর (রহঃ) আন্দোলনী মেজাজ ঃ (১৮৩১ সালে বালাকোটে সাইয়্যেদ আহমদ ব্রেলভীর আন্দোলন)। সাইয়্যেদ সাহেবের আন্দোলনী এবং জিহাদী মেজাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ "আমি সপ্ত রাজ্যের বাদশাহীকে ঘাসতুল্যও গণ্য করিনা। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে যখন আল্লাহর সাহায্য শুরু হবে এবং খোদাদ্রোহীরা ছিন্নমূল হয়ে যাবে, তখন আমার চেষ্টা-চরিত্রের তীর স্বয়ং লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আমি খোদা ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে চক্ষু ও কর্ণ বন্ধ করে দিয়েছি। খোদা ছাড়া কারোর সাহায্য ও সন্তুষ্টি আমার কাম্য নয়। রত্ন-খচিত রাজমুকুট এবং সেকান্দার বাদশাহ্‌র তখ্‌ত ও তাজ আমার দৃষ্টিতে একটি যবের দানার সমতূল্যও নয়। আমার শুধু এতটুকু আরযু–অভিলাস যে, দুনিয়ায় সর্বত্র রাব্বুল আ'লামীনের হুকুম জারি হোক। আমি আগাগোড়া এভাবেই চেষ্টা-চরিত্র করে আসছি এবং ইনশাআল্লাহ্‌ যতদিন বেঁচে থাকবো এ চেষ্টা করতেই থাকবো। কেউ আমার সহযোগীতা করুক বা না করুক, তাতে যায় আসে না। জয়-পরাজয় তো আমার কাংখিত নয়। এতো আল্লাহ্‌ তাআলার ইখতিয়ারে। তিনি চাইলে তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেন। আবার নাও করতে পারেন। আমি তাঁর একজন অনুগত বান্দাহ্‌ মাত্র। যদি একাকীও রয়ে যাই তথাপি এ কাজে আমার জীবন বিলিয়ে দেব।"

আন্দোলনী মেজাজ তৈরীর উপায় ঃ বিভিন্ন উপায়ে আন্দোলনী মেজাজ তৈরী করা যায়। যেমন–

১। প্রশিক্ষণ শিবিরে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আন্দোলনী মেজাজ সৃষ্টি করা যায়।

২। ইসলামী সাহিত্য পড়াশুনা, বোঝার চেষ্টা, হৃদয়-মনে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা-পরিবর্তন না আসলে বার বার পড়া এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করার মাধ্যমে আন্দোলনী মেজাজ তৈরী করা যায়।

৩। যে আন্দোলনের সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করা হয়, তাতে বাস্তবে কর্মতৎপর হয়ে পড়ার মাধ্যমে আন্দোলনী মেজাজ তৈরী করা যায়। এতে বিরোধীতা আসবে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, ভবিষ্যত জীবন বিপদজনক মনে হবে, মার-পিট, জেল-যুলুম, নির্যাতন হতে পারে। এর পরেও এ কাজে উৎসাহ উদ্দীপনা বেড়ে যাবে। একাজ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মনে হবে। অবস্থা যতই কষ্টদায়ক হোক, বিপদজনক হোক, এর মধ্যে একটা মানুষিক প্রশান্তি লাভ করতে থাকবে। আর এটাই হলো আন্দোলনী মেজাজ।

www.amarboi.org

ব্যক্তিগত গুনাবলী ঃ একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর ব্যক্তিগত গুন হবে–

i) মজবুত ঈমান আনার মাধ্যমে প্রকৃত মুমিন হবে

ii) পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করে প্রকৃত মুসলিম হবে

iii) আল্লাহর ভয়ে তাক্ওয়ার গুণ অর্জন করে মুত্তাকী হবে

vi) ভক্তি, শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র বন্দেগী করে মুহসীন হবে।

✪ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের Standard এর কোন সীমারেখা নেই। মহান আল্লাহ্র বাণী–

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ اُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ • جَزَآؤُهُمْ عِنْدَرَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَاالْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ•

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, তারাই হলো সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি। তাদের রবের কাছে রয়েছে তাদের জন্য প্রতিদান চিরস্থায়ী জান্নাত, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এটা এজন্য যে, তারা (প্রতি মুহূর্তে) খোদাকে ভয় করে চলে"। (সূরা বাইয়্যেনাহ্-৭-৮)

সর্বোচ্চ Standard ঃ মানুষ তার কূপ্রবৃত্তিকে দমন করে আ'মলের মাধ্যমে ফেরেশতার চেয়েও উত্তম হতে পারে। মানুষের সর্বোচ্চ আ'মল বা Standard হলো ইহ্সান।

✪ মানুষকে নেক এবং বদ আমলের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এ জন্যই মানুষকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

দাওয়াত ও আন্দোলনের জন্য ব্যক্তিগত গুনাবলী ঃ

হাদীসে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দাওয়াত ও আন্দোলনের জন্য যে সমস্ত ব্যক্তিগত গুনাবলীর কথা বলা হয়েছে তা হলো ঃ-

১। **মুজাহাদায়ে নফস ঃ** 'নফসের সাথে লড়াই করা'। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ فِىْ طَاعَتِ اللّٰهِ–

"সত্যিকার মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্য নিজের নফসের সাথে লড়াই করে।"

সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা প্রথমে স্বয়ং আল্লাহ্র সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করবে, তারপর অন্যের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করবে।

২। **হিজরাত ঃ** (ব্যাপক অর্থে) হিজরাত মানে নিজের বাড়ি-ঘর বা দেশ ত্যাগ নয়।

www.amarboi.org

বরং খোদার নাফরমানী থেকে পালিয়ে খোদার সন্তুষ্টি লাভের দিকে অগ্রসর হওয়া।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ – اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَمَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ

"মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ জিনিসগুলোকে ত্যাগ করে।"

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হলো–

مَا لِهِجْرَةٌ اَفْضَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟

"হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) ঃ কোন হিজরাত উত্তম" ?

প্রতিউত্তরে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ اَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ

'তোমার রব যা অপছন্দ করেন তা ত্যাগ করা" (হলো উত্তম হিজরাত)।

উদাহরণ ঃ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা হবে রশিতে বাঁধা ঘোড়ার মত। অর্থাৎ ঘোড়া রশির এরিয়ার বাইরে যেতে পারে না। রশিমুক্ত ঘোড়া যেমন স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে এবং যা ইচ্ছা খেতে পারে– তেমন নয়। অনুরূপভাবে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরাও আল্লাহ্র নির্ধারিত এরিয়ার বাইরে যেতে পারে না এবং যা ইচ্ছা করতে পারেনা। সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে স্বাধীন ঘোড়াটির মত না হয়ে খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়াটির মতই হতে হবে।

চূড়ান্ত হিজরাত ঃ আল্লাহ্র দ্বীন কায়েম করতে গিয়ে প্রয়োজনে নিজের ঘড়বাড়ী ও দেশ ত্যাগ করা। তবে এ হিজরাতের তখনই সুযোগ আছে যখন তার আল্লাহ্র আইন অনুযায়ী জীবন যাপন করার আর সুযোগ নেই। আর এই হিজরাত হবে সহীহ নিয়াতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। যেমন রাসূল (সাঃ) তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেছিলেন।

৩। **ফানা ফিল ইসলাম ঃ** ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা ইসলামের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেবে। তারা হবে দাওয়াতের মূর্ত প্রতীক। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মানুষের নজরে পড়লে এবং তাদের কাজের ধরণ দেখেই বুঝে নেবে যে, এ একজন খোদার পথের পথিক। নিজেকে এমন ভাবে 'ফানা ফিল ইসলাম' করবে যে, মানুষ মন্তব্য করবে সে "ইসলামের পাগল"

নবী করীম (সাঃ) এটাকে এভাবে বলেছেন ঃ এদের সাথে দেখা হলেই আল্লাহ্র খেয়াল আসবে, আল্লাহ্র কথাই মনে পড়বে। তবে এটা হঠাৎ করেই আসে না। এ কাংখিত মান ক্রমান্বয়ে অর্জন করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নয়টি আ'মলের কথা উল্লেক করে বলেন ঃ اَمَرَنِىْ رَبِّىْ بِتِسْعٍ "আমার রব আমাকে নয়টি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন"।

www.amarboi.org

(১) خَشْيَةَ اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ "গোপন-প্রকাশ্য সকল অবস্থায় যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলি"।

(২) كَلِمَةُ الْعَدْلِ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا "খুশি অথবা ক্রুদ্ধ সকল অবস্থায় যেন ইনসাফ কায়েম করি। ভারসাম্য রক্ষা করি"।

(৩) اَلْقَصْدُ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنَاءِ "অভাব এবং স্বচ্ছল উভয় অবস্থায় যেন সততা ও ভারসাম্য রক্ষা করে চলি"।

(৪)–وَاِنْ اَصِلَ مَنْ قَطَعَنِىْ "যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তার সাথে যেন সম্পর্ক স্থাপন করি"।

(৫) وَاُعْطِىَ مَنْ حَرَمَنِىْ "যে আমাকে বঞ্চিত করে তাকে যেন দান করি"।

(৬) وَاَعْفُوَ مِمَّنْ ظَلَمَنِىْ "কেউ যুলুম করলে আমি তাকে যেন মাফ করে দেই"।

(৭) وَاِنْ يَّكُوْنَ صَمْتِىْ فِكْرًا "আমার নীরবতা যেন সৎচিন্তায় পরিণত হয়"।

(৮) وَ نُطْقِىْ ذِكْرًا "আমার কথাই যেন আল্লাহ্‌র স্মরণ হয়"।

(৯) وَنَظْرِىْ عِبْرَةً "এবং আমার দৃষ্টি যেন শিক্ষনীয় হয়"।

এসব কাংখিত গুণাবলীর কথা উল্লেখের পর নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে হুকুম করা হলো আমি যেন "আমর বিল মা'রুফ এবং নেহী আনীল মুনকার" তথা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ এর কাজ করি।

মনে রাখতে হবে উপরোক্ত ন'টি আদেশ নবী (সাঃ)কে করা হলেও তা প্রকৃতপক্ষে করা হয়েছে আমাদেরকেই।

গুনাবলী অর্জনের উপায় ঃ উপরে দাওয়াতী ও আন্দোলনী কর্মীদের যেসব গুনাবলীর কথা আলোচনা করা হলো তা অর্জনের উপায় হলো ঃ

আল্লাহ্‌র ইবাদত করা ঃ মাওলানা মওদুদী (রহঃ) ইবাদতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন– জীবনের সর্বক্ষণ নিজেকে খোদার বান্দাহ বলে মনে করা, অনুগত গোলামের ন্যায় মালিকের অধীন হয়ে থাকা এবং মালিকের হুকুম পালনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকার নামই হলো ইবাদত। আর নামাযই এ সমস্ত এবাদতের জন্য প্রস্তুত করে। এসব ইবাদতের জন্যে মানুষের মধ্যে যতগুলো গুণের দরকার, নামায তার সবই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। যেমন–

i) দাস হওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি করে।

ii) আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর কিতাবের প্রতি ঈমান আনায়।

www.amarboi.org

iii) আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আনায়।

iv) খোদাভীতি সৃষ্টি করে।

v) খোদাকে আ'লিমুল গায়েব বলে স্বীকার করায়।

vi) খোদাকে সব সময় নিজের নিকটে অনুভব করায়।

vii) খোদার হুকুম পালনের জন্য সর্বদা নিজেকে প্রস্তুত রাখে।

viii) খোদার হুকুম গুলো ভাল করে জানার ব্যবস্থা করে।

নামায উপরোক্ত গুণাবলী সৃষ্টির মাধ্যমে একজন মানুষকে খাঁটি বান্দাহ্ হিসেবে গড়ে তোলে খোদার নৈকট্য লাভের সুযোগ করে দেয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ "সিজদা করো ও খোদার নিকটবর্তী হয়ে যাও"।

(সূরা আ'লাক-১৯)

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ "বান্দাহ ঐ সময়ে তার খোদার সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়, যখন সে খোদার সামনে সিজদায় থাকে" (মুসলিম)

আল কুরআনে ইবাদতের মধ্যে নামাযের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী তাগাদা দেয়া হয়েছে। কেননা, নামায কায়েমের উপর গোটা দ্বীন নির্ভর করছে।

নামাযের মাধ্যমে গুনাবলী সৃষ্টির উপায় ঃ

i) খুশু বা বিনয়ের সাথে নামায আদায় ঃ নামাযী যখন নামায শুরু করবে তখন তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মন-মগজ এবং দৃষ্টি আল্লাহ্র জন্য নিবদ্ধ হয়ে যাবে। তার মনে খুশু পয়দা হবে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মনের খুশুর প্রভাব পড়বে। তার দৃষ্টি এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করবে না। সিজদার দিকে নিবদ্ধ থাকবে। সে যেন তার মনিব মাওলাকে দেখতে পাচ্ছে। 'হাদীসে জীবরীলে' রাসূল (সাঃ)কে ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে প্রতি উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ

"যখন তুমি আল্লাহ্র ইবাদাত করবে তখন মনে করবে আমি যেন স্বয়ং আল্লাহ্কে দেখতে পাচ্ছি। আর যদি তাকে দেখা সম্ভব না হয়, তবে মনে করবে যে, আল্লাহ্ আমাকে সর্বক্ষণ দেখছেন"। (মুসলিম)

এটাই হলো ইহ্সানের নামায। এটাই হলো তায্কিয়ায়ে নফস। ইহ্সান ও হাকীকী (প্রকৃত) তাসাউফের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য নামায।

নামাযের দু'টি রূপ থাকে একটি যাহিরী (প্রকাশ্য) এবং অপরটি বাতিনী (অপ্রকাশ্য)। আর এ নামাযই হলো বাতিনী (অপ্রকাশ্য) নামাযের বহিঃপ্রকাশ।

ii) নামাযের কেরাত ও দোআ স্পষ্ট এবং ধীর-স্থির ভাবে পড়াঃ নামাযী তার নামাযে কিরআত তারতীলের সাথে স্পষ্ট উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে পড়বে এবং

www.amarboi.org

দোআগুলোকেও স্পষ্ট ভাবে ধীরে ধীরে বুঝে পড়বে।

নামাযের মধ্যে সূরা ফাতিহা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট দোআ। যা না পড়লে নামাযই হয় না। সেই উৎকৃষ্ট কেরায়াত এবং উত্তম দোআটি পড়া রাসূল (সাঃ) নিজেই শিখিয়ে দিয়েছেন–

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন– "আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি নামাযের এ দোআকে আমার এবং বান্দাহর মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি"। এর অর্ধেক আমার, অর্ধেক আমার (নামাযী) বান্দার। বান্দাহ্ যা কিছু চায়, তা সে পেয়ে যায়। যখন বান্দাহ্ বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ "আমার বান্দাহ্ আমার প্রশংসা করছে"। অতঃপর বান্দাহ্ যখন বলে ঃ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ "আমার বান্দাহ্ আমার গুনগান করছে"। যখন সে বলে ঃ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ "বান্দাহ আমার মর্যাদার যথাযথ স্বীকৃতি দিচ্ছে"। অতপর যখন বান্দাহ বলে-اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ তখন আল্লাহ বলেন ঃ "এ অংশটি আমার ও আমার বান্দাহ্র মধ্যে সমান সমান। আমি আমার বান্দাহ্কে ওসব কিছুই দিলাম, যা সে চেয়েছে"। তারপর বান্দাহ্ যখন বলে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيْمَ• صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ• غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ•

তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ "এ পুরোটাই আমার বান্দাহ্র জন্য। সে যা কিছু চেয়েছে তা আমি তাকে দিলাম"। (মুসলিম শরীফ)

সুতরাং নামাযী যখন নামায আদায় করবে তখন ঈমাম হোক আর মুক্তাদি হোক প্রত্যেকেই সূরা ফাতিহা এভাবেই বিরতি দিয়ে থেমে থেমে পড়বে। তাহলেই বান্দা উপরোক্ত প্রতিউত্তর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পেয়ে থাকবে।কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের ঈমাম সাহেবেরা যেভাবে একটানা দ্রুত সূরা ফাতিহা পড়ে থাকেন, তাতে উপরোক্ত দোআ থেকে নিজেকে যেমন বঞ্চিত করে তেমনি মুক্তাদিদেরকেও বঞ্চিত করেন। যারা একটানা সূরা ফাতিহা পড়েন তারা উক্ত হাদীসে কুদসীর সাথে বেয়াদবী করেন।

আসলে যে ধরনের নামায আল্লাহ্র কাছে প্রিয় তা আদায় করা বড়ই কঠিন।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

www.amarboi.org

وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝

"নামায অবশ্য বড়ই কঠিন জিনিস। তবে তাদের জন্য নয়, যারা আল্লাহ্‌র বিনীত ও অনুগত বান্দাহ্। তারা মনে করে যে, তাদের রবের কাছে ফিরে গিয়ে মিলিত হতে হবে।" (সূরা বাকারা–৪৫-৪৬)

✪ **নামায শয়তানের কাছে অসহনীয় ঃ** নামাযের মাধ্যমে একজন বান্দাহ্ আল্লাহ্‌র অতি নিকটবর্তী হতে পারে। আল্লাহ্‌র রেজাবন্দী হাসিল করতে পারে।

নামাযে রুকু-সেজদাহ্‌র মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে বান্দাহ্ আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে, যা শয়তানের বিপরীত কাজ। যে কাজ না করার কারণে শয়তানকে চিরতরের জন্য অভিশপ্ত হতে হয়েছে, বিতাড়িত হতে হয়েছে। এ জন্যই শয়তান নামাযীর নামায থেকে অন্য মনস্ক করার জন্য জোর তৎপরতা চালায়।

✪ **নামায অশ্লীলতা ও অনাচার থেকে দূরে রাখে ঃ** নামাযই একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে অশ্লীলতা ও অনাচার থেকে দুরে রাখে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

"নিশ্চয়ই নামায সকল প্রকার অশ্লীলতা ও অনাচার থেকে দূরে রাখে।" (সূরা আন কাবুত-৪৫)

এছাড়াও নামায মানুষের সকল মানসিক ব্যাধি যেমন– গর্ব-অহংকার, উদ্ধত্য, পারস্পরিক মনোমালিন্য, হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত, পরচর্চা, পরনিন্দা, পদমর্যাদার লোভ লালসা প্রভৃতি থেকে দূরে রাখে।

✪ **চারিত্রিক মানদন্ড ঃ** ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাংখিত চারিত্রিক মানদন্ড হবে আর্থিক লেন-দেন। যার আর্থিক লেন-দেন যত ভাল, সে ততো চরিত্রবান। পক্ষান্তরে আর্থিক লেন-দেন ভাল না হলে তাকে চরিত্রবান বলা যায় না।

আমানতের খেয়ানতের পরিণতি ঃ "হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন ঃ (খয়বর দিনের ঘটনা। যুদ্ধে মুসলমানেরা বিজয়ী হয়েছে এবং শত্রু ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেছে) সাহাবীদের কয়েকজনসহ নবী (সাঃ) ময়দান ঘুরেফিরে দেখছেন। তাঁরা নবীকে বল্লেন, অমুক-অমুক শহীদ হয়েছে। অতঃপর তাঁরা সামনে অগ্রসর হওয়ার পর এক মৃত ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তাঁরা বল্লেন, অমুক ব্যক্তিও শহীদ হয়ে গেছে। নবী (সাঃ) বল্লেন, না কক্ষনো না। তাকে তো আমি জাহান্নামে দেখতে পেলাম। কারণ সে (গানিমাতের) একটি চাদর অথবা কোর্তা আত্মসাত করেছিলো।

অতঃপর নবী (সাঃ) বললেন, হে ইবনে উমর যাও এবং লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, মুমিন ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি (ইবনে উমর)

www.amarboi.org

বল্লেন, অতঃপর আমি বের হয়ে এ ঘোষণা করলাম– মুমিন ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না"। (মুসলিম)

মহানবী (সাঃ) অন্যত্র বলেন ঃ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ–

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই।"

✪ **ব্যাপক জনমত সৃষ্টি ঃ** ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আরও একটি কাংখিত মান হলো সর্বশক্তি দিয়ে ব্যাপক দাওয়াতের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করা। কেননা, ইসলামী বিপ্লব ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার না হয়। প্রতিটি কর্মীদের মধ্যে দায়ী'র বেশিষ্ট্য তখনই ফুটে উঠবে যখন সে ব্যাপক ভাবে সর্বস্তরে দাওয়াতী কাজ করবে।

✪ **অতিরিক্ত কিছু গুণাবলী ঃ** ইসলামের বিজয়ের জন্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সাংগঠনিক, আদর্শিক, চারিত্রিক, ইলমী ও ফিকরী মানের সাথে সাথে আরও কিছু বৈষয়িক গুণাবলী অর্জন করা অপরিহার্য। যেমন–

১। **প্রশাসনিক যোগ্যতা অর্জন ঃ** ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রশাসনিক যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তবে সেই যোগ্যতা হবে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক যোগ্যতা। কেননা যদি দুর্নীতি পরায়ণ কোন প্রশাসক হয় তবে হাজারো যোগ্যতা থাকার পরেও সে যোগ্যতার সাথেই দুর্নীতি করতে পারে। তাই প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত, সৎ ও যোগ্য প্রশাসক।

২। **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ইসলামীকরণ ঃ** ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এ দুটি বিষয়কে পুরোপুরি আয়ত্ব করতে হবে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ইসলামীকরণ করতে হবে। এ দুটো যদি মুসলমান বানানো যায়, তাহলে মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে।

৩ **নিজের ভাষা ছাড়া আরো দু'টি ভাষার দক্ষতা অর্জন ঃ** ভাষা দু'টি হলো আরবী ও ইংরেজী। কেননা, বিশ্বের কোন একটি দেশেও ইসলামী বিপ্লব হবে না যদি তার স্বপক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি না হয়। এ দু'টি ভাষা জানলে সারা বিশ্বে জনমত সৃষ্টি করা যাবে।

✪ **ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের অপরিহার্য শর্তাবলী ঃ** মরহুম মাওলানা মওদুদী (রহঃ) বলেন ঃ ইসলামের নামে কোন দল যদি ক্ষমতা লাভ করে, অথচ সে দলের নেতা-কর্মীদের ইসলামী চরিত্র পাকাপোক্ত না হয়, তারপর যদি তারা খিয়ানতকারী প্রমাণিত হয়, ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করে, ব্যক্তি স্বার্থ ও প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার জন্যে ইনসাফ ও আমানতের কবর রচনা করে, জাতীয় অর্থ আত্মসাত করা শুরু করে, নিজেকে আইনের উর্ধ্বে মনে করে, ক্ষমতা লাভের সাথে সাথে চারিত্রিক অধঃপতন শুরু হয়, তাহলে চিরদিনের জন্যে এখানে ইসলাম বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা

www.amarboi.org

শেষ হয়ে যাবে। শুধু এ দেশেই নয়, সারা দুনিয়ায় ইসলাম সম্পর্কে নৈরাস্য সৃষ্টি হবে।

এজন্যে এটাকে আল্লাহ্‌র রহমত মনে করুন যে, তিনি আপনাদেরকে ঈমান ও চরিত্রের দিক দিয়ে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে অগ্নি পরীক্ষার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করাচ্ছেন এবং সময়ের পূর্বে আপনাদের উপরে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন না। যখন আল্লাহ্ তা'আলা জানবেন যে, এখানে এমন একটি সংগঠন তৈরী হয়েছে, যার মধ্যে খাঁটি সোনা পাওয়া যায় এবং খাদ থেকে তারা পাক-পবিত্র হয়েছে, যাদের আমানতদারী ও খোদাভীতি নির্ভরযোগ্য, যারা গর্ব, অহংকার, ঔদ্ধত্য, আমিত্ব ও প্রবৃত্তির লালসা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছে, যারা নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে নয় বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাই চায়, তখন আল্লাহ্‌র ফযলে আশা করা যায় যে, তিনি এমন পার্থিব সাফল্যও দান করবেন, যেমন তিনি তাদের পূর্বসূরীদের দান করেছেন"। (মজলিসে মওদুদীঃ এশিয়া মে–১৯৯২)

✪ **সংকল্প গ্রহণ ঃ** ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রথমে আল্লাহ্‌র একজন নেক ও প্রিয় বান্দাহ্ হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। অতঃপর এ উদ্দেশ্যে প্রাণপণ চেষ্টা-চরিত্র, শ্রম ও সাধনা করতে হবে। ভাল হওয়ার সবচেয়ে ফলপ্রসূ পন্থা যেহেতু নামায সেই জন্য সর্বপ্রথম নামাযকে নামাযের মত করে আদায় করতে হবে। তা যদি করতে পারি তাহলেই একজন আন্দোলনের কর্মী, একজন মুজাহিদের কাংখিত গুণাবলী ও মান অর্জন করা সম্ভব হবে। সম্ভব হবে সাংগঠনিক মান, নৈতিক ও আদর্শিক মান, ইসলামী ও ফিকরী মান এবং বৈষয়িক মানসহ সব মানই অর্জন করা। আল্লাহ্ পাক যেন ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের জন্য আমাদেরকে উপরোক্ত কাংখিত মান অর্জন করার তাওফীক দান করেন। আমিন।

www.amarboi.org

কুরআনের আলোকে মুমিনের জিন্দেগী

মুমিনের পরিচয় ঃ কুরআনের আলোকে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

১। কাফের ও তাগুতি শক্তি– (সূরা বাকারা-৬-৭ আয়াত)

২। মুনাফিক গোষ্ঠী– (সূরা বাকারা-৮-১৫ আয়াত)

৩। মু'মিন জামায়াত (সূরা বাকারা১-৬ আয়াত)

মু'মিন কাকে বলে ঃ মুমিন অর্থ যে ঈমান এনেছে।- اَمْنٌ মূল ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। যার অর্থ নিরাপত্তা ও প্রশান্তি লাভ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে সে নিরাপত্তা ও প্রশান্তি লাভ করেছে।

ঈমান আনার মাধ্যম ঃ ঈমান আনার মাধ্যম তিনটি ঃ

১) তাশ্‌দীক বিল জিনান– অন্তরে বিশ্বাস।

২) ইক্‌রার বিল লিসান– মুখে প্রকাশ।

৩) আ'মাল বিল আরকান– কাজে বাস্তবায়ন।

ঈমান আনার মৌলিক বিষয়ও তিনটি ঃ

১) তাওহীদে বা আল্লাহ্‌র একাত্ববাদে ঈমান।

২) রিসালাতে ঈমান। (নবী, কিতাব এবং ফেরেশতার সমন্বয়ে রিসালাত।)

৩) আখেরাতে ঈমান। (মৃত্যুর পর হতে সকল বিষয় হলো আখেরাত।)

বিস্তারিত ভাবে কুরআনে পাঁচটি এবং হাদীসে ২টি মোট সাতটি বিষয়ের উপর ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে–

আল-কুরআনে ঈমানের বিষয় ঃ মহান আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ • وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ •

"যারা ঈমান আনে গায়েবে (অদৃশে) এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযি দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা ঈমান আনে সে সব বিষয়ের উপর যা আপনার উপর নাযিল হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতে যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে"। (বাকারা-৩-৪) মহান আল্লাহ্‌ আরও বলেন ঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

www.amarboi.org

"রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সব বিষয়ে যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনেরাও (বিশ্বাস রাখে)। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র (একাত্ববাদের) প্রতি, তাঁর ফিরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি। আর তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা"। (বাকারা-২৫৫)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ

"নেকীর কাজ শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং সৎ বা নেকীর কাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর"। (বাকারা-১৭৭)

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত সমূহ থেকে ঈমানের পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তা হলো ঃ ১) তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একাত্ববাদ ২) নবী-রাসূল, ৩) কিতাব সমূহ, ৪) ফেরেশতা মন্ডলী এবং ৫) আখেরাত বা পরকাল।

ঈমানে মুফাস্‌সাল বা বিস্তারিত ঈমান ঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُوْلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ •

"আমি ঈমান আনলাম- (১) আল্লাহর প্রতি, (২) ফেরেশতা মন্ডলির প্রতি, (৩)কেতাব সমূহের প্রতি, (৪) নবী-রাসূলদের প্রতি, (৫) পরকালের প্রতি, (৬) তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি এবং (৭) মৃত্যুর পর কেয়ামতের মাধ্যমে পুনরায় উত্থিত হওয়ার প্রতি।

আল-কুরআনে মু'মিনের পরিচয় ঃ

আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনে অসংখ্য যায়গায় মুমিনদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তার মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটি আয়াত নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

সূরা আনফালে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ •

"নিশ্চয় মুমিন তারাই, যখন তারা আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে তখন তাদের অন্তর কেঁপে উঠে এবং যখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা রাখে"। (আনফাল-৩)

www.amarboi.org

সূরা তাওবায় আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে, অতঃপর তারা (কাফেরদের) মারে এবং নিজেরাও মরে (শহীদ হয়ে যায়)"। (তাওবা-১১১)

সূরা নেসায় আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ •

"যারা মুমিন তারা লড়াই করে আল্লাহ্র পথে, আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতি (খোদাদ্রোহী) শক্তির পক্ষে"। (নিসা-৭৬)

সূরা হুজুরাতে আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا

"নিশ্চয় প্রকৃত মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার পর তাতে কোন সন্দেহ পোষণ করে না"। (হুজুরাত-১৫)

সূরা আহযাবে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ

"কোন ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্ত আসার পর কোন মুমিন নারী এবং পুরুষের জন্যে সে সিদ্ধান্ত মানা না মানার আর কোন এখতিয়ার থাকে না"। (আহযাব-৩৬)

মুমিন জিন্দেগীর পর্যায়সমূহ ঃ

একজন মু'মিনের দুনিয়ার জিন্দেগীকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যেমনঃ

i) ঈমান আকীদার জিন্দেগী।
ii) ইবাদত বন্দেগীর জিন্দেগী।
iii) তাকওয়ার জিন্দেগী।
iv) ব্যবহারিক জিন্দেগী।
v) ব্যক্তিগত জিন্দেগী।
vi) পারিবারিক জিন্দেগী।

www.amarboi.org

vii) সামাজিক জিন্দেগী।
viii) সাংস্কৃতিক জিন্দেগী।
ix) অর্থনৈতিক জিন্দেগী।
x) রাজনৈতিক জিন্দেগী।

কুরআন হাদীসের আলোকে নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জিন্দেগী আলোচনা করা হলোঃ

i) মুমিনের ইবাদত বন্দেগীর জিন্দেগী ঃ একজন মুমিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে অতিবাহিত হবে। যদি কোন মুমিন সুন্নত পদ্ধতি অনুযায়ী ঘুমায় তবে তার ঘুমানোর সময় টুকুও ইবাদতে পরিগণিত হবে। এমনকি স্ত্রীর সাথে মিলনও যদি সুন্নত তরীকা অনুযায়ী হয় তবুও তা ইবাদতে গণ্য হবে। সুতরাং প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ক্ষণ যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং রাসূলের (সাঃ) সুন্নত মোতাবেক মুমিন বান্দা অতিবাহিত করে তবে তার গোটা জিন্দেগী হবে ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে গণ্য। তার পরেও মৌলিক কতিপয় ইবাদত রয়েছে যা যথাযথভাবে পালন একজন মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। যেমন ঃ

প্রথম মৌলিক ইবাদত সালাত আদায় ঃ এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক আল কুরআনের অসংখ্য যায়গায় উল্লেখ করে বলেন–

وَاَقِمُ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرْ ط

"নামায কায়েম করো। নিশ্চয়ই নামায সকল প্রকার অন্যায় এবং গুনাহর কাজ থেকে দূরে রাখে"।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

"নামায কায়েম করো আমার স্মরণের জন্যে"। (ত্বহা-১৪)

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

"তোমরা সবর এবং নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করো।"

একই ভাবে আল্লাহ্ পাক অন্য যায়গায় বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

"হে মুমিনগণ! তোমরা সবর এবং নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করো"।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ • اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ •

"মুমিনেরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে। যারা তাদের নামাযে বিনয়ী"। (মু'মেনুন-১-২)

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ •

(তারাও সফলকাম) "যারা তাদের নামায সমূহকে সংরক্ষণ করে।" (মু'মেনন–৯)

www.amarboi.org

অপর পক্ষে গাফেল নামাযিদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ • اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ •

"ঐ সমস্ত নামাজিদের জন্য ধ্বংস যারা তাদের নামাযে গফেল"। (মাউন ৪-৫)

দ্বিতীয় যে মৌলিক ইবাদত তা হলো যাকাত ঃ এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন –

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ

"যারা সম্পদ ব্যয় করে তাঁরই (আল্লাহ্র) মহব্বতে"।

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُاالزَّكٰوةَ

"যারা পৃথিবীর নেতৃত্ব পেলে নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে"। (হজ্ব-৪১)

হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَاءِهِمْ

"তোমরা ধনীদের কাছ থেকে মাল গ্রহণ করো এবং গরীবদের মাঝে বিতরণ করো"।

তৃতীয় মৌলিক ইবাদত হলো সাওম ঃ

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهٗ اِلَّا الصِّيَامَ فَاِنَّهٗ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ

"মহান-মহীমাময় আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তানের প্রতিটি আ'মল তার নিজের জন্য তবে রোযা ছাড়া। কেননা, তা (রোযা) আমারই জন্য এবং এর প্রতিদান আমি নিজ হাতেই দেব।

কুরআনের বাণী–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ •

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযাসমূহ ফরয করা হলো যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের উপর ফরয করা হয়েছিল। আশা করা যায় যে এতে তোমরা খোদাভীতি অর্জন করতে পারবে"। (বাকারা-১৮৩)

তাছাড়া একজন মুমিন প্রতি মাসে নফল রোযা পালন করবে।

চতুর্থ মৌলিক ইবাদত হলো-হজ্ব পালন ঃ

তাওহীদের বাস্তব প্রশিক্ষণ এবং নমুনা হলো হজ্ব। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَاَتِمُّواالْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

"তোমরা আল্লাহ্র জন্য হজ্ব এবং উমরাহ পালন করো"। (বাকারা-১৯৬)

www.amarboi.org

ii) মুমিনের পারিবারিক জিন্দেগী ঃ একটি পরিবার স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং চাকর-চাকরানী নিয়ে গঠিত হয়। তাদের মধ্যে কার কি অধিকার এবং করণীয় তা আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যেমন–

১) পিতা-মাতার সাথে ব্যবহার ঃ-

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا• وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا•

"তোমার রব তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারও এবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তাদের মধ্যে কেউ অথবা দু'জনেই যদি তোমার জীবনকালে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিওনা এবং তাদের সাথে ভদ্রচিত কথা-বার্তা বলবে। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে নম্রভাবে মাথা নতো করে দাও এবং বলোঃ "হে আমার রব, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন করে তারা শিশুকালে আমাদেরকে দয়া-মায়া দিয়ে লালনপালন করেছেন"। (বাণী ঈসরাইল-২৩-২৪)

হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের চারটি কাজ ঃ

i) তাদের জন্য মাগফিরাতের দোআ করা।
ii) ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা।
iii) তাদের কোন প্রতিশ্রুতি বা অসিয়ত থাকলে তা পূরণ করা।
iv) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের যথাযথ সম্মান করা।

২। সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানী হবে মানুষ এবং পাথর"। (আত্ তাহরীম-৬)

৩। ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্ব ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

حَقُّ كَبِيْرِ الْاِخْوَةِ عَلٰى صَغِيْرِهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهٖ

www.amarboi.org

"ছোট ভাইদের উপর বড় ভাইদের অধিকার ঠিক তেমনই যেমন সন্তানের উপর পিতার অধিকার রয়েছে"। (বায়হাকী)

৪। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য ঃ

আল্লাহ্ পাক পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে সূরা বাকারায় উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"আর পুরুষদের (স্বামীদের) যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের (স্বামীদের) উপর নিয়ম মাফিক"। (বাকারা-২২৮)

৫) চাকর-চাকরানীদের সাথে ব্যবহার ঃ

বাড়ীতে যারা চাকর-চাকরানী থাকে তাদের অধিকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ-

হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের চাকর-চাকরানী ও দাস-দাসীরা প্রকৃত পক্ষে তোমাদের ভাই। তাদেরকে আল্লাহ্ তোমাদের অধীন বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন সে তার ভাইকে যেন তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে তাই পরায় যা সে নিজে পরে। আর সাধ্যের বাইরে যেন কোন কাজ তার উপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপাতেই হয়, তবে তা সমাধান করার জন্য তার সাহায্য করা উচিত"। (বুখারী-মুসলিম)

iii) মুমিনের সামাজিক জিন্দেগী ঃ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবন যাপন তার সৃষ্টিগত অভ্যাস। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং সাধারণ মানুষ নিয়ে সমাজ গড়ে উঠে। সুতরাং একজন মুমিনের সামাজিক জিন্দেগী কেমন হওয়া উচিত তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১। আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি দায়িত্ব ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ

"তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো যার নামে তোমরা পরস্পরের অধিকারের দাবী করে থাকো। আর ভয় করো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ব্যাপারেও"। (নিসা-১)

মহান আল্লাহ আরও বলেন–

www.amarboi.org

وَاُولُو الاَ رْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ •

"আত্মীয়গণ আল্লাহ্‌র কিতাবের আলোকে একে অপরের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে"।

(আহযাব-৬) আল্লাহ পাক বলেন– فات ذالقربى حقه •

"নিকট আত্মীয়দেরকে তার অধিকার বুঝিয়ে দাও"। (রূম-৩৮)

মহান আল্লাহ আরও বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِحْسَانِ وَاِيْتَائِ ذِى الْقُرْبٰى

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে ন্যায় বিচার, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন"। (নহল-৯০)

২। প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَبِالْوَ الِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى وَ الْجَارِالْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا •

"পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সহচর, মুসাফির এবং তোমাদের অধীনস্থদের সাথে ভাল ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারী দাম্ভিককে ভালবাসেন না"। (নিসা-৩৬)

৩। সাধারণ মুমিনদের প্রতি দায়িত্ব ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ –

"নিশ্চয় মুমিনেরা পরস্পর ভাই"। (হুজুরাত-১০)

আল্লাহ্ আরও বলেন– فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا •

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলে"। (ঈমরান-১০৩)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন– اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ •

"তোমরা মুমিনদের প্রতি হবে সহানুভূতিশীল এবং কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর"। (মায়িদাহ্–৫৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন– اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

"মুমিনেরা কাফেরদের ব্যাপারে হবে খড়গহস্থ এবং নিজেদের মধ্যে হবে রহমদীল"।

৪। অমুসলিমদের প্রতি দায়িত্ব ঃ শুধু মুসলমানদের প্রতিই নয় বরং মানুষ হিসেবে অমুসলিমদের প্রতিও কিছু কর্তব্য রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

www.amarboi.org

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ•

১) "তোমরাই হলে (মানুষের মধ্যে) সর্বউত্তম জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে"। (ঈমরান-১১০)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا•

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী জাতি বানিয়েছি। যাতে করে তোমরা গোটা মানব জাতির জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, আর রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্যে"। (বাকারা-১৪৩) আল্লাহ্ বলেন– لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ•

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। (অর্থাৎ জোর করে কোন অমুসলিমকে মুসলিম বানানো যাবে না)। (বাকারা-২৫৬)

হাদীস ঃ রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "যদি আমার কোন উম্মত অমুসলিমদের প্রতি যুলুম করে, তা হলে আমি কিয়ামতের দিন তাদের (অমুসলিমদের) পক্ষ হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে মামলা দায়ের করবো"।

iv) মুমিনদের অর্থনৈতিক জিন্দেগী ঃ মুমিন জীবনের অর্থনৈতিক লেনদেন হবে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র। তারা যেমন অন্যায় এবং অবৈধ পথে আয়-রোজগার করবে না তেমনি অন্যায় বা পাপের পথেও খরচ করবে না। তারা যেমন একদিকে অপব্যয়-অপচয়কারী হবে না তেমনি একেবারে বখীল বা কৃপণও হবে না। তাদের অর্থনৈতিক আয়-ব্যয়, লেনদেন হবে তাক্‌ওয়া ভিত্তিক।

আল্লাহ্ তাআলা তার পবিত্র কালামে হাকীমে বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ• اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ•

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি যা যমীন থেকে তোমাদের জন্যে উৎপন্ন করেছি তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয়

www.amarboi.org

করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও! জেনে রেখ, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার (কৃপণতার) আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় সুবিজ্ঞ। (বাকারা-২৬৭-২৬৮)

আল্লাহ্ আরও বলেন–

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانَ اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ •

"নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই"।

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ –اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ • وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ •

"হে নবী! তাদের সম্পদ থেকে সাদ্কাহ্ (যাকাত) গ্রহণ করুন যাতে আপনি এর দ্বারা সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং পরিশুদ্ধ করতে পারেন। আর আপনি তাদের জন্য দোআ করুন। নিঃসন্দেহে আপনার দোআ তাদের জন্য সান্তনাস্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সব কিছু শোনেন-জানেন"।

আল্লাহ্ তাআলা সুদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اِضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ •

"হে মুমিনগণ! তোমরা চক্র হারে বৃদ্ধি সুদ খেও না। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওয়াক্কুল কারীদেরকে ভালবাসেন"।

সুদ সম্পর্কে আল্লাহ্ আরও বলেন–

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ •

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সূদের অবশিষ্টাংশ পরিহার করো যদি তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হও"। (বাকারা-২৭৮)

ঘুষ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন–

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ •

"(মুমিনগণ!) তোমরা তোমাদের ধনমাল পরস্পরে বাতিল বা অন্যায় পথে ভক্ষণ

www.amarboi.org

করো না এবং মানুষের সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে ঘুষ দিও না"। (বাকারা-১৮৮)

হালাল উপার্জনের পন্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন– اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۔

"আল্লাহ্ তাআলা ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন"। (বাকারা-২৭৫)

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হালাল রুযির গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ۔

"হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা ফরজের পরে ফরজ"। (বায়হাকী)

v) মুমিন জিন্দেগীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ

একজন মুমিনের জিন্দেগীতে যে সব চারিত্রিক গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তা আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে অসংখ্য জায়গায় বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। যা কিনা মুমিনদের গোটা জিন্দেগীর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এ সম্পর্কে নিম্নে কতিপয় আয়াত তুলে ধরা হলো ঃ

আল্লাহ্ পাক সূরা মু'মেনুনের-১-৯ নম্বর আয়াতে বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۔ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ۔ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ۔ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ۔

এই আয়াতগুলোতে মুমিনদের সাতটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে ঃ

১। তারা বিনয় বা খুসু-খুজুর সাথে সালাত আদায় করে।

২। তারা বাজে-অপ্রয়োজনীয় কথা, কাজ, চিন্তা পরিহার করে।

৩। তারা সার্বিক তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধতার কাজে তৎপর।

৪। তারা যৌন চাহিদা পূরণে আল্লাহ্র দেয়া সীমা লংঘন করে না।

৫। তারা আমানতের হেফাজত করে।

৬। তারা ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

৭। এবং তারা সালাতের পূর্ণ হেফাজত বা সংরক্ষণ করে।

www.amarboi.org

সূরা-বাকারার ১৭৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ
ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى
الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا
وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

এই আয়াতে মুমিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে ঃ

১। তারা আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব এবং রাসূলদের প্রতি ঈমান আনে।

২। তারা তাদের মাল বা ধন-সম্পদ খরচ করে।

৩। তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত আদায় করে।

৪। তারা ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পূরণ করে।

৫) তারা ধৈর্য অবলম্বন করে ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে যুদ্ধের ময়দান পর্যন্ত।

সূরা আলে ঈমরানের ১৩৪ ও ১৩৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ
النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا
اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ
يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

এ আয়াত দু'টিতে মুমিনদের চারটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

১। তারা সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় আল্লাহ্র পথে খরচ করে।

২। তারা ক্রোধ বা রাগ নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা রাখে।

৩। তারা মানুষের প্রতি ক্ষমা সুন্দর আচরণ করে।

৪। এবং তারা মানবীয় দুর্বলতা বশতঃ

কোন অপরাধজনিত কাজ হয়ে গেলে সাথে সাথে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করে ক্ষমা চায় এবং জেনেশুনে পাপ কাজে জড়িত হয় না।

সূরা তাওবাহর ১১২নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক মু'মিনদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

www.amarboi.org

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ اٰلْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ •

এই আয়াতে মুমিনদের ৭টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে ঃ

১। তারা তাওবা কারী।

২। তারা ইবাদতকারী।

৩। তারা প্রশংসাকারী।

৪। তারা রোজা পালনকারী বা আল্লাহ্‌র পথে ভ্রমণকারী।

৫। তারা আল্লাহ্‌র দরবারে রুকু এবং সিজদ আদায়কারী।

৬। তারা সৎ কাজে আদেশকারী এবং অসৎ কাজে বাধাদানকারী।

৭। এবং তারা আল্লাহ্‌র বিধানের সীমা রক্ষাকারী।

সূরা ফাতাহ্ এর ২৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَا هُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ

এই আয়াতে মুমিনদের চারটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে ঃ

১। তারা কুফরী শক্তির প্রতি কঠোর এবং আপোষহীন।

২। তারা পরস্পরের প্রতি রহম দিল, মেহেরবান ও সহানুভূতিশীল।

৩। তারা রুকু ও সিজ্‌দাহ্‌র মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি সর্বদা বিনয় অবনত থাকে।

৪। তারা সকল কাজ-কামে ও সংগ্রাম সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পেতে চায়। কেননা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তাদের ঈমানী চেহারায় এ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে।

সূরা রা'দ এর ২০-২২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ • وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ • وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ •

www.amarboi.org

এখানে মুমিনদের আটটি গুণের কথা বলা হয়েছে ঃ

১। তারা আল্লাহ্‌র দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করে এবং কোন প্রকার চুক্তি লংঘন করে না।

২। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা করে।

৩। তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে।

৪। তারা আখেরাতের হিসাবের পরিণতিকে ভয় করে।

৫। তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশায় ছবর করে।

৬। তারা সালাত কায়েম করে।

৭। তারা আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক থেকে গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করে।

৮। এবং তারা খারাপ ব্যবহারের মোকাবেলায় ভাল– উত্তম ব্যবহার করে।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে একজন মুমিন জীবনের গোটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এছাড়া আরও অসংখ্য যায়গায় আল্লাহ্ পাক মুমিনদের গুণাবলীর কথা বর্ণনা করেছেন।

vi) মুমিনের জিন্দেগী হবে জিহাদী জিন্দেগী ঃ

একজন প্রকৃত মুমিন দুনিয়ার জীবনকে হেলায়-খেলায় আনন্দে-উল্লাসে কাটাতে পারে না। সে উদাসীন ভাবে জীবনিপাত করতে পারে না। বরং তার জিন্দেগী অতিবাহিত হবে নিজের নফসের তাড়না এবং তাগুতি তথা কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে। আল্লাহ্ পাক রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا•

"তিনিই সেই আল্লাহ্ যিনি তার রাসূলকে হুদা তথা জীবন বিধান এবং সত্য দ্বীন ইসলাম সহকারে পাঠিয়েছেন যাতে করে তিনি সমস্ত মতবাদের উপর তা বিজয়ী করতে পারেন। আর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট"। (সূরা ফাতাহ-২৮)

এই আয়াতে নবী-রাসুলদের যে দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে তা ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য জিহাদের কথাই বলা হয়েছে।

আল্লাহ্ পাক মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ• تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ •

www.amarboi.org

"হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলবো, যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেবে ? তা হলো তোমরা ভাল করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তোমাদেরই ধন-সম্পদ এবং জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বোঝ। (সূরা-সফ্-১০-১১)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ – وَجَاهِدُوا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ

"তোমরা আল্লাহ্র জন্য জিহাদ করো জিহাদের হক আদায় করে"। (সূরা হজ্জ–৭৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَقٰتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ–

"তোমরা তাদের (কাফের শক্তির) বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র দ্বীন পরিপূর্ণ ভাবে কায়েম হয়"।

সূরা তাওবার-১১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে এবং তারা (কাফেরদের) মারে এবং নিজেরাও মরে (শহীদ হয়ে যায়)"।

উপরোক্ত আয়াত গুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত পেতে হলে নিজের জান-প্রাণ, ধন-সম্পদ, টাকা-কড়ি দিয়ে আল্লাহ্র পথে লড়াই করতে হবে। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে– মুমিনের গোটা জিন্দেগী হবে জিহাদী জিন্দেগী।

www.amarboi.org

মানবতার মুক্তির দিশারী ইসলাম

মানবতা কি ঃ মানুষের যে প্রকৃতি তাকেই মানবতা বলে।

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَتِ-

"প্রত্যেক মানুষ তার স্বভাব জাত প্রকৃতি তথা ইসলামের উপর জন্মলাভ করে"।

প্রবৃত্তিগত ভাবে জীব জগতের শ্রেণী বিভাগ ঃ

প্রবৃত্তিগত ভাবে জীবজগৎ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত

১। ফেরেশতা মন্ডলী– মালাকুতি প্রবৃত্তি।

২। ইতর প্রাণী– পাশব প্রবৃত্তি।

৩। মানব জাতি– উভয় প্রবৃত্তি। অর্থাৎ মানুষ মালাকুতি এবং পাশব উভয় প্রবৃত্তির দ্বারা গঠিত।

মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষ ফেরেশতার চেয়েও উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে যখন নাকি তার মধ্যে মালাকুতি বা ফেরেশতিও প্রবৃত্তির একচেটিয়া প্রভাব পড়ে। আর তখনই সে হয় 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীব। আর এটাকেই বলা হয় মানবতা।

অপর পক্ষে মানুষ ইতর প্রাণীর চেয়েও নীচে নেমে যেতে পারে যখন নাকি তার মধ্যে মালাকুতি প্রবৃত্তি তথা মানবতাবোধ লোপ পেয়ে যায় এবং পাশব প্রবৃত্তির প্রভাব বিস্তার করে। আল্লাহ্ পাক সূরা আ'রাফের ১৭৯ আয়াতে বলেন ঃ

وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۔

"আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বীন ও মানুষ। যাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দ্বারা বিবেচনা করে না। যাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দ্বারা দেখে না। আর যাদের কান আছে কিন্তু তা দ্বারা শোনে না, তারাই হলো চতুস্পদ জন্তুর মতো বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। আর তারাই হল গাফেল"।

এই অবস্থা যখন মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় তখন তার মধ্যে মানবতাবোধ বলতে কিছুই থাকে না। আর তখনই সে যে কোন ধরনের অন্যায় কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। এমনও কাজ করে ফেলে যে কাজটি ইতর প্রাণী কোন পশুর পক্ষেও করা সম্ভব হয় না।

www.amarboi.org

মানুষের মধ্যে দুটি জিনিস রয়েছে ঃ

১। روح -আত্মা বা বিবেক যাকে মানবীয় প্রবৃত্তি বলা হয়। এর কাজ হলো মানুষকে ভাল এবং নেক কাজের প্রতি পরিচালিত করা।

২। نفس -তাড়না বা প্রবৃত্তি। একে শয়তান পরিচালনা করে। এর কাজ হলো দুনিয়ায় যতো অন্যায়, অপকর্ম, পাপ এবং অমানবিক কাজ রয়েছে সেদিকে ধাবিত করা। কাম-ক্রোধ, লোভ-লালসা, আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ইত্যাদিতে সদাসর্বদা জড়িয়ে রাখা। আর তখনই সে তার চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে মানুষের প্রকৃতির বিপরীত অমানবিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

দেহের উপর قلب এর প্রভাব ঃ রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةٌ اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ

"নিশ্চয় মানুষের দেহের মধ্যে গোশ্তের একটি টুকরা রয়েছে, যখন সেটি সুস্থ থাকে তখন গোটা দেহটাই সুস্থ থাকে। আর যখন সেটি দূষিত হয়ে যায় তখন গোটা দেহের অংগপ্রতঙ্গ দূষিত হয়ে যায়। আর জেনে রাখ, সেটি হলো-কালব বা অন্তকরণ"। (বুখারী মুসলিম)

ইসলামে চাহিদা বা অধিকার দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

i) حَقُّ اللّٰهِ **(আল্লাহ্র অধিকার) ঃ** আল্লাহ্র অধিকার হলো তার নির্দেশিত সকল বিধান মেনে চলা।

ii) حَقُّ الْعِبَادِ **(বান্দার অধিকার) ঃ** বান্দার হক বা অধিকার বা চাহিদা রক্ষা করা হলো মানবতা।

মানুষের অধিকার বা মানবাধিকার ঃ

প্রথমত ঃ মানুষের অসংখ্য চাহিদা বা অধিকারের মধ্যে মৌলিক অধিকার পাঁচটি। এগুলো রক্ষা করা প্রতিটি মানুষের জন্য মানবীয় দায়িত্ব।

অধিকার গুলো হলো ঃ

১। খাদ্য বা খাবার অধিকার।

২। বাসস্থান বা বসবাসের অধিকার।

৩। পোষাক বা লজ্জাস্থান ঢাকার অধিকার।

৪। শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের অধিকার।

www.amarboi.org

৫। এবং চিকিৎসা বা সেবা শশ্রুসার অধিকার।

ইসলাম এই মৌলিক মানবীয় চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে কি ধরনের ভূমিকা রাখে ঃ

১। খাদ্য বা খাবার খেয়ে বেঁচে থাকার অধিকার ঃ

ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের খাবার খেয়ে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। এই অধিকার আদায় করবে–

ক। ইসলামী রাষ্ট্রীয় সরকার। খ। প্রতিটি নাগরিক।

ক। সরকারের জন্য ইসলামের নির্দেশ ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُاالزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط

"যারা পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে প্রথমেই সালাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নাগরিকদের চরিত্র সংশোধন করে, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূর্ণ করে এবং সমাজে ভাল ভাল কাজ করার জন্য নির্দেশ দেয় এবং অন্যায় ও পাপের কাজে বাধা সৃষ্টি করে।" (সূরা হজ্জ–৪১)

এই আয়াতে ইসলামী সরকারকে রাষ্ট্রীয় ভাবে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষের যে মৌলিক চাহিদা আছে তা পূরণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হাদীসে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রাষ্ট্রীয় প্রধানদের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করার জন্য বলেন ঃ

فَالْاِ مَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ .

"রাষ্ট্রের ঈমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছে গোটা নাগরিকের উপর দায়িত্বশীল। তাকে আখেরাতে আদালতে তার এই অধিনস্থদের দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।" (বুখারী মুসলিম)

খ। প্রতিটি নাগরিকের জন্য ইসলামের নির্দেশ ঃ

প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব হলো তার আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী–সেই প্রতিবেশী আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী হোক অথবা অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী হোক কিংবা অমুসলিম প্রতিবেশী হোক না কেন তার মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখা। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেন ঃ "সে আমার দলভুক্ত নয় যে পেট পুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে।"

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ "তোমার প্রতিবেশীকে যদি তরকারী দেবার ক্ষমতা না থাকে তা হলে পানি বেশী দিয়ে ঝোল তৈরী করে সেই ঝোলটুকুই তোমার প্রতিবেশীর কাছে পৌঁছে দাও।"

www.amarboi.org

আখেরাতে জবাবদিহি ঃ হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উল্লেখ করেন ঃ "কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার বান্দাদের ধরে ধরে জিজ্ঞেস করবেন- আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম কই তুমি তো আমাকে পানি দাওনি। বান্দা উত্তরে বলবে– কই আল্লাহ্ তুমি আমার কাছে কখন পানি চেয়েছিলে আমিতো তোমাকে দেখেনি? আল্লাহ্ প্রতি উত্তরে বলবেন ঃ যেই দিন আমার পিপাসার্ত বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি যদি তাকে পানি দিতে তাহলে আমাকেই পানি দেয়া হতো। অতঃপর আল্লাহ্ প্রশ্ন করবেন– আমি তো তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, কই তুমি তো আমাকে খাবার দাওনি ? প্রতি উত্তরে বান্দা বলবে ঃ কই আল্লাহ্ তুমি আমার কাছে কখনই বা গেলে আর কখনই বা খাবার চাইলে ? আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমার ক্ষুধার্ত বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, তাকে খাবার দিলে আমাকেই খাবার দেয়া হতো। এর পর আল্লাহ্ আবার প্রশ্ন করবেন– আমি তোমার কাছে লজ্জা নিবারনের জন্য পোষাক চেয়েছিলাম, তুমি তো আমাকে সেই দিন পোষাক দাওনি ? বান্দা উত্তরে বলবে, কই আল্লাহ্ তুমি আমার কাছে কখন পোষাক চাইলে ? আল্লাহ্ প্রতি উত্তরে বলবেন ঃ যেই দিন আমার উলঙ্গ বান্দা তোমার কাছে পোষাক চেয়েছিল, তাকে পোষাক দিলে আমাকেই পোষাক দেয়া হতো"।

আল্লাহ্ পাক এই ভাবেই তার বান্দাদের মানবীয় অধিকার আদায়ের ব্যাপারে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জর্জরিত করে তুলবেন। এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ বান্দার মানবীয় অধিকার আদায় এবং মানবতা রক্ষার ব্যাপারে বান্দার অধিকারের সাথে নিজের অধিকারকে জুড়ে দিয়ে কতইনা গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

২। বাসস্থান বা ঠাঁই এর অধিকার ঃ

ক) সরকারের দায়িত্ব ঃ সূরা হজ্ব-এর ৪১ নং আয়াতে উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় ভাবে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক মানবীয় চাহিদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

খ) ব্যক্তি বা নাগরিকদের দায়িত্ব ঃ

মানুষকে আল্লাহ্ রোদ্রের তাপ ও বৃষ্টি থেকে বাঁচা এবং বিশ্রামের জন্য বাসগৃহের অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই মানবীয় অধিকার আদায় সরকার এবং নাগরিক উভয়কেই পালন করতে হবে।

৩। পোষাক বা লজ্জা নিবারণের অধিকার ঃ

ক) সরকারের দায়িত্ব ঃ সূরা হজ্জের ৪১ নং আয়াতে উল্লেখিত রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক মানবীয় চাহিদা পোষাকের ব্যবস্থা করা।

খ) ব্যক্তি বা নাগরিকদের দায়িত্ব ঃ মানুষকে আল্লাহ্ লজ্জাশীল করে পয়দা করেছেন। এই জন্য মানুষের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য পোষাকের কথা উল্লেখ করেছেন, যা মানুষের মানবিক অধিকার। এই অধিকার আদায় সরকার এবং নাগরিক উভয়কেই পালন করতে হবে।

www.amarboi.org

৪। শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের অধিকার ঃ

ক) সরকারের দায়িত্ব ঃ

(খ) নাগরিকদের দায়িত্ব ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) "মদীনায় শিক্ষিত বন্দীদের দিয়ে তার নাগরিকদেরকে শিক্ষা দেবার শর্তে মুক্ত করে দিতেন"।

"অভাবী শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিজ স্ত্রীদের মোহ্‌রানা হিসেবে শিক্ষা দেবার শর্তে বিবাহ দিয়ে দিতেন"। এই দায়িত্ব সরকার যেমন পালন করবে তেমনি প্রতিটি নাগরিক পালন করবে।

আল্লাহ্ পাক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে প্রথম আয়াত নাযিল করেন–

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ• خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ• اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ• الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ• عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ•

"(হে রাসূল) পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন! আপনার রব মহা সম্মানিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। যা মানুষের জানা ছিলনা।" (সূরা আলাক-১-৫)

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে বেশী ভয় করে সে কথা উল্লেখ করে বলেন

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

"নিশ্চয় তাঁর বান্দাদের মধ্যে আলেম তথা জ্ঞানীরাই আল্লাহ্‌কে বেশী ভয় করে থাকে"।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সকল মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন ঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمِيْنَ وَمُسْلِمَةٍ

"প্রত্যেক পুরুষ এবং নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।"

প্রবাদ ঃ نَوْمُ الْعُلَمِ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ

"আলেম ব্যক্তির নিদ্রা জাহেল ব্যক্তির ইবাদতের চেয়ে উত্তম।"

সুতরাং পুরুষ-নারী সকলের জন্য ইসলামের মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা অবশ্যই করণীয় কর্তব্য। আর এই কর্তব্য পালনের জন্য রাষ্ট্রীয় ভাবে এবং নাগরিকদের পক্ষ থেকে শিক্ষার ব্যবস্থা করা মানবিক দায়িত্ব।

৫। চিকিৎসা বা সেবা শশ্রুসা পাবার অধিকার ঃ প্রতিটি নাগরিকের চিকিৎসা সেবা পাবার অধিকার রয়েছে।

www.amarboi.org

ক) সরকারের দায়িত্ব ঃ

খ) ব্যক্তি বা নাগরিকদের দায়িত্ব ঃ

হাদীস ঃ পিড়িত ব্যক্তি যদি দুষমনও হয় তবুও তাকে দেখতে যেতে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। রুগীকে দেখতে যাওয়া ইবাদততুল্য বলে হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

রাসূল (সাঃ) রুগীকে দেখতে গেলে গায়ে হাত বুলিয়ে দোআর মাধ্যমে রোগ মুক্তি কামনা করতেন।

সুতরাং সরকারী ভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং নাগরিকদের পক্ষ থেকে সেবা ও সহানুভূতির প্রদর্শনের মাধ্যমে অসহায় রুগীদের চিকিৎসা এবং সেবা প্রদান মানবিক অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ইসলাম বিশেষ ভাবে তাগাদা দিয়েছে।

অন্যান্য মানবীয় অধিকার পূরণে ইসলামের ভূমিকা ঃ

১। জীবন রক্ষা করার অধিকার ঃ প্রতিটি মানুষের নিজের জীবনকে রক্ষা করার অধিকার রয়েছে। এই জন্য আল্লাহ্ পাক রাষ্ট্রীয়ভাবে 'কেসাসের' (বদলা) ব্যবস্থা করে মানুষের জীবনকে রক্ষা করার মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

২। ধন-সম্পদ রক্ষা করার অধিকার ঃ প্রতিটি মানুষের নিজের ধন-সম্পদ এবং মান-সম্মান রক্ষার অধিকার ইসলাম সংরক্ষণ করেছে। এজন্য নিজের বৈধ সম্পদ রক্ষার জন্য যদি কেউ নিহত হয় তবে সে শহীদ হবে বলে রাসূল (সাঃ) হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

৩। জুলুম থেকে বাঁচার অধিকার ঃ প্রতিটি মাজলুম ব্যক্তিকে জালেমের হাত থেকে রক্ষার জন্য ইসলামী বিচার ব্যবস্থা 'তাযিরাত' বা দন্ডবিধি প্রয়োগের মাধ্যমে মানবীয় অধিকার সংরক্ষণ করেছে। তাছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রতিটি মানুষকে তার এই অধিকার সংরক্ষণের জন্য বলেন ঃ

اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا اِنْ يَّكُ ظَالِمًا فَارْدِدْهُ مِنْ ظُلْمِهٖ وَاِنْ يَّكُ مَظْلُوْمًا فَا نْصُرْهُ-

"তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর-সে জালেম হোক অথবা মাজলুম হোক। যদি সে জালেম বা অত্যাচারি হয় তবে তার জুলুমের হাতকে চেপে ধরো। আর যদি সে মাজলুম বা অত্যাচারিত হয় তবে তার পক্ষ অবলম্বন করে তাকে সাহায্য করো"। (দারেমী)

৪। নিরাপদে বসবাসের অধিকার ঃ এই অধিকার সকল মানুষের। এই জন্য ইসলামী সরকার মানুষের নিরাপদে বসবাসের জন্য গ্যারান্টি দিয়েছে।

www.amarboi.org

৫। ন্যায় বিচার পাবার অধিকারঃ মানুষ যাতে তার মানবিক অধিকার হিসেবে ন্যায় বিচার পায় এই নিশ্চয়তা প্রদান করে আল্লাহ্ পাক বিচারক বা শাসকদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ–

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে ন্যায় বিচার এবং ইহ্সান বা সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন"।

কতিপয় দৃষ্টান্ত ঃ

i) মক্কা বিজয়ের পর কোরাইশ বংশের একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ফাতেমা নামীও মেয়ে চুরির অপরাধে অপরাধী হয়। এতে তার বংশীয় মর্যাদার দিকে তাকিয়ে ওসামা বিন যায়েদের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) কে তার হাত কাটা থেকে অব্যাহতি দেবার অনুরোধ করা হলে-রাসূল (সাঃ) রাগান্বিত সূরে বললেন, আমার প্রাণাধিক প্রিয় মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করতো, তাহলেও আমি তাকে আল্লাহ্র নির্দেশ হাত কাটার বিধান হতে রেহায় দিতাম না।

ii) হযরত উমরের খেলাফত কালে নিজের ছেলেকে মদ খাবার অপরাধে 'হদ' হিসেবে বিচারকের ভূমিকায় তিনি নিজে আশি বেত্রাঘাত করেছিলেন।

তাছাড়া তিনি একবার তার খেলাফতের আমলে কোন মামলার আসামী হয়ে বিচারকের সামনে হাজির হলে-বিচারক তাকে একটু সম্মান দিলেন, এতে তিনি মন্তব্য করলেন– "প্রথমেই আপনি একটু বেইনসাফী করলেন।"

iii) হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফত কালে নিজের ঢাল চুরি হয়ে যাবার জন্য এক ইহুদীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন। আদালত উভয়কে হাজির হতে নির্দেশ দেন। অতঃপর কাজী বাদী হযরত আলী (রাঃ)কে তার পক্ষ থেকে স্বাক্ষ্য পেশ করার জন্য আহবান জানান। স্বাক্ষী ইসলামী আইন সম্মত না হবার কারণে বিচারক ইহুদীর পক্ষে রায় ঘোষণা করেন।

iv) সুলতান নাসিরুদ্দীন তীর নিক্ষেপ প্রাকটিস করার সময় এক বিধবার সন্তানের গায়ে তীর বিদ্ধ হয়ে মারা যায়।এতে বিচারক তাঁকে আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দেন এবং 'কেসাসের' বিধান অনুযায়ী তাকে দিয়াত অর্থাৎ রক্ত পন আদায়ের নির্দেশ দেন। এই ভাবে ইসলাম মানবতা রক্ষার অসংখ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

৬। **মান-সম্মান রক্ষার অধিকার**। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে কিছু না কিছু মান-সম্মান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এটা তার মানবীয় অধিকার। এই অধিকার রক্ষার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক পুরুষ এবং নারী সকলকেই নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ "কোন মুমিন যেন অন্য কোন মুমিনকে বিকৃত নামে না ডাকে এবং কোন পুরুষ ও নারী যেন অন্য কোন পুরুষ ও নারীকে উপহাস না করে।" তাছাড়া মানুষের প্রতি মানুষের সুধারণাই পোষণ করতে বলা হয়েছে। এটাই মানুষের জন্য সম্মান জনক। আর যে

www.amarboi.org

সব বিষয় মানুষের জন্য অপমানকর তা থেকে দূরে থাকতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে, যেমন– কুধারণা, গীবত, চোগলখোরী, মিথ্যা অভিযোগ ইত্যাদি। এতে মানুষের মান-সম্মানের হানি হয়। মানুষকে সমাজে হেয় করা হয়। যা মানবাধিকারের খেলাপ।

৭। বড়দের অধিকার ঃ বড়দের প্রতি সম্মান করা এটা ইসলামের নির্দেশ। রাসূল (সাঃ) এর গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন ঃ "তারা আমার দলভুক্ত নয় যারা বড়দেরকে সম্মান করে না।"

৮। ছোটদের অধিকার ঃ বড়রা যেমন ছোটদের কাছে সম্মান পাবে তেমনি ভাবে ছোটরাও বড়দের কাছ থেকে স্নেহ-আদর পাবে। এটা তাদের মানবীয় অধিকার। এই অধিকারের কথা বলতে গিয়ে রাসূল (সাঃ) একই হাদীসে উল্লেখ করেন "তারাও আমার দলভুক্ত নয় যারা ছোটদেরকে স্নেহ করে না।"

৯। পিতা-মাতার অধিকার ঃ প্রতিটি সন্তানের উচিত পিতা-মাতার সম্মান করা। এটা সন্তানের কাছে পিতা-মাতার মানবীয় অধিকার। পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا• وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا•

"তোমার রব নির্দেশ দিচ্ছেন যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদেরকে লক্ষ্য করে কখনও 'উহ' শব্দটিও উচ্চারণ করবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না। বরং তাদের সাথে সম্মানজনক ও নরম ভাষায় কথা বলবে। আর তাদের উদ্দেশ্যে বিনয়ের বাহু বাড়িয়ে দেবে। আর বলবে হে আমার রব! আমার পিতা-মাতা ছোট বেলায় যেমন আমাকে দয়া-মায়া দিয়ে লালন-পালন করেছেন, তুমি তাদেরকে তেমনিই দয়া করো।" (বাণী ইসরাইল-২৩)

মাতার বিশেষ মর্যাদার কথা বলতে গিয়ে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ• "জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে"

একবার এক ব্যক্তি নবী পাক (সাঃ) এর কাছে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র নবী (সাঃ), আমার পিতা-মাতা উভয়ে বেঁচে আছেন। তাদের মধ্যে কাকে বেশী সম্মান এবং খেদমত করবো ? রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ তোমার মাকে! তার পর কাকে ? তোমার মাকে! তার পর কাকে ? তোমার মাকে ! তার পর কাকে ? তোমার

www.amarboi.org

পিতাকে। হাদীসে এখানে রাসূল (সাঃ) মাকে পিতার চেয়ে তিনগুণ বেশী সম্মান এবং খেদমত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১০। বড় ভাই-বোনদের অধিকার ঃ ইসলামে বড় ভাই বোনদের বিশেষ সম্মান দিয়ে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ বড় ভাই হলো পিতাতুল্য এবং বড় বোন হলো মাতাতুল্য। রাসূল (সাঃ) বড় ভাই এর বিশেষ অধিকারের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

حَقُّ كَبِيْرِ الْإِ خْوَةِ عَلٰى صَغِيْرِهِمْ حَقُّ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهٖ

"সন্তানের উপর যেরূপ পিতার অধিকার রয়েছে তেমনি ছোট ভাই-বোনের উপরও বড় ভাইয়ের অধিকার রয়েছে"।

১১। আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার ঃ আত্মীয়-স্বজন তিন কারণে হয়ে থাকে– রক্ত সম্পর্কীয়, বৈবাহিক সম্পর্কীয় এবং বন্ধু সম্পর্কীয় কারণে। প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের উপর সম্মান এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানবীয় অধিকার রয়েছে। মানবীয় সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বসবাস করে সেই সমাজে আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয় না।"

১২। প্রতিবেশীর অধিকার ঃ প্রতিবেশী তিন প্রকার–ক) আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী, খ) অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী এবং গ) অমুসলিম প্রতিবেশী। প্রথম শ্রেণীর প্রতিবেশীর তিনগুণ অধিকার, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিবেশীর দ্বিগুণ অধিকার এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিবেশীর এক গুণ অধিকার রয়েছে।

সুতরাং মানুষ মাত্রই প্রতিবেশী। এতে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র জাতির কোন পার্থক্য ইসলামে করেনি। রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "একবার জিবরাইল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে এত বেশী তাগাদা দিতে থাকলেন যে, আমার মনে হলো যেন তিনি তাদেরকে উত্তরাধিকার বানিয়ে দিবেন।" অতএব মানবীয় মৌলিক চাহিদা সহ ব্যবহারীক জিন্দেগীর যাবতীয় অধিকার এবং সম্মান একজন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর কাছে ভোগ করার অধিকার রাখে।

১৩। চাকর-চাকরানীর অধিকার ঃ আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আবার আল্লাহ্‌ই মানুষকে মানুষের অধিনস্থ বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যারা চাকর-চাকরানী তারাও মানুষ। এখানে কোন ভেদাভেদ নেই। রাসূল (সাঃ) চাকর-চাকরানীদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন ঃ "তারাও তোমদের ভাই, সুতরাং তোমরা যা খাবে, তাকেও তা খাওয়াবে এবং তোমরা যা পরবে তাকেও তা পরাবে।" ইসলামের কি সাম্য! কি মহানুভবতা! যা অন্য কোন ধর্মে এর নজির পাওয়া যায় না।

১৪। শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার ঃ শ্রমজীবি মানুষ তার মালিকের কাছে অনেক অধিকার ভোগ করে। শ্রমিকদের বিশেষ মর্যাদার কথা বলতে গিয়ে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ "শ্রমিকেরা আল্লাহ্‌র বন্ধু।"

www.amarboi.org

তাছাড়া তাদের পারিশ্রমিকের পাওনা টাকা তো দেবে, কিন্তু এমন ভাবে দেবে, এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ "তোমরা শ্রমিকদের গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাবার পূর্বেই তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" এছাড়াও ইসলাম এত মানবিক যে, মালিকদের নসিহত করে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "রমযান মাসে শ্রমিকদের কাজ কিছুটা লাঘব করো।" এছাড়া এও বলা হয়েছে "তোমরা যখন কোন কাজ দেবে তখন সেই কাজ সমাধা করার জন্য তাকে সাহায্য করবে।" এভাবে ইসলাম শ্রমজীবী মানুষের মানবীয় অধিকার আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

১৫। **নাগরিকদের অধিকার ঃ** ইসলামী রাষ্ট্রে নাগকিরদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ইসলাম ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। ইসলামের নির্দেশ– যারা রাষ্ট্রের প্রধান হবে তারা প্রভু হবে না, বরং তারা হবে নাগরিকদের খাদেম, রাখাল। এই জন্যই দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরে ফারুক (রাঃ) রাতের অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতেন তাঁর নাগরিকরা কেউ না খেয়ে রাত্রি যাপন করছে কিনা ? তাইতো তিনি একবার এক অসহায় না খাওয়া পরিবারের জন্য নিজের পিঠে আটার বস্তা নিয়ে সেই অসহায় পরিবারের কাছে পৌঁছে নিজ হাতে রুটি তৈরী করে পরিবারের না খাওয়া সন্তানদের খাবার ব্যবস্থা করে নিজের দায়িত্বের দায়ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। সুতরাং রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা আদায় সহ যাবতীয় অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ইসলাম বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে। আর রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার না আদায়ের জবাবদিহিতা শুধু নাগরিকদের কাছেই করলে চলবেনা আখেরাতে আদালতে মহান আল্লাহ্‌র কাছেও জবাবদিহি করতে হবে। রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

فَالْإِمَامُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন গোটা নাগরিকের উপর দায়িত্বশীল। তাকে আখেরাতে আদালতে তার এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।" (বুখারী মুসলিম)

১৬। **সংখ্যালঘুদের অধিকার ঃ** যখন ইসলামী রাষ্ট্রে জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে কোন অমুসলিম নাগরিক আনুগত্য প্রকাশ করবে তখন সরকারের দায়িত্ব হয়ে পড়বে সংখ্যালঘুদের মৌলিক চাহিদাসহ যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ করা। তার জান-মাল ইজ্জত-আবরুর সংরক্ষণ করার জিম্মাদার হবে ইসলামী সরকার। তাদের প্রতি কোন যুলুম করা যাবে না। এ ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "যদি কেহ সংখ্যালঘুদের প্রতি যুলুম করে, তবে আমি কিয়ামতের দিন সংখ্যালঘুদের পক্ষ অবলম্বন করে যালেমদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে মামলা দায়ের করবো।" তাদের ধর্মানুভূতিতেও আঘাত করা যাবে না। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ "তোমরা তাদের দেব-দেবীদের গালি দেবে না। তা হলে তারাও তোমাদের আল্লাহ্‌কে গালি

www.amarboi.org

দেবে"। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, তাদের দেব-দেবীকে গালি দেওয়া মানে হলো নিজের আল্লাহ্‌কে গালি দেওয়া।

১৭। নারীদের বিশেষ অধিকার ঃ আইয়্যামে জাহেলিয়াতে যখন নারীদের অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। অধিকার তো দূরের কথা তাদের বেঁচে থাকায় দুস্কর ছিল। নারীদের প্রতি এই অমানবিক আচরণের প্রেক্ষিতে রাসূল (সাঃ) তাদের বিশেষ মর্যাদা দিয়ে তাদের মানবীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঘোষণা করেন-

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ–

"জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে।" তিনি নারী জাতিকে মায়ের মর্যাদায় আসীন করলেন। তিনি আরও ঘোষণা দিলেন, "যার প্রথম সন্তান মেয়ে হবে সেই হবে সৌভাগ্যমান।" তাছাড়া তিনি পুরুষের চেয়ে মেয়েদের তিনগুণ অধিকার আদায়ের কথা উল্লেখ করে বলেন "একবার জনৈক এক ব্যক্তি এসে রাসূল (সাঃ) কে প্রশ্ন করলেন ঃ আমার পিতা-মাতা, উভয়েই বেঁচে আছে, এখন তাদের মধ্যে কার আগে খেদমত করবো ? রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তোমার মায়ের। তার পর কার ? রাসূল বলেনঃ তোমার মায়ের। তার পর কার হে রাসূল (সাঃ) ? তিনি বলেন ঃ তোমার মায়ের। এর পর কার ? এবার রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ তোমার পিতার।"

১৮। যুদ্ধের সময় মানবতা ঃ যুদ্ধের সময় সৈন্য বাহিনী স্বাভাবিক ভাবেই উগ্র থাকে। বিজয়ের পর তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে অনেক অমানবিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। তাই রাসূল (সাঃ) যখনই তাঁর মুজাহীদ বাহিনীকে অভিযানে পাঠাতেন তখনই তিনি তাদেকে কিছু হেদায়েত দিতেন যা ছিল অত্যন্ত মানবিক। তিনি তার মুজাহীদ বাহিনীকে সমবেত করে বলতেন ঃ "যখন তোমরা যুদ্ধে বিজয়ী হবে, তখন বাগান পুড়াবে না এবং ক্ষেত-খামার নষ্ট করবে না। নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট করবে না। শিশুদের হত্যা করবে না।" কি মহানুভবতা ? কি মানবতা ? এর নজির পৃথিবীতে কোন যুগে কোন সময় এবং কোন ধর্মেও পাওয়া যায় না।

যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি মানবতা ঃ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যারা বন্দী হয়ে আসে তাদের সাথে ব্যবহারের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ দিতে গিয়ে রাসুল (সাঃ) বলেনঃ বন্দীদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। দূর্ব্যবহার করবে না। 'দিয়াত' বা মুক্তিপণের মাধ্যমে বন্দী বিনিময় করবে। এমনকি রাসূল (সাঃ) বন্দীদের মধ্যে যারা শিক্ষিত ছিল তাদের দিয়ে নিজ নাগরিকদের শিক্ষা দানের সুযোগ করে দিয়ে তাদের সেটাই মুক্তিপণ হিসাবে গ্রহণ করে মুক্ত করে দিতেন।

বন্দীদের প্রতি মানবতাঃ এর উদাহরণ রাসুল নিজে দেখিয়েছেন। তাঁর আচরণে এক বন্দি ইসলাম কবুল করে নেই। তাঁর নিজের বক্তব্য ঃ "সে বলে আমাকে যখন বন্দী করে এনে মদীনার মসজিদের খুটিতে বেঁধে রাখা হয়, বন্দী অবস্থায় রাসূল (সাঃ) এর

www.amarboi.org

আচরণে আমার মধ্যে এমন প্রভাব পড়ে যে, এর পূর্বে আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি ছিল মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট দেশ ছিল মদীনা। কিন্তু ইসলাম কবুল করার পর আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হয়ে যান প্রিয় নবী (সাঃ) এবং সবচেয়ে প্রিয় দেশ হয়ে যায় মদীনাতুন মানাওয়ারা"।

অন্যান্য পশু-পাখিদের প্রতি মানবতা ঃ ইসলামে মানবতা শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং আল্লাহ্ তাআলার সকল সৃষ্টি জীবের প্রতি ইসলাম মানবতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। কুকুরের প্রতি মানবতা প্রদর্শনের প্রতিফল ঃ আল্লাহ্র সৃষ্টি জীবের মধ্যে সবচেয়ে ইতর ও নিকৃষ্ট সৃষ্টি জীব হলো কুকুর। যা ঘরে অবস্থানের কারণে রহমতের ফেরেশতা অবস্থান করে না। সেই জীবকে পীপাসার্ত অবস্থায় একজন মহা পাপী পতিতা মহিলা পানি পান করিয়ে মানবতা প্রদর্শনের কারণে জান্নাত লাভ করে। মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

قَالَ غُفِرَ لِاَ مْرَأَةٍ مَوْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلٰى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَاَوْثَقَتْهُ بِخِمَرِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَلَهَا بِذٰلِكَ-

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ "এক ব্যভিচারিণীকে কেবল এই কারণে ক্ষমা করে দেয়া হয় যে, সে যখন একটি কুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে কুকুরটি একটি কূপের পাশে বসে (পিপাসার কারণে) হাপাচ্ছিল। পানির পিপাসা তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। সেই পতিতা নারী নিজের মোজা খুলে উড়নার সাথে বাঁধাল। তারপর তা কূপে ছেড়ে দিয়ে পানি তুলে আনল (এবং তাকে পান করাল)। এই মানবতার কারণে তাকে (তার জেনার অপরাধ) ক্ষমা করে দেয়া হলো"। (বুখারী ৩০৭৫ নং)

২। বিড়ালের প্রতি মানবতা বিরোধী আচরণে প্রতিদানঃ অপর পক্ষে একটি বিড়ালকে কষ্ট দিয়ে মারার কারণে এক মুমিন মহিলাকে জাহান্নামে যেতে হয়েছে। এই সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

قَالَ دَخَلَتْ اِمْرَأَةُ النَّارَ فِىْ هِرَّةٍ وَبَطَهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلْ مِنْ خِشَاشِ الْاَرْضِ -

তিনি বলেন ঃ "এক মহিলা একটি বিড়ালের কারণে দোযখে গিয়েছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু তাকে না কোন খাবার দিয়েছে, না ছেড়ে দিয়েছে, যাতে সে মাঠের পোকা-মাকড় খেয়ে (জীবন ধারণ করতে) পারত।"

www.amarboi.org

৩। উড়ন্ত পাখিকে খাঁচায় বন্দী রাখা অমানবিক ঃ এই ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) উড়ন্ত পাখিকে খাঁচাই আটকিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। কেননা এতে পাখির অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়।

৪। পাখির বাসা ভেঙ্গে ফেলা অমানবিক ঃ রাসূল (সাঃ) পাখির বাসা ভেঙ্গে ফেলতে নিষেধ করেছেন। তার কারণ মানুষের আশ্রয়স্থল হল বাড়ি আর পাখীর আশ্রয়স্থল হলো তাদের বাসা।

৫। উটকে খেতে না দেয়া অমানবিক ঃ রাসূল (সাঃ) একবার এমন একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন (পরিশ্রম ও ক্ষুধায়) যার পেট পিঠের সাথে লেগে গিয়েছিল। তখন এই অবস্থা দেখে তিনি বললেন ঃ "এসব বোবা পশুদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। সুস্থ-সবল অবস্থায় এদের উপর চড়ো এবং সুস্থ-সবল অবস্থায় এদের ফেলে রাখ।" অর্থাৎ ফেলে রাখা অবস্থায় তাদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করো। (আবু দাউদ)

৬। পশু জবেহ করার সময়ও মানবতা ঃ আল্লাহ্ তাআলা মানুষের জন্য কতকগুলো পশুকে হালাল করে দিয়েছেন। আর তাদের হালাল করে খাবার জন্য আল্লাহ্‌র নামে জবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সেই জবেহ করার সময়ও ইসলাম মানবতা প্রদর্শন করেছে। রাসূল (সাঃ) বলেন, "তোমরা যখন পশু পাখি জবেহ করবে তখন ধারল অস্ত্র দ্বারা জবেহ করবে।" (কেননা ভোতা অস্ত্র দ্বারা জবেহ করলে তারা বেশী কষ্ট পায়।)

৭। একটি প্রাণীকে ভালবাসার কারণে সাহাবীর বিশেষ উপাধি লাভ ঃ রাসূল (সাঃ) একবার বিশিষ্ট সাহাবী আঃ রহমান কে ডাকলেন, তিনি বিড়ালকে অত্যধিক ভালবাসতেন। তাই তিনি বিড়ালকে সঙ্গে করে নিয়েই হাজির হলেন। রাসূল (সাঃ) তাকে এই অবস্থায় দেখে "আবু হুরাইরা" (বিড়াল ওয়ালা) বলে উপাধিতে ভূষিত করলেন। যিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে হাদীসের পাতায় খ্যাত হয়ে আছেন।

উপরোক্ত উদাহরণ থেকে বুঝা যায়, কেবলমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই ইসলাম মানবতা প্রদর্শন করে নাই, বরং আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টি জীবের প্রতিও ইসলাম মানবতা প্রদর্শন করেছে। যার নজির মানবতার বন্ধু মহাম্মদ (সাঃ) বাস্তব জীবনে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

বর্তমান বিশ্বে মানবতা দাবীদারদের ভূমিকা ঃ বর্তমান আধুনিক বিশ্বে মানবতা রক্ষার শ্লোগান উঠেছে। যারা এই শ্লোগান দিচ্ছে তারাই সবচেয়ে বেশী মানবতা বিধ্বংশকারী। তার প্রবক্তা হচ্ছে স্ব-ঘোষিত মড়ল ল্যাতিন আমেরিকা। এই শ্লোগানের প্রবক্তা আমেরিকা নিজেই মানবতার চরম দুষমন। সে মানবতার শ্রষ্টা ইসলাম এবং তার অনুসারীদের ধ্বংস করে ফেরাউনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই

www.amarboi.org

জন্য সে মুসলিম দেশগুলোকে সন্ত্রাসী দেশ, ইসলামকে সন্ত্রাসের ধর্ম এবং তার অনুসারীদেরকে সন্ত্রাসী অপবাদ দিয়ে মারণাস্ত্র দ্বারা হামলা চালিয়ে চরমভাবে মানবতাকে বিধ্বংস করছে। আর যারা ইসলাম এবং মুসলমানদের শত্রু তাদেরকে সাহায্য সহযোগীতা করে যাচ্ছে। তার নযীর–

ক) ফিলিস্তিনকে ধ্বংস করছে পরগাছা ইহুদী ইসরাইলের দ্বারা।

খ) কাশ্মীরকে ধ্বংস করছে মুশরিক ভারতের দ্বারা।

গ) চেচনিয়াকে ধ্বংস করছে নাস্তিক্যবাদ রাশিয়া দ্বারা।

ঘ) তুরস্ককে ধ্বংস করছে সেই দেশেরই আমেরিকার লালিত ক্রীড়নক ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের দ্বারা।

ঙ) বসনিয়াকে ধ্বংস করছে পাশ্চাত্যবাদী সার্বদের দ্বারা।

চ) আলজেরীয়াকে ধ্বংস করছে আমেরিকার ক্রীড়নক ধর্মনীরপেক্ষবাদী সামরিক জান্তাদের দ্বারা।

ছ) আফগানস্তানকে ধ্বংস করছে স্বয়ং নিজে এবং তার দোস্ত বৃটেন ও আফগানিস্তানে পালিত তার দোষরদের দ্বারা।

জ) নিষিদ্ধ মরণাস্ত্র তৈরী এবং সন্ত্রাসের ধোয়া তুলে ইরাককে আক্রমণ করে দখল করে নিয়ে আমেরিকার বুশ এবং বৃটেনের ব্লেয়ারের যৌথ বাহিনী প্রতিনিয়ত আক্রমণ করে নারী-পুরুষ এবং শিশুদেরকে হত্যা করছে এবং বন্দীদের প্রতি চরম ও অমানবিক নির্যাতন করে মানবতাকে চরমভাবে ভুলণ্ঠিত করে চলেছে।

এভাবে সারা পৃথিবীর মুসলমানদের উপর বিভিন্ন ভাবে হামলা চালিয়ে আমেরিকা মানবতা ধ্বংসের মহানায়কে পরিণত হয়েছে।

মানবতা রক্ষার জন্য ইসলামে জিহাদের ঘোষণা ঃ মানবতা রক্ষার ওয়াজ করে ইসলাম শুধু বসে থাকে না রবং মানবতা রক্ষার জন্য মুসলমানদের জিহাদের নির্দেশ দিয়েছে। সূরা নিসার ৭৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ পাক মানবতা রক্ষার জন্য জিহাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

وَمَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا۝

"(মুমিনেরা), তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ (সংগ্রাম) করছ না। অথচ অসহায় বৃদ্ধ, নারী এবং শিশুরা নির্যাতিত হয়ে চিৎকার করে বলছে ঃ হে আমাদের পরওয়ার দেগার আমাদেরকে এই জালেম ওদ্ধসিত এলাকা থেকে উদ্ধার করো। আর আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে অভিভাবক এবং সাহায্যকারী বানিয়ে দাও"।

www.amarboi.org

আখেরাত বা মানুষের শেষ ঠিকানা

আখিরাত ঃ আরবী اَخِرٌ শব্দটির স্ত্রী লিঙ্গ اَخِرَةٌ । অর্থ- সকলের শেষ বা সর্বশেষ। ইসলামী পরিভাষায় মানুষের মৃত্যুর পর মুহূর্ত হতে যে জীবন শুরু হয় তাকে আখিরাত (اَخِرَةٌ) বলে। আল্লাহ পাক মমিনদের একটি গুণের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۔

"এবং তারা পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে"। (বাকারা-৪)

মানুষের নিবাস বা ঠিকানা দুই ধরনের ঃ

✪ অস্থায়ী নিবাস বা ঠিকানা

✪ স্থায়ী নিবাস বা ঠিকানা

✪ অস্থায়ী নিবাস বা ঠিকানা তিনটি ঃ

১। আ'লামে আরওয়াহ- রুহ জগৎ বা ঠিকানা।

২। আ'লামে দুনিয়া- দুনিয়ার জগৎ বা ঠিকানা।

৩। আ'লামে বরযখ -কবরের জগৎ বা ঠিকানা।

✪ স্থায়ী নিবাস বা ঠিকানা একটি ঃ

১। বা'দাল কিয়ামাহ্ বা কিয়ামতের পরবর্তী জগৎ জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

দুনিয়ার জগৎ বা জীবন সম্পর্কে ধারণা ঃ দুনিয়ার এই জীবন স্থায়ী নয় বরং খনস্থায়ী। স্থায়ী জগত আখেরাতের জীবনের জন্য আ'মল করার জায়গা। রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ اَلدُّنْيَاءُ مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ "দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের ক্ষেত স্বরূপ"।

আখেরাতের জীবন দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত ঃ

ক) কিয়ামতের পূর্ববর্তী খ) কিয়ামতের পরবর্তী

ক) কিয়ামতের পূর্ববর্তী সময় ঃ আ'লামে রবযখ অর্থাৎ কবরের জগৎ যেখানে কিয়ামত অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

"তাদের পশ্চাতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত বরযখ রয়েছে"। এই জগৎকে কবরের জগৎ বলা হয়।

আ'লামে বরযখ বা কবরের জগৎ এর দু'টি অবস্থান ঃ i) ইল্লীইন ii) সিজ্জীন

i) ইল্লীইন সম্পর্কে ধারণা ঃ ইল্লীইন হচ্ছে নেককার লোকদের আ'মলনামা সংরক্ষণের জায়গা। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ

"নিশ্চয় নেককারদের আ'মলনামা ইল্লীইনে আছে"।

ইল্লীইনের অবস্থান ঃ রাসূল (সাঃ) ইল্লীইনের অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ঃ

www.amarboi.org

"সপ্তম আকাশের নীচে জান্নাতের নিকটে ইল্লীইন অবস্থিত। কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত জান্নাতবাসিদের রূহ এবং আ'মলনামা এখানে জমা থাকে"।
(রুহের সাথে দেহের যোগ সূত্র থাকে)। মায্হারী

ii) সিজ্জীন সম্পর্কে ধারণা ঃ সিজ্জীন হচ্ছে পাপীদের আ'মলনামা সংরক্ষণের জায়গা। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ "কক্ষনই নয়, নিশ্চয় পাপীদের আ'মলনামা সিজ্জীনে আছে"।

সিজ্জীনের অবস্থান ঃ রাসূল (সাঃ) সিজ্জীন এর অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেনঃ "সপ্তম যমীনের নিম্নস্তরে জাহান্নামের নিকটে সিজ্জীন অবস্থিত। কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত জাহান্নামীদের আত্মা ও আ'মলনামা এখানে জমা থাকে"। (আত্মার সাথে দেহের সংযোগ থাকে)

জান কবজ ঃ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, "জান্নাতীদের জান কবজ অত্যন্ত আরামের সাথে হবে এবং তাদের রূহকে একটি সুগন্ধিযুক্ত চাদরে জড়িয়ে সসম্মানে ইল্লীইনে পৌঁছে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে পাপীদের জান কবজ অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় হবে। ডাল ঘোটা ফিরকী ভিজা তুলার মধ্য থেকে টেনে বের করলে যেমন তুলাগুলো ছিঁড়ে ছিটে বের হয়ে আসে, তেমনি ভাবে পাপীদের আত্মাকে তার দেহ থেকে টেনে-হিচড়ে বের করে আনা হবে। অতঃপর উক্ত পাপী আত্মাকে দুর্গন্ধযুক্ত নোংরা চটে জড়িয়ে সিজ্জীনে নিক্ষেপ করা হবে"।

কবরের সওয়াল জওয়াব ঃ বারা ইবনে আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন কবরে রেখে আসার পর মুমিন বান্দার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসাবেন। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করবেনঃ - مَنْ رَبُّكَ "তোমার রব কে" ? প্রতিউত্তরে বলবে - رَبِّيَ اللّٰهُ আমার রব আল্লাহ্। অতঃপর প্রশ্ন করা হবে مَا دِيْنُكَ তোমার দ্বীন কি ? প্রতিউত্তরে বলবে -دِيْنِيَ الْإِسْلَامُ - "আমার দ্বীন ইসলাম"। অতঃপর ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ছবি তার সামনে তুলে ধরে বলবেন ঃ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ "এই ব্যক্তিটি কে যাকে তোমাদের নিকট পাঠান হয়েছিল" ? উত্তরে নেককার লোক বলবে,-هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ-"তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)"। জিজ্ঞেস করা হবে, -وَمَا يُدْرِيْكَ "তুমি কিভাবে বুঝতে পারলে" ? উত্তরে বলবে, আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়ে জানতে পেরেছি এবং তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি।

অতঃপর আকাশের দিক থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করেনঃ আমার বান্দা ঠিক ঠিক জবাব দিয়েছে, সুতরাং তার জন্য বেহেশতের বিছানা বিছিয়ে দাও। বেহেশতের পোষাক পরিয়ে দাও। আর কবর থেকে বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। সুতরাং তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হবে, এতে করে তার

www.amarboi.org

কবরে বেহেশতের স্নিগ্ধ সমীরণ আর সুরভী হাওয়া প্রবাহিত হতে থাববে। তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে। (অন্য হাদীসে আছে তাকে বাশর ঘরের রাতের ঘুমের মত ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হবে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত।)

পক্ষান্তরে পাপীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ পাপীদের আত্মীয়-স্বজন যখন তাকে দাফন করে চলে যাবে, তখন তার আত্মাকে দেহে ফিরিয়ে আনা হবে। অনুরূপ দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসাবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন مَنْ رَبُّكَ "তোমার রব কে" ? সে বলবে, هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِىْ 'হায় আমি তো কিছুই জানি না'। অতঃপর প্রশ্ন করা হবে, مَا دِيْنُكَ "তোমার দ্বীন কি "? উত্তরে বলবে, هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِىْ- "হায় হায় আমি তো কিছুই জানিনা"। (অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ছবি তার সামনে তুলে ধরে বলা হবে)

مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ "এই যে লোকটি তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তিনি কে" ? সে জবাব দিবে, هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِىْ "হায়রে হায় আমি তো কিছুই জানিনা"। অতঃপর আকাশের দিক থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন ঃ সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে দোযখের পোষাক পরিয়ে দাও। তার জন্য দোযখের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ দরজা খুলে দেবার ফলে তার প্রতি দোযখের উত্তাপ ও লু-হাওয়া আসতে থাকে। অতঃপর তার কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেয়া হবে যে, এতে তার একদিকের পাঁজরের হাড় অন্যদিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যাবে। অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতা মোতায়েন করা হবে– যার সাথে থাকবে লোহার হাতুড়ী। এটা এমন হাতুড়ী যা দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হলে পাহাড়ও মাটি হয়ে যেতে বাধ্য। ফেরেশতা সেই হাতুড়ী দিয়ে তাকে জোরে জোরে আঘাত করতে থাকবে। এতে সে এমন বিকট শব্দে চিৎকার করতে থাকবে, যা মানুষ আর জ্বীন ছাড়া পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীই শুনতে পাবে। আঘাতের সাথে সাথে সে মাটিতে মিসে যাবে। অতঃপর তার দেহে পুনরায় রুহ্ ঢুকিয়ে দেয়া হবে এবং এভাবে (কিয়ামত পর্যন্ত) শাস্তি চলতে থাকবে।

(বুখারী মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)।

খ) কিয়ামতের পরবর্তী সময় ঃ কিয়ামতের পরবর্তী সময় তিনটি স্তরে বিভক্ত– i) কিয়ামত বা পুনরুত্থান, ii) হাশর, iii) শেষ অবস্থান।

i) প্রথম স্তর কিয়ামত ঃ قِيَامَةٌ (কিয়ামত) আরবী শব্দ যার অর্থ দাঁড়ান বা উঠান। বিচারের দিন হাশরের মাঠে হিসাব প্রদানের জন্য উঠান বা দাঁড়ান।

কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় ঃ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। এর ইলম বা জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ পাকের রয়েছে।

www.amarboi.org

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ط قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ

"তোমাকে প্রশ্ন করে কখন কিয়ামত সংঘটিত হবে ? তুমি বল ঃ নিশ্চয় উহার জ্ঞান একমাত্র আমার রব আল্লাহ্র কাছে রয়েছে"। (আহযাব-৬৩)

কিয়ামতের আলামত (পূর্বাভাস) ঃ

ইমাম নাসাফী আকায়েদ শাস্ত্রে কিয়ামতের পূর্বাভাস হিসাবে পাঁচটি আলামতের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

১। **দাজ্জালের আবির্ভাব ঃ** মুসলিম শরীফের হাদীস দ্বারা জানা যায় উহা কোন দ্বীপে আটক রয়েছে।

২। **দাব্বাতুল আরয বা সন্ধানী প্রাণী ঃ** হাদীসে পাওয়া যায় উহাও দাজ্জালের সাথে একটি দ্বীপে আটক রয়েছে।

৩। **ইয়াজুজ মাজুজ ঃ** সূরা কাহাফে এদের বর্ণনা রয়েছে এবং বুখারী শরীফে বলা হয়েছে উহাদের আগমন কিয়ামতের উত্তম আলামত।

৪। **হযরত ঈসা (আঃ) এর অবতরণ ঃ** সূরা নিসায় এ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে এবং হাদীসে পাওয়া যায় হযরত ঈসা (আঃ) ফজরের সময় সিরিয়ার এক মসজিদের মিনারে অবতরণ করবেন।

৫। **পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় ঃ** হাদীসে পাওয়া যায়, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করে পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হবে। এছাড়া আরও ছোটখাট আলামতের কথা বিভিন্ন জন উল্লেখ করেছেন।

শিংগায় ফুৎকার প্রদান ঃ সিঙ্গায় ফুৎকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা ইস্রাফিল (আঃ)। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি কিভাবে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে জীবন অতিবাহিত করতে পারি যেখানে শিংগাধারী (ফেরেশতা ইসরাফিল আঃ) মুখে শিংগা ধরে কান খাড়া করে কপাল নুইয়ে আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষায় আছে ? (তিরমিযী। রাবী– আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)।

শিংগায় ফুৎকারের সংখ্যা ঃ সূরা যুমারে দু'টি ফুৎকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশুদ্ধ হাদীসেও দু'টির বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ·

"শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুস হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন (তারা বেহুস হবে না)। অতঃপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাত তারা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে"। (-যুমার-৬৮)

(তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে প্রথম ফুৎকারে হযরত ইসরাফিল (আঃ) সহ কতিপয়

www.amarboi.org

ফেরেশতা প্রথম দিকে মৃত্যুবরণ করবে না। কিন্তু পরে তারাও মৃত্যুবরণ করবে।)

কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজ চোখে কিয়ামতের দৃশ্য দেখতে চায়, সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিকাক পড়ে নেয়"। (তিরমিযী)

সূরা তাকভীর ঃ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ • وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ • وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ • وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ • وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ • وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ •

"যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র সমূহ মলিন হয়ে যাবে, যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীকে ছেড়ে দেয়া হবে, যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে"।

সূরা ইনফিতার ঃ

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ • وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ • وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ • وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ • عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ •

"যখন আকাশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। যখন তারকারাজি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে এবং যখন সমুদ্র গুলোকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে, যখন কবর গুলোকে খুলে দেয়া হবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে তার আগের ও পরের কৃতকর্ম"।

সূরা ইনশিকাক ঃ

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ • وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ • وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ • وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ • وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ •

"যখন আসমান ফেটে যাবে। সে তার রবের হুকুম পালন করবে। আর নিজের রবের নির্দেশ পালন করাই তার কাজ। যখন যমীন সম্প্রসারিত করা হবে এবং তার গর্ভে যা কিছু আছে, তা সব বাইরে নিক্ষেপ করে সে শূন্য হয়ে যাবে। একাজ করে সে নিজ রবের হুকুম তামিল করবে। আর এমনটি করাই তার জন্যে বাঞ্ছনীয়"।

সূরা কারিয়াঃ

اَلْقَارِعَةُ • مَاالْقَارِعَةُ • وَمَا اَدْرٰكَ مَاالْقَارِعَةُ • يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ •

"করাঘাতকারী, করাঘাতকারি কি ? করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন ? সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত ছুটাছুটি করতে থাকবে এবং পর্বতমালা ধুনিত রঙ্গীন পশমের মতো উড়তে থাকবে"।

www.amarboi.org

সূরা হজ্জ ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْئٌ عَظِيْمٌ • يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ•

"হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন অত্যন্ত ভয়াবহ। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন দেখবে প্রত্যেক দুগ্ধ-দানকারিনী মা তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। আর তোমরা মানুষকে দেখবে মাতাল, অথচ তারা প্রকৃত মাতাল নয়। বরং সেদিনের কঠিন আযাবের কারণে এই অবস্থা হবে"। (আয়াত-১-২)

ii) কিয়ামতের দ্বিতীয় স্তর হাশর ঃ হাদীসে বর্ণিত আছে দ্বিতীয় ফুৎকারে সকল প্রাণী পুনর্জীবিত হবে এবং তাদের সকলকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে।

হাশরের ময়দান হবে দুনিয়া ঃ কিয়ামতের মাধ্যমে আল্লাহ্পাক দুনিয়ার এই যমীনকে লন্ড-ভন্ড করে দিয়ে এক সমতল ভূমিতে পরিণত করবেন এবং এখানেই বিচারের জন্য সকল মানুষকে সমবেত করবেন। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا•

"যেদিন আমি পর্বত সমূহকে পরিচালনা করবো এবং আপনি যমীনকে দেখবেন একটি খোলা মাঠ এবং (এখানে) মানুষকে একত্রিত করবো। অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়া হবে না"। (সূরা কাহাফ-৪৭)

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا• فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا• لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا•

"তারা আমাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে ? অতএব (হে রাসূল) আপনি বলুন ঃ আমার পালনকর্তা পাহাড় সমূহকে (কিয়ামতের ভয়াবহতার দ্বারা) সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন। অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতল ভূমি করে দেবেন। আপনি তাতে কোন উঁচু-নীচু দেখবেন না"। (ত্বহা-১০৫-১০৭)

হাশরের ময়দানে একাকী হাজির হতে হবে ঃ কিয়ামতের দিন ২য় ফুৎকারে সকল মানুষ জীবন লাভ করবে এবং তারা সকলেই একাকী হাশরের ময়দানে বিচারের জন্য সমবেত হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا

www.amarboi.org

"কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তার কাছে নিঃসংগ অবস্থায় একাকী হাজির হবে"। (সূরা মারীয়াম-৯৫)

হাশরের ময়দানে সবাই উলঙ্গ অবস্থায় থাকবে ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে একথা বলতে শুনলাম যে, কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে খালি পায়ে, উলঙ্গ ও খাৎনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) এই অবস্থায় তো নারী-পুরুষ একে অপরের দিকে তাকাবে ? নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ হে আয়েশা শোন! সেদিনের অবস্থা এত ভয়াবহ হবে যে, কেউ একে অপরের দিকে তাকাবার কোন চিন্তাই করবে না"। (বুখারী মুসলিম)

মিযান বা মাপক যন্ত্র স্থাপন ঃ দুনিয়ার কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহ্ পাক বিচারের দিন মিযান বা মাপক যন্ত্র স্থাপন করবেন। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ • وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ •

"আর সেদিন যথাযথ ভাবে ওজন করা হবে। অতঃপর যাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে এবং যাদের (নেকীর) পাল্লা হালকা হবে তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে"।

আ'মল নামাঃ 'কেরামান কাতেবীন' তথা সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের লিপিবদ্ধ আ'মলনামা কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে ঃ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ • فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا • وَّيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا • وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَاءَ ظَهْرِهٖ • فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا • وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا •

"যাকে তার আ'মলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে আনন্দের সাথে ফিরে যাবে। আর যাকে তার আ'মলনামা পিঠের পিছন দিক থেকে দেয়া হবে, সে মৃত্যুকে ডাকবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে"। (সূরা ইন্শিকাক-৭-১২)

হাশরের ময়দানে আত্মীয়-স্বজন কাজে আসবে না ঃ হাশরের ময়দানে বিচারের সময় কোন আত্মীয়-স্বজন কাজে আসবে না, কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং কোন সাহায্যকারীও পাওয়া যাবে না। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেনঃ (যখন রাসূলে খোদা (সাঃ) এর উপর কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল হলঃ "আর তোমার আত্মীয়-প্রতিবেশীদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন কর।") তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) (কোরাইশদের একত্র করে) বললেনঃ হে কোরায়েশ! তোমরা

www.amarboi.org

নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোনই উপকার করতে পারবো না।

হে আবদে মানাফের বংশধরেরা। আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাদের বিন্দুমাত্র রক্ষা করতে পারবো না। হে (রাসূলের চাচা) আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব! আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আপনাদের আমি বিন্দুমাত্র বাঁচাতে পারবো না।

হে রাসূলের ফুফু সুফিয়া! পরকালে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে আমি আপনাদেরকে রক্ষা করতে পারবো না।

হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা! আমার ধন-সম্পদ থেকে তোমার যা ইচ্ছা তা নিয়ে নিতে পারো। কেননা, পরকালীন আযাব থেকে (কন্যা হবার কারণে) তোমাকে রক্ষা করতে পারবো না"। (বুখারী)

হাশরের ময়দানে শাফায়াত বা সুপারিশ ঃ হাশরের ময়দানে শাফায়াত বা সুপারিশের ব্যাপারে কয়েকটি নীতি কথা আছে। যে– সে সুপারিশ করতে পারবে না। সব কিছু আল্লাহ্‌র অনুমতি সাপেক্ষে হবে। নীতি কথাগুলো হলো ঃ

প্রথম কথা ঃ আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ শাফায়াত করতে পারবে না। আল্লাহ্ পাক সূরা বাকারায় বলেন ঃ مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

"তার অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না।"

দ্বিতীয় কথা ঃ যাদের সম্পর্কে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ্ রাজী, কেবলমাত্র তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। । আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ۔

"তারা সেই সব লোকদের ছাড়া আর কারোর পক্ষে সুপারিশ করতে পারবে না, যাদের পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ্ রাজী হন এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে।"

তৃতীয় কথা ঃ যালিমদের জন্য তার বন্ধু সুপারিশকারী হবে না। আল্লাহ্ পাক সূরা মুমিন এ বলেন ঃ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ

"যেদিন যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও থাকবে না। আর থাকবে না কোন সুপারিশকারীও যার কথা শ্রবণ করা হবে।" (আয়াত-১৮)

হাশরের ময়দানে সুপারিশের জন্য আদম সন্তানের ধর্ণা ঃ হাদীস থেকে জানা যায়, সকল বনি আদম হাশরের ময়দানে হযরত আদম থেকে শুরু করে বড় বড় নবীদের কাছে সুপারিশের জন্য ছুটে যাবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে কেউই সুপারিশের সাহস পাবে না, বরং তাঁরা নিজ নিজ অপরাধের জন্য লজ্জাবোধ করবেন এবং 'ইয়া নাফ্‌সী' 'ইয়া নাফ্‌সী' করতে থাকবেন এবং তাঁরা সুপারিশ করতে অপারগতা প্রকাশ করবেন। তখন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে গেলে তাঁর উম্মাতদের সুপারিশের

www.amarboi.org

জন্যে আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন, অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর সুপারিশ কবুল করবেন।

হাশরের ময়দানে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে ঃ আবু মাসউদ (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ "কিয়ামতের দিন আদম সন্তান দু'পা স্বস্থান থেকে এক কদমও নড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে নেয়া হবে ঃ (১) সে তার জীবনকাল কোন্ কোন্ কাজে অতিবাহিত করেছে ? (২) যৌবনের শক্তি সামর্থ কোন্ কাজে ব্যয় করেছে ? (৩) ধন-সম্পদ অর্থ-কড়ি কোথা থেকে কোন্ পথে উপার্জন করেছে ? (৪) কোথায় কোন্ কাজে তা ব্যয়-ব্যবহার করেছে ? (৫) এবং দ্বীনের জ্ঞান যতটুকু অর্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে ? (তিরমিযী)

হাশরের তিনটি ভয়াবহ মন্‌জিল ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। "একদা তিনি দোযখের কথা স্মরণ করে কাঁদছিলেন। তাঁর কান্না দেখে রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আয়েশা, কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে ? তিনি বললেন ঃ আমার দোযখের শাস্তির কথা স্মরণ হয়েছে তাই আমি কাঁদছি। ওগো! কিয়ামতের দিন কি আপনারা আপনাদের স্ত্রীদের কথা স্মরণ করবেন না ? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই, তবে তিনটি যায়গায় কারো কথা কারো মনে থাকবে না। তা হলো ঃ (১) মীযানের কাছে, যেখানে মানুষের আ'মল ওজন করা হবে। তখন প্রত্যেকেই এ চিন্তায় নিমজ্জিত থাকবে যে, তার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে কি হাল্‌কা। (২) সে সময়, যখন আ'মলনামা হাতে দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমার রেকর্ড (আমলনামা) পড়ো। তখন সকলেই এই দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে যে, তার আ'মলনামা ডান হাতে দেয়া হবে না পিছন দিক থেকে বাম হাতে দেয়া হবে। (৩) আর যখন জাহান্নামের উপর রাখা পুলসিরাত পার হবে তখন সবাই এই চিন্তায় থাকবে যে, সে পার হতে পারবে, না জাহান্নামে পড়ে যাবে। (আবু দাউদ)

হাশরের ময়দানে সাত শ্রেণীর লোকের আরশের ছায়ার নীচে আশ্রয় লাভ ঃ হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ্‌র ছায়া ছাড়া আর অন্য কোন ছায়া যখন থাকবে না, তখন সাত শ্রেণীর লোক আরশের ছায়ার নীচে আশ্রয় লাভ করবে ঃ

(১) ন্যায় বিচারক বাদশা। (২) ঐ মুসল্লি যার অন্তর মসজিদের সাথে টাঙ্গানো থাকে। (৩) সৎ চরিত্রবান যুবক, যার যৌবন কালকে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়েছে। (৪) ঐ দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহ্‌র ভালবাসার জন্যই দুজন একত্রিত হয়েছে আবার আল্লাহ্‌র ভালবাসার জন্যই দুজন পৃথক হয়ে গেছে। (৫) ঐ ব্যক্তি, যাকে একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুশ্রী এবং সুন্দরী রমনী কুকর্মের জন্য ডাকে কিন্তু আল্লাহ্‌র ভয়ে সে তার ডাকে সাড়া দেয়নি। (৬) ঐ ব্যক্তি যে, এমন গোপনে দান

www.amarboi.org

করে যে, ডান হাতে কি দান করলো বাম হাত তা টের পায় না। (৭) এবং ঐ ব্যক্তি যে একাকী নিভৃতে আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে। (বুখারী)

আল কাউসার ঃ হাশরের ময়দানে সূর্যের উত্তপ্ত তাপের ফলে প্রচন্ড গরমে মানুষ যখন পিপাসায় কাতর হয়ে পড়বে তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) নিজ হাতে পিয়ালা ভরে ভরে হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন তবে বিদ্‌আতিরা তা থেকে মাহরুম হবে। এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ "(বিচারের দিন) আমি হাউজে কাওসারের ধারে তোমাদের আগেই পৌঁছে যাব। অতঃপর যে আমার কাছে আসবে তাকে পানি পান করাবো এবং যে একবার সে পানি পান করবে তার আর কোন দিন পিপাসা লাগবে না। সেদিন এমন অনেক লোক আমার দিকে এগিয়ে আসবে যাদেরকে আমি চেনব এবং তারাও আমাকে চেনবে। কিন্তু তাদেরকে (ফেরেশতারা) আমার কাছে আসতে দেবে না। আমি বলবো, তারা তো আমার লোক (আসতে দাও)। উত্তরে (ফেরেশতারা) বলবে, আপনি জানেন না, আপনার (ওফাতের) পরে আপনার দ্বীনে এরা কত বিদ্‌আত (নতুন নতুন কথা ও কাজ) চালু করেছে। তখন আমি বলবো, 'দূরে যাক' 'দূরে যাক' ওসব লোক যারা আমার পরে দ্বীনে বিদ্‌আত চালু করেছে। (রাবী সাহল বিন সা'দ,- বুখারী, মুসলিম)

গ) সর্বশেষ আবাস স্থল ঃ হাশরের ময়দানে বিচারের পর লোকেরা চূড়ান্ত আবাস স্থল তিনটি জায়গায় অবস্থান করবে–

i) এক শ্রেণীর লোক সরাসরি জাহান্নামে চলে যাবে।
ii) আর এক শ্রেণীর লোক সরাসরি জান্নাতে যাবে।
iii) আর এক শ্রেণীর লোক নেকী-বদী সমান হবার কারণে আ'রাফ নামক স্থানে অবস্থান করবে।

আ'রাফ কি ? জান্নাত এবং জাহান্নামের মধ্যবর্তী প্রাচীরের ন্যায় উঁচু স্থানকে আ'রাফ বলা হয়। যারা আল্লাহ্‌র বিচারে তৎক্ষণাত জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করবে না, তারা এই অনুমতি লাভের পূর্ব পর্যন্ত এখানে অবস্থান করবে। অনুমতি লাভের পর স্থায়ীভাবে জান্নাতে বসবাস করবে।

i) জান্নাত ঃ জান্নাত অর্থ-ঘন পাতা বেষ্টিত গাছ-গাছালির বাগানকে জান্নাত বলা হয়।

জান্নাতের স্তর ঃ জান্নাতিদের দুনিয়ার আ'মলের ভিত্তিতে মর্যাদা অনুসারে জান্নাতকে আট শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ

প্রথমঃ জান্নাতুল ফেরদাউস। দ্বিতীয়ঃ দারুল মাকাম। তৃতীয় ঃ দারুল কারার।
চতুর্থঃ দারুস সালাম। পঞ্চমঃ জান্নাতুল মাওয়া। ষষ্ঠঃ জান্নাতুল নাঈম।
সপ্তমঃ দারুল খুল্‌দ। অষ্টমঃ জান্নাতুল আদন।

www.amarboi.org

জান্নাতের নিয়ামত ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জান্নাতে নেয়ামত তৈরী করে রেখেছি, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে (এ সম্পর্কে) কোন ধারণাও জন্মেনি। তোমরা চাইলে কুরআনের এ আয়াতটি পড়তে পার ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ

কেউ জানে না, তাদের চোখ জুড়ানো (কত জিনিস) যা গোপন করে রাখা হয়েছে। (বুখারী)

বুখারীর অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ "বেহেশতের সামান্য ও নগণ্যতম জায়গাও সমগ্র দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সব কিছু থেকে উত্তম"।

দোযখ ঃ দোযখ হলো আল্লাহ্ পাকের তৈরী আগুনে পরিপূর্ণ শাস্তির জায়গা।

দোযখের স্তর ঃ দুনিয়ায় মানুষের অর্জিত পাপের অনুপাতে আল্লাহ্ পাক দোযখেও আনুপাতিক হারে শাস্তি দেবেন। এ জন্য একে ৭টি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। তা হলো ঃ

প্রথমঃ জাহান্নাম, দ্বিতীয়ঃ হাবিয়াহ্, তৃতীয়ঃ জাহীম, চতুর্থঃ সাকার, পঞ্চমঃ সায়ীর, ষষ্ঠঃ হুতামাহ্, সপ্তমঃ লাজা।

জাহান্নামের উত্তাপ ঃ আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ "জাহান্নামের আগুনকে প্রথমে এক হাজার বছর ধরে তাপ দেয়া হয়েছিল, ফলে তা রক্ত বর্ণ ধারণ করেছিল। অতঃপর তাকে আরও এক হাজার বছর তাপ দেয়া হয়েছিল, যার ফলে তা সাদা বর্ণ ধারণ করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আরও এক হাজার বছর ধরে উত্তপ্ত করার পরে উক্ত আগুন কালবর্ণ ধারণ করেছে। ফলে তা নিবিড় ঘন কাল অন্ধকারে রূপ লাভ করেছে"। (তিরমিযী)

বুখারী এবং মুসলিম শরীফের অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের এই দুনিয়ার আগুন তাপের দিক দিয়ে জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ"। (রাবী আবু হুরাইরা)

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ "জাহান্নামের মত ভয়াবহ আর কিছুই আমি দেখিনি, অথচ তা থেকে যারা বাঁচতে চায় তারা ঘুমাচ্ছে এবং জান্নাতের মত আরামদায়ক আর কিছুই আমি দেখিনি, অথচ যারা তা পেতে চায় তারাও ঘুমাচ্ছে"। (তিরমিযী)

– সমাপ্ত –

www.amarboi.org

লেখকের
অন্যান্য

বই

দারসে হাদীস-১ম খন্ড
দারসে হাদীস-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-১ম খন্ড
দারসে কুরআন-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-৩য় খন্ড
দারসে কুরআন-৪র্থ খন্ড
বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস
আল-কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব
রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রূহানী নামায
বিষয়ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
কুরআন হাদীসের আলোকে ৫দফা কর্মসূচী
ফাযায়েলে ইক্বামাতে দ্বীন (দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মর্যাদা)

সাহাল প্রকাশনী